শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসঃ

শ্রীমজ্ জয়গোপাল দাসেন সমাহৃতঃ।

শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারিণা

সম্পাদিতঃ প্রকাশিতশ্চ।

প্রথম মুদ্রাঙ্কন

শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী কার্য্যালয়

এলাটী পোঃ, জেলা হুগলী।

বঙ্গাব্দ ১৩২২

মূল্য ।৵৹ ছয় আনা মাত্র

Printed by J. N. De, at the
BANI PRESS.
63, Nimtola Street, Calcutta.
1915.

ভূমিকা।

—০ঃ০ঃ০—

আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যের-শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা-কল্পে প্রায় তিন শতাব্দি পূর্ব্বের রচিত এই 'শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস' নামক লুপ্তপ্রায় গ্রন্থখানির জীর্ণোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় অধিকাংশ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গৃহীত বলিয়া ভক্ত পাঠকবর্গের নিকট বিশেষ নূতন বোধ না হইলেও গ্রন্থখানি যখন শ্রীকৃষ্ণলীলা কথায় পূর্ণ, তখন ভরসা করি, তাঁহাদের নিকট কখনই অনাদৃত হইবে না। অনুবাদ যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও বিশদভাবে লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির অনুবাদে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতোষণী ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকার ভাব অনুসৃত হইয়াছে। এক্ষণে এই গ্রন্থ পাঠে ভক্তবৃন্দের কিঞ্চিৎ প্রীতিলাভ হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল মনে করিয়া সুখী হইব।

গ্রন্থের রচয়িতা 'গোপাল দাস' কি 'জয়গোপাল দাস' এই লইয়া অনেকে বিতণ্ডা করেন। কিন্তু আমরা যে কয়খানি পুঁথি দেখিয়াছি, তাহাতে একই ভণিতি থাকায়, গ্রন্থ-রচয়িতা যে জয়গোপাল দাস, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে গ্রন্থকার সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত লিখিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়।
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়॥
তথাই কায়স্থ জয়গোপালের স্থিতি।
বিদ্যা অহঙ্কারে তার জন্মিল দুর্ম্মতি॥
গুরু বিদ্যাহীন, ইথে হেয় অতিশয়।
জিজ্ঞাসিলে পরমগুরুকে গুরু কয়॥
প্রভু বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈল।
লজ্জিল প্রসাদ তেঞি তারে ত্যাগ দিল॥"

এই উপলক্ষে প্রভু বীরচন্দ্র, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে যে পত্রিকা প্রদান করেন, তাহাও 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ।

ভবদীয়াবশ্য স্মরণীয় শ্রীবীরচন্দ্রদেবঃ প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকং নিবেদয়তি, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য! ত্বং শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভোঃ শক্তিঃ অ...ব একয়া শক্ত্যা প্রভুশক্তিরূপাদি শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী দ্বারা গ্রন্থং প্রকাশিতং, অপরয়া শক্ত্যা গৌড়মণ্ডলে মহাজন সংসদি গ্রন্থবিস্তারং করোষি. ইতি ভবতোঽন্তিকে মদীয় বার্ত্তাং প্রেষয়ামি, জয়গোপালদাসেন মৎপ্রসাদোল্লঙ্ঘনং কৃতং, তচ্চ জগতি বিদিতমিতীহ তেন সার্দ্ধং মদীয় জনেন কেনাপ্যালাপাদিকং ন ক্রিয়তে ময়াপি নিষিদ্ধং ভবতাপি তথালাপাদিকং ন কর্ত্তব্যমিতি॥"

"এ সকল কথা হৈল সর্ব্বত্র বিদিত।
আলাপাদি কেহো না করয়ে কদাচিত॥"

গ্রন্থকারের নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদরা গ্রামে। তাঁহার বংশধারা এখনও বর্ত্তমান। মুর্শিদাবাদ—জাউলিয়া নিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মিত্র মহাশয় গ্রন্থকার সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাও এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—

"শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় এই মহাত্মা গ্রন্থকারকেও অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত শাস্ত্রযুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। চক্রান্তকারীরা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার অভিলাষে এক বিচারসভা আহ্বান করেন, দুই দিন তর্ক বিতর্কের পর গ্রন্থকারকে বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত বলিয়া সভাভঙ্গ করিতে বাধ্য হন। পরে একদিন আহ্নিক সময়ে কোন বিপক্ষব্যক্তি প্রভু বীরচন্দ্রের প্রসাদে বিল্বপত্র দিয়া তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করেন। তিনি দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাহা গড়ের জলে ভাসাইয়া দেন। এই সংবাদ বিকৃতভাবে প্রভু বীরচন্দ্রের কর্ণগোচর হইলে তিনি রোষভরে বহুলোক জন সমভিব্যাহারে লইয়া বিল্বপত্র সহ প্রসাদ জলে ভাসমান দেখেন। গ্রন্থকার বলেন, আমি প্রসাদ বন্দনা করিয়া বিল্বপত্র থাকায় জলে দিয়াছি। এই কথা শুনিয়া বিরুদ্ধবাদিরা বিতণ্ডা উপস্থিত করেন, শেষে বিচারে নিজেরাই অপদস্থ হন। গ্রন্থকারের প্রতি বিদ্বেষের ইহাই কারণ। ইনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গী শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের অনুগৃহীত শিষ্য। গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী ৩।৪ পুরুষ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবীয় সিদ্ধি প্রবল ছিল। বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত রসরাজ দাস মহাশয়কে দেখিলেও ভক্তির উদয় হয় এবং দেববভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়। ইঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণরায় বিগ্রহ।"

অতঃপর উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিদ্বেষবশতঃ বা যে কোন কারণেই হউক, গ্রন্থকার প্রভু বীরচন্দ্র কর্ত্তৃক বৈষ্ণব-সমাজে উপেক্ষিত হইলেও তদীয় বহুযত্ন-সঙ্কলিত এই গ্রন্থখানিতে সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ অপ্রামাণিক কোন মতবাদ পরিলক্ষিত না হওয়ায়, ইহা বৈষ্ণব-সমাজে উপেক্ষার বস্তু হইতে পারে কি না, সে বিচারভার সুধী পাঠকবর্গের উপরই ন্যস্ত রাখিয়া আমরা কোনরূপে গ্রন্থখানির অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলাম। অলমিতিবিস্তরেণ। ইতি

পশ্চিমপাড়া;
আষাঢ়, ১৩২২।

বৈষ্ণব-কৃপাভিখারী
সম্পাদক।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
বৃন্দাবন বর্ণন	১
রূপাদি বর্ণন	৮
বনবিহার বর্ণন	২১
রাসলীলা বর্ণন	৫০
রহস্যাদি বর্ণন	৬৫
অনুরাগ বর্ণন	৯০

শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসঃ।

প্রথমঃ প্রবন্ধঃ।

বন্দে শ্রীসুন্দরানন্দং স্নিগ্ধ-সুন্দর-বিগ্রহম্।
ত্রৈলোক্যনয়নানন্দং সানন্দং প্রেমদং গুরুং ॥ ১ ॥
নখততি-শশিনঞ্চ বক্ষসি কৌস্তুভধরং।
যত উন্মীলতি লক্ষ্মী র্বন্দে কঞ্চ ঘনশ্যামং ॥ ২ ॥
গ্রন্থং কৃষ্ণবিলাসাখ্যং প্রেমভাবপ্রকাশকং।
প্রোক্তং গোপাল দাসেন সহর্ষৈঃ শ্রবণোৎসুকান্ ॥ ৩ ।
অস্তি সুশোভন মতুলং
বৃন্দাকানন মনারতং সুখদং।
মেদুর-মধুর-মনোজ্ঞং
বহুবিধ-কেলি-চতুরং শিশিরং ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি সর্ব্বদা আনন্দে মগ্ন থাকিয়া ত্রিলোকের নয়নানন্দস্বরূপ হইয়াছেন এবং যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি স্নিগ্ধ, সুন্দর, সেই প্রেমদাতা গুরুবর শ্রীসুন্দরানন্দ দেবকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

যাঁহার পদনখে কোটীশশী বিরাজমান, যিনি বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহা হইতে নিখিল শ্রীসম্পৎ উন্মীলিত হয়, সেই অনির্ব্বচনীয় নবঘনশ্যামকে (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে) বন্দনা করি ॥ ২ ॥

গ্রন্থকার গোপাল দাস এই প্রেমভাব-প্রকাশক "শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস" নামক গ্রন্থ আনন্দের সহিত শ্রবণোৎসুক ব্যক্তিগণকে বিবৃত করিতেছেন ॥ ৩ ॥

শ্রীবৃন্দাবন নামে এক অতুল শোভাশালী কানন আছে, তাহা নিরন্তর স্নিগ্ধ, মধুর, মনোহর, শীতল ও সুখপ্রদ; এবং তথায় নানাবিধ কেলিবিলাস নিত্য নয়নগোচর হয় ॥ ৪ ॥

ভূমিস্তত্র সুপক্ক-দাড়িম্‌-লসদ্বীজাভ-চিন্তামণেঃ
কীর্ণা কল্পতরোঃ প্রসূনরজসা চিত্রায়িতা পূরিতা।
তচ্ছাখা-নবমঞ্জরী-কুল-গলৎ-পীযূষ-বিন্দূৎকরৈঃ
স্নিগ্ধা সৎসুখদায়িনী সুললিতৈর্মন্দানিলৈঃ সেবিতা ॥ ৫ ॥
নানারত্ন-বিনির্ম্মিতোভয়তটী পীযূষ-নীরাস্ফুরৎ
স্ফীতোন্মীলিত-সর্ব্বপদ্ম-কুমুদামোদেন সংমোদিতা।
তত্রান্তে যমুনা সরিৎ সুবিমল স্নিগ্ধোল্লসদ্বালুকা
চক্রাঙ্গাটিকচক্রবাকনিকরাঃ ক্রীড়ন্তি তস্যাং মুদা ॥৬॥
নবকিশলয় কুসুমাবলি ভারভঙ্গুরাস্তরবঃ
মৃদুলসমীরণ লোলা নিখিলর্ত্তু সুখালয়াভান্তি।
তত্র চ মঞ্জু কুঞ্জে গুঞ্জন্মধুপাভ্রমন্তি মধুলোভাৎ
বল্লীষু বল্লীষু মত্তা বিদলিত মল্লিকা প্রমোদেন ॥ ৭ ॥

তথাকার ভূমি সুপক্কদাড়িম্ববীজাভ চিন্তামণিময়ী এবং কল্পতরুর কুসুম-রেণুতে সমাচ্ছন্না পূর্ণা ও সুচিত্রিতা। অপিচ, সেই কল্পতরুর শাখাশোভি-নবমঞ্জরীদল হইতে নির্গলিত সুধাবিন্দুসমূহ দ্বারা সে স্থান সর্ব্বদা অভিষিক্ত এবং তথায় সুললিত ধীর-সমীর প্রবাহিত, এইজন্যই তাহা সৎ অর্থাৎ অপ্রাকৃত সুখদায়িনী ॥ ৫ ॥

তথায় শ্রীযমুনানাম্নী এক সুধা-সলিলা নদী আছে, তাহার উভয় তট নানাবিধ রত্ন দ্বারা বিনির্ম্মিত; তাহার বেলাভূমি সুবিমল স্নিগ্ধ বালুকা-কণায় পরিব্যাপ্ত, এবং সেই শ্রীযমুনা প্রফুল্ল-কমল-কুমুদকুলের মনোহর সৌরভে সদা আমোদিতা; তাহাতে হংস আটিক চক্রবাকাদি বিহগনিকর পরমানন্দে ক্রীড়া করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

তথায় তরুগণ নবনব কিশলয় ও কুসুমাবলিভারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং সুখের নিলয় নিখিল ঋতু মৃদু সমীরণে আন্দোলিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। আর সেই শ্রীবৃন্দাবনের মঞ্জুকুঞ্জে গুঞ্জনশীল মধুপবৃন্দ বিদলিত মল্লিকাফুলের মধুর গন্ধে উন্মত্ত হইয়া লতায় লতায় মধুলোভে উড়িয়া বেড়াইতেছে ॥ ৭ ॥

কাঞ্চন রুচিরা লতিকা মেদুর মরকতচ্ছদনা
অরুণ সিতাসিত কুসুমাঃ সুষমাসীমা বিরাজন্তে ॥৮॥
মালতী কাননং ক্বাপি মল্লিকাকাননং ক্বচিৎ।
সুগন্ধি যূথিকা জাতী শতবীর্য্যাবনং ক্বচিৎ ॥ ৯ ॥
সুবর্ণ যূথিকারণ্যং করবীর বনং ক্বচিৎ।
গুলাল বিল্ব বন্ধুক কুন্দমাকন্দকাননং ॥ ১০ ॥
কুত্রাপি রঙ্গণারণ্যং ক্বাপ্যামলক কাননং।
শিরীষাদিক পুন্নাগ স্থলপদ্মবনং ক্বচিৎ ॥ ১১ ॥
কেতকীকাননং ক্বাপি নাগকেশর কাননং।
শেফালী বকুলাশোক স্বর্ণচম্পক কাননং ॥ ১২ ॥
ক্বচিৎ কুরুবকারণ্যং ক্বাপি কিংশুক কাননং।
মন্দার চম্পকারণ্যং ক্বচিৎ কূটজ কাননং ॥ ১৩ ॥
কদম্ব কাননং রম্যং নানা কুসুমকাননং।
অনন্ত সুখদং স্নিগ্ধং বিচিত্র বিমল স্থলং ॥
তত্রৈব দ্বাদশারণ্যং তৈ স্তৈঃ পুষ্পৈঃ সুবেষ্টিতং ॥১৪ ॥

তথায় স্বর্ণকান্তি লতিকা সমূহ, স্নিগ্ধ মরকতের ন্যায় হরিৎ পত্রাবলি ও শ্বেত-কৃষ্ণ-রক্তবর্ণের কুসুমমালায় বিভূষিতা হইয়া সুষমার অবধিরূপে বিরাজ করিতেছে ॥ ৮ ॥

কোথাও মালতীকানন, কোথাও মল্লিকা কানন, কোথাও সুগন্ধি যুথিকা, জাতী ও শতবীর্য্যার বন, কোন স্থানে স্বর্ণ যূথিকার বন, কোথাও বা করবীর বন, কোথাও গুলাল, বিল্ব, বন্ধুক, কুন্দের বন, কোথাও আকন্দ কানন, কোথাও রঙ্গণ বন, কোথাও আমলকী কানন, কোন স্থানে শিরীষ, পুন্নাগ ও স্থলপদ্মাদির বন, কোথাও কেতকী কানন, কোথাও নাগকেশরের বন, কোথাও বা শেফালী, বকুল, অশোক ও স্বর্ণচম্পকের বন, কোথাও কুরুবক বন, কোথাও কিংশুক বন, কোথাও বা মন্দার ও চম্পক বন, কোথাও কূটজ কানন, কোথাও বা কদম্ব কানন, এইরূপ রমণীয় বিবিধ কুসুম-কানন

আদৌ মধুবনং প্রোক্তং ততস্ত তালস্য কাননং।
ততো বৈ কুমুদবনং ততঃ কাম্যক কাননং ॥ ১৫ ॥
বহুলা কাননং ভদ্রবনং খদির কাননং।
মহাবনং ততশ্চৈব লৌহজঙ্ঘ বনং ততঃ ॥ ॥১৬ ॥
বিল্বারণ্যং ততশ্চৈব ভাণ্ডীর বট কাননম্।
বৃন্দাবনং দ্বাদশকং মহাবৃন্দাবনাহ্বয়ে ॥ ১৭ ॥
কালিন্দীজলকেলিকৌতুক রসাদ্রঙ্গেতরঙ্গে লুঠন্
পদ্মালী সুকুমারতা সুখতয়া পত্রাবলীষু ভ্রমন্।
উড্ডীনস্য চ ষট্পদস্য মধুর প্রোদ্ভূতশব্দং হরং
স্তৎখেলার্দ্রমনাঃ প্রয়াতি পবনো নানা বনাভ্যন্তরে ॥১৮॥
দলিত-কুসুম-পরাগৈরুর্দ্ধৃতৈর্ব্বাসয়ন্ বনং সর্ব্বং
জনয়তি পরমামোদং তত্র চ নিয়তং জগৎপ্রাণঃ ॥১৯॥
মৃদু পবন-বিধূতা নর্ত্তকী যত বল্লী
নটতি বিবিধবেশা প্রোল্লসৎ পুষ্পজালৈঃ।

বিরাজমান থাকায়, সেস্থান বিচিত্র, বিমল, স্নিগ্ধ ও অনন্ত সুখপ্রদ। আরও তথায় সেই সেই পুষ্প-সুবেষ্টিত দ্বাদশবন বিদ্যমান আছে। যথা—১ মধুবন, ২ তালবন, ৩ কুমুদবন, ৪ কাম্যকবন, ৫ বহুলা বন, ৬ ভদ্রবন, ৭ খদির বন, ৮ মহাবন, ৯ লৌহজঙ্ঘবন, ১০ বিল্ববন, ১১ ভাণ্ডীরবন, ১২ বটকানন, এই দ্বাদশবনবিশিষ্ট শ্রীবৃন্দাবন মহাবৃন্দাবন নামে অভিহিত ॥ ৯—১৭ ॥

তথায় খেলার্দ্রমনা পবন যমুনার জলকেলিকৌতুক রসোদ্ভূত তরঙ্গরঙ্গে নৃত্য করিয়া, কমলবধূর সুকুমার স্পর্শসুখের সহিত পত্রে পত্রে ভ্রমণ করিয়া এবং উড্ডীয়মান ভ্রমরের মধুর গুঞ্জনধ্বনি হরণ করিয়া, বন হইতে বনান্তরে গমন করিতেছে ॥ ১৮ ॥

আবার সেই জগৎপ্রাণ পবন দলিতকুসুমের উদ্ধৃত পরাগরাশি দ্বারা নিখিল বনভূমি সুবাসিত করিয়া নিরন্তর পরমানন্দ জন্মাইতেছে ॥ ১৯ ॥

মধুরং মধুরং গীতং গীয়তে ভৃঙ্গযূথৈ
রনিল-চলিতপত্রৈঃ পাদপা র্বাদ্যপূরাঃ ॥ ২০ ॥
কীরঃ ক্রীড়তি কৌতুকী নবদলস্নিগ্ধে তমালে দ্রুমে
শাখায়াং কলমালাপন্নবিরতং শাখান্তরং গচ্ছতি।
হারীকণ্ঠতটে সুচঞ্চুচরণারক্তে হরিৎকোমল-
পক্ষে পশ্যতি চারুচঞ্চলদৃশা প্রাণাধিকাং প্রেয়সীম্।২১॥
কপোতঃ কালিন্দীতট নিকট নীপদ্রুমবরে
কপোতী ক্রীড়ার্থং মধুর বচসা সন্দধতি চ।
কুহুকণ্ঠি মাদ্যন্নরুণনয়নঃ প্রেক্ষ্য নিভৃতং
কুহুকণ্ঠো ধন্যকৃতঃ কলরবশ্চানুসরতি ॥ ২২ ॥
আয়ান্তি যান্তি মধুপা মধুরং নিনাদং
কুর্ব্বন্তি সন্তি মুকুলে কুসুমে লতায়াম্।
ধাবন্তি চান্য কুসুমং মধুপান লোভাদ্
ভৃঙ্গীগণৈঃ সহ সদা মধুমত্ত চিত্তাঃ ॥ ২৩ ॥

বৃন্দাবনরূপ রঙ্গভূমিতে প্রফুল্ল কুসুমভূষণা বিবিধবেশা বল্লী (লতিকা) মৃদু পবনস্পর্শে আন্দোলিত হইয়া, নর্ত্তকীরূপে নৃত্য করিতেছে. ভৃঙ্গ সমূহ মধুর মধুর গান গাহিতেছে এবং তরুগণ অনিলচালিত পত্র দ্বারা মর্ম্মর বাদ্য করিতেছে ॥ ২০ ॥

নবদলস্নিগ্ধ তমালতরুর শাখায় বসিয়া কৌতুকী শুক অবিরত কলরব করিতে করিতে শাখান্তরে গমন করিতেছে। তাহার কণ্ঠতটে হারশোভিত, চঞ্চুপুট ও চরণদ্বয় আরক্ত, পক্ষদ্বয় হরিৎ কোমল; সে কখন বা প্রাণাধিকা প্রেয়সীর প্রতি চারু চঞ্চলনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে ॥ ২১ ॥

কালিন্দীতটবর্ত্তি কদম্বতরূপরে কপোত, কপোতীর সহিত ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত মধুর সম্ভাষণ সহকারে সম্মিলিত হইতেছে এবং অরুণ-নয়ন কুহুকণ্ঠ কোকিল নিভৃতে কুহুকণ্ঠী কোকিলাকে দেখিয়া সুমধুর কলরব করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিতেছে ॥ ২২ ॥

সদামধুমত্ত-হৃদয় মধুপগণ মধুর গুণ গুণ রব করিতে করিতে উড়িয়া

কুসুমকুহর-মকরন্দে সুখমজ্জন মাচরন্তি
রোলম্বা সাঙ্গতভৃঙ্গীরঙ্গাদুড্ডীনা মঞ্জুলগুঞ্জন্তঃ।
হ্রদ ইহ ভাতি চ নীরং নীরে ভাতি প্রফুল্ল পদ্মালী
পদ্মে পদ্মে মধুপা রেণুভি রতি ধূসরা সদা ভান্তি ॥ ২৪ ॥
দৃষ্ট্বা তরুবরচ্ছায়াং নৃত্যন্তি শিখিনঃ ক্বচিৎ।
ঝিল্লীঝঙ্কারি শব্দাশ্চ ক্বচিত্তরুবরাদিষু ॥ ২৫ ॥
কলহংসাশ্চক্রবাকা নিরাকুলরবাঃ ক্বচিৎ।
গতাগতিং বিদধত শ্চুকুত্যুঃ পক্ষিণঃ ক্বচিৎ ॥ ২৬ ॥
উদ্যচ্ছুভ্র সুনীল পাণ্ডুকপিশা রক্তাদি নানাপ্রভাঃ
স্ফীতাস্যাঃ খুরশৃঙ্গনির্ম্মল লসন্নীল প্রভা মন্দগাঃ।
গাবঃ পঙ্কজপত্র মধ্যবিলস দ্রোলম্বদৃক্ শোভনা
লীলালোল সুবৃত্তবালাম্ব লতাগুল্মশ্চ রম্যাজ্জ্বলাঃ ॥২৭॥

আসিতেছে ও যাইতেছে; কথন বা মুকুলে, কুসুমে ও লতার উপর উপবেশন করিতেছে, আবার কথন বা মধুপানের লোভে অন্য পুষ্পের দিকে ধাবিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

ভৃঙ্গসম্ভুক্তা ভৃঙ্গী রঙ্গভরে উড্ডীন হইয়া মধুর গুঞ্জন করিতে করিতে কুসুম-কুহরস্থিত মকরন্দে সুখে নিমজ্জিত হইতেছে এবং এই বৃন্দাবনস্থিত হ্রদের জলে যে পদ্মশ্রেণী বিকসিত রহিয়াছে, মধুপগণ রেণুদ্বারা অতি ধূসরিত হইয়া সেই পদ্মে পদ্মে সর্ব্বদা শোভা পাইতেছে ॥ ২৪ ॥

কোথাও শিখিগণ তরুছায়া দর্শন করিয়া নৃত্য করিতেছে, কোথাও বৃক্ষাদিতে ঝিল্লীঝঙ্কার শ্রুত হইতেছে, কোথাও নিরাকুলরব কলহংস ও চক্রবাক সমূহ গমনাগমন করিতেছে, কোথাও বা পক্ষিগণ আহার গ্রহণ করিতেছে ॥ ২৫—২৬ ॥

আবার কোথাও বা উদ্দাম শুভ্র, সুনীল, পাণ্ডু, কপিশ, রক্তাদি নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট, স্ফীতি মুখ, সুনীলপ্রভ নির্ম্মল খুরশৃঙ্গশোভিত, মন্দগামী, পঙ্কজ-পত্র মধ্যশোভি ভ্রমরের ন্যায় শোভন নয়নযুক্ত এবং লীলা লোল সুগোল পুচ্ছ-সমন্বিত উজ্জ্বল গোযূথ বিতরণ করিতেছে ॥ ২৭ ॥

আদি সংহিতায়াং—

সুধাসারং তোয়ং স্থলমমল চিন্তমণিময়ং
স্ফুরন্মল্লী বল্লীকুল কলিত কল্পদ্রুমলতা।
সদা তত্র প্রেমোদ্ভবতি পরমানন্দলহরী
নবীনাঙ্গনানাং তদপি পরমাস্বাদ্য মিতি চ ॥ ২৮ ॥

অত্র—

ধীরস্তত্র গভীর নাগরবরো নানা বিহারাদিষু
প্রেমানন্দবিলাস রাসরসিকো লাবণ্যলীলাময়ঃ।
মাধুর্য্যাম্বুধি চন্দ্রমা প্রতিমুহূর্নব্যঃ স্বকীয়ৈঃ সখা
বৃন্দৈঃ ক্রীড়তি কাননে নবঘনশ্যামাভিরামাকৃতিঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে বৃন্দাবনবর্ণনং নাম
প্রথমঃ প্রবন্ধঃ ॥ ১ ॥

আদি সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—সেই শ্রীবৃন্দাবনে জল সুধাসার, স্থল অমল চিন্তামণিময়, দীপ্তিমান মল্লিকালতা সমূহ কল্পতরুলতার স্বরূপ, এবং তথায় প্রেম-পরমানন্দলহরী সর্ব্বদা সমুত্থিত হইতেছে—তাহাও আবার নবীনা রমণীগণের পরমাস্বাদ্য ॥ ২৮ ॥

উক্ত গ্রন্থে আরও বর্ণিত হইয়াছে—সেই শ্রীবৃন্দাবনে নানাবিহারাদিতে ধীর, গভীর, প্রেমানন্দ বিলাস রসে রসিক, লাবণ্যলীলাময়, মাধুর্য্যাম্বুধি চন্দ্রমা, প্রতি মুহূর্ত্তে নবভাবযুক্ত নবঘনশ্যাম সুন্দরাকৃতি নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় সখাবৃন্দের সহিত নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে বৃন্দাবন-বর্ণননামক
প্রথমপ্রবন্ধানুবাদ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ প্রবন্ধ

ভদ্রপাদি কথ্যতে।—

বন্যস্রগ্বলয়েন বদ্ধচিকুরো ভালস্থলৈক স্ফুরদ্
ভদ্রশ্রীস্তিলকঃ কপোলফলকোজ্জাগ্রৎ কদম্বাঙ্কুরঃ।
আতাম্রাধর পূর্য্যমান মুরলীরন্ধ্রেষু লোলাঙ্গুলি
র্ভঙ্গীভি স্তিসৃভির্মনোহরতনু র্জীয়াজ্জগন্নাগরঃ ॥ ১ ॥

তরুণিমকল নীলকণ্ঠদ্যুতিঃ
করভ শুণ্ডগভীর বাহুদণ্ডঃ।
অবিকল শরদিন্দু সুন্দরাস্যঃ
সহচরি কোঽয়মুপৈতি মন্দংমন্দং ॥ ২ ॥

লবঙ্গনবমল্লিকা শিখিশিখণ্ডচূড়োজ্জ্বলঃ
স্ফুরন্মকরকুণ্ডল প্রচলদাভ গণ্ডস্থলঃ।
কদম্ব নবমঞ্জরী কলিতকর্ণপূরো নটঃ
প্রয়াতি মদমন্থরং ঘনরুচিঃ সুবর্ণাম্বরঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সেই ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম মনোহর-তনু ভুবন-নাগর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে কেশপাশ বনফুলমালা দ্বারা মণ্ডলাকারে বদ্ধ, ললাটে সুভদ্র তিলক ও কপোলে কদম্বাঙ্কুর সুশোভিত; তিনি আরক্ত বিম্বাধর-সংলগ্ন মুরলীমুখে ফুৎকার দিয়া তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে করাঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছেন ॥ ১ ॥

তরুণ ময়ূরের ন্যায় সুন্দর কান্তি; করি-শাবকের শুণ্ডের ন্যায় গভীর বাহুদণ্ড এবং অকলঙ্ক শারদপূর্ণেন্দুর ন্যায় মনোহর বদন, কে সখি! ঐ ধীরে ধীরে আসিতেছেন? ॥ ২ ॥

ঐ যে উঁহার শিখি-পুচ্ছ বিনির্ম্মিত চূড়া, লবঙ্গ ও নবমল্লিকাপুষ্পে সমুজ্জ্বল, গণ্ডস্থল চঞ্চল মকর কুণ্ডলের প্রভায় উদ্ভাসিত, শ্রবণে কদম্বের নবমঞ্জরী-

বিভ্রচ্ছুদ্ধ সুবর্ণবর্ণবসনং তারাভ হারাবলী
প্রাতঃ প্রোদিত নির্ম্মলারুণ লসচ্ছ্রীকুণ্ডলে কর্ণয়োঃ।
শ্যাম বামকরে মনোজ্ঞমুরলী ত্রৈলোক্য সম্মোহিনী
মঞ্জীরং মুখরং পদাব্জযুগলে জীয়াদ্বিলাসাস্পদং ॥ ৪ ॥

কর্ণামৃতে। ৫৭।

মৌলিশ্চন্দ্রকভূষণো মরকতস্তম্ভাভিরামং বপু-
র্বক্ত্রং চিত্তবিমুগ্ধহাসমধুরং বালেবিলোলে দৃশৌ।
বাচ শৈশবশীতলা মদগজশ্লাঘ্যা বিলাসস্থিতি
র্মন্দং মন্দময়ে ক এষ যমুনা-বীথীং* মিথো গাহতে ॥ ৫ ॥

অন্যত্র।

তির্য্যগ্দক্ষিণ ভাল ভিত্তি মিলিতা মন্দার হারদ্বয়ী
মধ্যে মঞ্জুলমল্লিকা বলয়িনী ভৃঙ্গিনীঝঙ্কারিণী।

নির্ম্মিত কর্ণপুর সুশোভিত এবং ঐ যে তিনি নবঘনশ্যামকান্তি নটবরবেশে স্বর্ণের ন্যায় পীতবসন পরিধান করিয়া মদমন্থর গতিতে গমন করিতেছেন ॥৩॥

কটিদেশে শুদ্ধস্বর্ণাভ বসন, কণ্ঠে তারাপ্রভ হারাবলী, কর্ণদ্বয়ে প্রাতরুদিত নির্ম্মল অরুণের ন্যায় দীপ্তিমান কুণ্ডল, শ্যামল বামকরে ত্রৈলোক্যমোহিনী মনোজ্ঞ মুরলী এবং পদকমলযুগলে শব্দায়মান নূপুর ধারণ করিয়া সেই বিলাসাস্পদ জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে উক্ত হইয়াছে ;—অভিনব মাধুর্য্যময় নাগরবর শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জপথে আগমন করিতে দেখিয়া, শ্রীরাধা পার্শ্বস্থা কোন সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"অয়ে সখি! ঐ যে যাঁহার মরকত স্তম্ভের ন্যায় সুন্দর দেহ, মস্তকে চন্দ্রকভূষণ, মুখখানি মনোহর হাস্যমধুর, নয়নদুটী সুচঞ্চল, বাক্য কৈশোরোচিত স্নিগ্ধ মধুর এবং মত্ত গজরাজ অপেক্ষাও যাঁহার স্থিতি ও বিলাস শ্লাঘ্যবোধ হইতেছে,—কে উনি, এই যমুনার পথে মন্দ মন্দ গতিতে আগমন করিতেছেন? ॥ ৫ ॥

* "মথুরাবীথীং" ইত্যপি পাঠঃ

লীলা লোল শিখণ্ড শেখরবতী নেত্রোৎসবং তন্বতী
গোপীনাং কুলধর্ম্ম-মর্ম্ম মথনী চূড়া চিরঞ্জীবতু ॥ ৬ ॥
ভাল বিলসিতচূড়া তদুপরি নবমল্লিকামালা
তদুপরি বর্হশ্রেণী তদুপরি হরিণীদৃশাঞ্চেতঃ।
নীলাম্ভোদদ্যুতি রতিলসন্মালতী বদ্ধ চূড়ো
ভ্রাম্যদ্‌ভৃঙ্গোৎকর মৃদুমরুৎ কম্পিতোত্তুঙ্গ বর্হঃ ॥ ৭ ॥
শশ্বৎ পশ্চান্নয়নযুগলং বিক্ষিপন্ পীতবাসাঃ
কোঽয়ং সখ্যঃ পরিমদকরিস্পন্দমন্দং প্রয়াতি ॥ ৮ ॥
মদদ্বিরদগামিনং মদময়ূরচূড়োজ্জ্বলং
মদালস বিলোচনং মসৃণ মন্দ মন্দ স্মিতম্।
মকরন্দ মদমন্থরং মিলদমন্দমন্দানিলং
মনোহর-মনোহরং মধুরবেশমীশং ভজে ॥ ৯ ॥

অন্যত্র কথিত হইয়াছে—"শ্রীকৃষ্ণের শিরঃশোভি চূড়া, দুইটী মন্দার মালা দ্বারা তির্য্যগ্‌ভাবে কপালের দক্ষিণ ভিত্তিতে সম্মিলিত, সেই চূড়ার মধ্যভাগে সুন্দর মল্লিকাপুষ্পের মালা মণ্ডলাকারে বেষ্টিত, তাহাতে ভৃঙ্গীগণ মধুর ঝঙ্কার করিতেছে। চূড়ার অগ্রভাগে ময়ূরপাখা লীলাভরে স্পন্দিত হইয়া, সকলেরই নয়নানন্দ বিস্তার করিতেছে। সেই গোপিকাদের কুলধর্ম্ম মর্ম্মমথনী চূড়া চিরজীবিনী হউন ॥ ৬ ॥

হে সখিগণ! ঐ যে যাঁহার ভালদেশে চূড়া শোভা পাইতেছে, চূড়ার উপর নবমল্লিকা মালা, তদুপরি শিখিপুচ্ছ এবং তাহার উপর মৃগনয়না গোপাঙ্গনাগণের চিত্ত সংলগ্ন রহিয়াছে; যিনি নীলনীরদকান্তি এবং যাঁহার বিকসিত মালতীপুষ্পমালাবদ্ধ চূড়ার উপর উত্তুঙ্গ শিখিপুচ্ছ ভ্রমণশীল ভৃঙ্গযূথের মৃদুপবনে কম্পিত হইতেছে, যিনি পীতবসন পরিধান করিয়াছেন, কে উনি পশ্চাৎদিকে নিরন্তর নয়ন-যুগল বিক্ষেপ করিতে করিতে মদমত্ত করীর ন্যায় মন্দ মন্দ গমন করিতেছেন? ॥ ৭—৮ ॥

আমি সেই মত্ত করিবরগামী মত্ত ময়ূরচূড়োজ্জ্বল, মদালসনয়ন, সরস

প্রযাতি মদমন্থরং সপরিহাস মাভাষতে
হসত্যমৃত শীতলং রণিতনূপুরং ভ্রাম্যতি।
বিনোদময়মীহতে কুটিললোচনং বীক্ষতে
ক এষ মদকেশরী বহুলবিক্রমঃ শ্যামলঃ॥ ১০ ॥

অথরাগাঙ্গানাং রূপাণি।

শুদ্ধস্বর্ণলসৎ সুধাময়বপুর্ব্যালোল নীলাম্বরা
স্ফায়াচঞ্চল লোচনাঞ্চল রুচির্ব্যাসক্ত কর্ণান্তরা।
সাকূতস্মিত পাটলাধর মিলৎপ্রেমার্দ্রবাগ্‌ভঙ্গিমা
রাগপ্রেমবিলাসিনী বিজয়তে বৃন্দাবনে রাধিকা॥ ১১ ॥
অলিকুললালিত মল্লীমালা রঞ্জিত বিভঙ্গকবরী
ক্রীড়তি কর্ণালম্বিত রসাল নবপল্লবস্তবকেয়ং।

মৃদুহাসযুক্ত মকরন্দমদমন্থর অমন্দ মৃদুপবন-সেবিত কন্দর্প-মনোহর মধুর-বেশী পরমেশ্বরকে ভজনা করি॥ ৯ ॥

ঐ যে যিনি মদমন্থরগতিতে গমন করিতেছেন, পরিহাসের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, স্নিগ্ধ হাস্য করিতেছেন, নূপুরের রুণু রুণু শব্দের সহিত ভ্রমণ করিতেছেন, কুটিলনয়নে দর্শন করিতেছেন এবং যাঁহাকে বিনোদময় বোধ হইতেছে;—ঐ মত্ত সিংহের ন্যায় প্রবল বিক্রম, শ্যামল পুরুষটী কে? ॥ ১০ ॥

অনন্তর অনুরাগিণী ব্রজাঙ্গনাগণের রূপমাধুরী বর্ণিত হইতেছে।—অনুরাগ ও প্রেমবিলাসিনী শ্রীরাধিকা শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার শুদ্ধস্বর্ণনিভ সুধাময় অঙ্গে নীলপট্ট সাড়ী সুশোভিত, চঞ্চলায়ত নয়নপ্রান্তের রুচি কর্ণান্ত পর্য্যন্ত আকীর্ণ, স্বাভিলাষ জন্য মৃদুহাস্যে তাঁহার অধরপুট পাটল (শ্বেত-রক্ত) বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে প্রেমার্দ্র বাগ্‌ভঙ্গিমা মিলিত হওয়ায়, তিনি এক অপূর্ব্ব মাধুরীময়ীরূপে শোভা পাইতেছেন॥ ১১ ॥

তাঁহার কবরী অলিকুল-লালিত মল্লিকামালা দ্বারা সুরঞ্জিত, কর্ণে

নীলোন্নত কুটিলভ্রূ-রঙ্গবিভঙ্গা কুরঙ্গনয়নাসৌ
মণিময় কুণ্ডল-মণ্ডিত গণ্ডযুগান্ত স্মিতোল্লসিতা ॥ ১২ ॥

করিবর মন্থরগমনা পীনো-
ন্নত কুচ-নিতম্বগুরুভারৈঃ।
অবিরত রভসাবেশা রাস-
রসামোদিনী বিনোদিনী রাধা ॥ ১৩ ॥

নীলাম্বরা কুটিল লোল বিলোচনান্তা
লীলাময়ী ললিত গীতরস-প্রসক্তা।
মন্দস্মিতাতিমধুরোজ্জ্বল বক্ত্র-চন্দ্রা
চন্দ্রাবলী বিকচ-চম্পকদাম গৌরী ॥ ১৪ ॥

কুমুদরুচিরহাসা পূর্ণলীলাবিলাসা
কুটিলনয়ননির্যদ্রঙ্গ ভিন্নাবতংসা।
নবঘনরুচিরাঙ্গী পীতকৌষেয়বাসা
সুললিতগতিচিত্রা চিত্ররেখা বিভাতি ॥ ১৫ ॥

রসালের নবপল্লবস্তবক আলম্বিত, তাঁহার নীলোন্নত কুটীল ভ্রূর রঙ্গভঙ্গী অতি মনোহর এবং তাঁহার মণিময় কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডযুগ মৃদুহাস্যে উল্লসিত, এইরূপে সেই কুরঙ্গনয়না ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১২ ॥

সেই রাসরসামোদিনী বিনোদিনী শ্রীরাধা পীনোন্নত পয়োধর ও নিতম্বের গুরুভারে করিবরের ন্যায় মন্থরগামিনী এবং নিরন্তরই মদনাবিষ্টা ॥১৩॥

প্রফুল্ল চম্পকদামগৌরী শ্রীচন্দ্রাবলী নীলবসনপরিহিতা, কুটিলনয়নাপাঙ্গী, লীলাময়ী, ললিত গীতরসানুরাগিণী, মৃদুহাস্যযুক্তা এবং অতি মধুরোজ্জ্বল চন্দ্রবদনা ॥ ১৪ ॥

নবঘনরুচিরাঙ্গী শ্রীচিত্ররেখা কুমুদরুচিরহাসিনী এবং পূর্ণ লীলাবিলাসিনী, তাঁহার কুটিলনয়ননিঃসৃত অপাঙ্গরঙ্গ যেন কর্ণশোভি অবতংশকেও ভেদ করিতেছে; তিনি সুললিত গতি বিশিষ্টা হইয়া এবং পীতকৌষেয় বসন পরিধান করিয়া অতি বিচিত্ররূপে শোভা পাইতেছেন ॥ ১৫ ॥

আলোলদীর্ঘনয়নাঞ্চলচুম্ব্যমান-
কর্ণাস্মিত স্নপিত বিম্বফলাধরৌষ্ঠী।
কৃষ্ণানুরাগতরলারুণ চারুবস্ত্রা
শ্যামচ্ছবি র্মদনমঞ্জরিকা বিভাতি ॥ ১৬ ॥

অধরস্তবকিতহাসা রুচিরবিলাসা সদা রসোল্লাসা।
মদঘূর্ণিতনয়নান্তাসিতবসনা মধুমতী গৌরী ॥ ১৭ ॥

বদনসরোরুহ পরিমল-
লসদলিপটলা লোলাপাঙ্গী।
স্মেরমুখাসিতবসনা ভাতি
সদা শশিরেখা পীতরক্তাভা ॥ ১৮ ॥

গণ্ডমণ্ডল মনোরমস্মিতা
লোললোচন বিভঙ্গিমচ্ছটা।
প্রেমবাঙ্ময়সুধা সুকোমলা
শ্যামলাসিতপটা বনপ্রিয়া ॥ ১৯ ॥

ঈষৎ চঞ্চল ও আয়তনয়নাঞ্চল যাঁহার শ্রবণমূলকে চুম্বন করিতেছে, যাঁহার বিম্বফলবিড়ম্বি অধরৌষ্ঠ মৃদুহাস্য দ্বারা অভিষিক্ত এবং যিনি সুচারু অরুণ বসন পরিধান করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণানুরাগতরলা শ্যামলকান্তি শ্রীমদনমঞ্জরী শোভা পাইতেছেন ॥ ১৬ ॥

গৌরাঙ্গী শ্রীমধুমতীর অধরপুটে স্তবকে স্তবকে হাসির লহরী, তিনি রুচিরবিলাসা, সদা রসোল্লাসা, মদঘূর্ণিতনয়না ও কৃষ্ণবসনা ॥ ১৭ ॥

পীতরক্তবর্ণা শ্রীশশিরেখার বদনখানি প্রফুল্ল কমলের ন্যায় এমন সুন্দর যে, পরিমল লোভে অলিকুল আসিয়া তাহাতে ক্রীড়া করিতেছে। তাঁহার নয়নাপাঙ্গ চঞ্চল এবং মুখমণ্ডল সর্ব্বদা হাস্যমাখা। তিনি কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধান করিয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছেন ॥ ১৮ ॥

সুকোমলা বনপ্রিয়া শ্রীশ্যামলার গণ্ডমণ্ডল মৃদুহাস্যোৎফুল্ল ও মনোহর, নয়ন-ভঙ্গিমার ছটা সুচঞ্চল, তাঁহার প্রেমগর্ভ বাক্য বাস্তবিকই সুধাময়, তিনি শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥ ১৯ ॥

লোলায়তাঞ্চল বিলোচন কান্তিপূর
সংভিন্ন মন্দমধুর স্মিতচারুবক্ত্রা।
ধৌতাম্বরা বিকচপাটল পুষ্পকান্তিঃ
সীমন্তিনী মৃদুল মঞ্জুল বাগ্বিলাসা॥ ২০ ॥

লীলামন্থরগামিনী মৃদুচলন্নেত্রচ্ছটাভঙ্গিনী
প্রেমার্দ্রার্দ্র বিলাস লালসলসৎ স্মেরাননারঙ্গিণী।
লাবণ্যাম্বুধিসার সংভৃতবপুর্মাণিক্যমুক্তামণি
গ্রৈবেয়াভরণাবলক্ষবসনা গৌরারুণা মাধবী॥ ২১ ॥

কাঞ্চনরুচিরশরীরা মদভরগজরাজগামিনী সুভ্রূঃ।
কমলদলায়তসুনয়না ধূসরবাসাকাদম্বিনি জীয়াৎ॥ ২২

মৃদুমধুরগভীরস্মের বক্ত্রারবিন্দা
রসচপলকটাক্ষা ক্ষিপ্তকর্ণাবতংসা।
বসনমপিদধানা স্বচ্ছসিন্দূরবর্ণং
দলদসিত সরোজ শ্যামলাঙ্গী লবঙ্গা॥ ২৩ ॥

প্রফুল্ল পাটল-পুষ্পকান্তি সীমন্তিনী শুভ্রবাস পরিহিতা এবং মৃদুমধুর বাগ্বিলাসযুক্তা; লোলায়ত নয়নাঞ্চলের কান্তি সমূহ তাঁহার মন্দমধুর হাস্যমাধুরীকে সংভিন্ন করিয়া বদনমণ্ডলের এক অপূর্ব্ব চারুতা সম্পাদন করিয়াছে॥ ২০ ॥

লীলামন্থরগামিনী রঙ্গিণীর নয়নাপাঙ্গের ভঙ্গী ঈষচ্চঞ্চল; তিনি সর্ব্বক্ষণই প্রেমরসার্দ্রা এবং তাঁহার বদনমণ্ডল সরস বিলাস-লালসাব্যঞ্জক হাস্যোৎফুল্ল। আবার গৌরারুণবর্ণা মাধবীর শ্রীঅঙ্গ লাবণ্য-সমুদ্রের সারাংশসমূহ দ্বারা সুগঠিত। তিনি মণি-মুক্তা-মাণিক্য নির্ম্মিত কণ্ঠভূষণে বিভূষিতা এবং শুক্লবসনা॥ ২১ ॥

কাঞ্চনকান্তি দেহবিশিষ্টা, মদমত্ত গজরাজগামিনী সুভ্রূ, কমলদলায়ত সুনয়না, ধূসরবসনা কাদম্বিনী জয়যুক্তা হউন॥ ২২ ॥

যাঁহার বদনকমল মৃদুমধুর গভীর হাস্যমাধুরীযুক্ত, কটাক্ষ রস-চপল ও কর্ণের অবতংস ঈষৎ আন্দোলিত, সেই দলিত নীলকমলের ন্যায়

মৃদুলস্মিতভঙ্গ্যোল্লসিত কপোলা বিলোলিতাপাঙ্গী
রসভর দুর্ব্বহদেহাসিত বসনা কুন্দিনী গৌরী।
আকুঞ্চিত কুঞ্চিতাক্ষী পঙ্কজবদনা প্রফুল্লহাসশ্রীঃ
তরুণারুণনিভবসনা গৌরাঙ্গী ভাবিনী মধুরা ॥ ২৪ ॥
কনককপিশবসনা নবঘনকান্তিরুদঞ্চিতাক্ষিলক্ষ্মীঃ।
অধরপুটমিলদ্ধাসদ্যুতিরিয়মিন্দুমুখী বিলাসলোলা ॥ ২৫ ॥

বিম্বাধরোপরি লুঠন্মৃদুচারুহাসা
প্রেমোজ্জ্বলা প্রচলৎ খঞ্জনগঞ্জনাক্ষী।
নির্ধৌত কাঞ্চনরুচি পট্টপীতবস্ত্রা
তৌর্য্যত্রিকেষু কুশলা সুমুখী বিভাতি ॥ ২৬ ॥

কাঞ্চনচম্পকগৌরী পাটলবসনা সুনীলকুটীলভ্রূঃ।
বিধুবদনা মৃদুবচনারুণনয়না বল্লবী জয়তি ॥ ২৭ ॥

শ্যামলাঙ্গী লবঙ্গ-মঞ্জরী স্বচ্ছ সিন্দূর বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥ ২৩॥

নীলবসনা গৌরাঙ্গী কুন্দিনীর দেহলতা রসভরে টল টল করিতেছে—যেন সে দেহভার বহন করিতে তাঁহার কতই কষ্ট হইতেছে। তাঁহার কপোলদেশ মৃদুহাস্যভঙ্গিতে উল্লসিত এবং অপাঙ্গ রঙ্গ অতীব চঞ্চল। আবার ভাবিনী মধুরা নবোদিত অরুণের ন্যায় লোহিত বসনা ও গৌরবরণা; তাঁহার নয়নদুটী আশাভরে সঙ্কুচিত এবং বদনকমল হাস্যসুষমায় প্রফুল্লিত ॥ ২৪ ॥

কনক-কপিশবসনা বিলাসচপলা ইন্দুমুখীর নয়ন-সুষমা নবঘনকান্তি অপেক্ষাও মনোহর, এবং তাঁহার অধরপুটে হাস্যপ্রভা উদ্ভাসিত ॥ ২৫ ॥

যিনি নির্ম্মল কাঞ্চনকান্তি ও পীতপট্টবসনা, যাঁহার বিম্বাধরের উপরে সুচারু মৃদুহাস্য বিলুঠিত হইতেছে এবং যাঁহার নয়ন দু'টী নৃত্যশীল খঞ্জনকেও গঞ্জনা দিতেছে, সেই নৃত্য-গীতবাদে সুনিপুণা সুমুখী প্রেমের প্রোজ্জ্বলমূর্ত্তিরূপে শোভা পাইতেছেন ॥ ২৬ ॥

যিনি স্বর্ণচম্পকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা এবং পাটলবর্ণের বস্ত্র পরিহিতা,

পীতপট্টবসনা নবোৎপল-
শ্যামলা বিপিন কেলিলম্পটা।
স্মের বক্ত্র কমলা দৃগঞ্চলা-
ক্ষিপ্ত কর্ণলতিকান্তি চন্দ্রিকা ॥ ২৮ ॥
ললিতা কমলা চৈব মালতী চ মনোরমা।
ইত্যাদ্যাঃ বহবো গোপ্যঃ সন্তি ভাবপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥

অত্র নায়কানাং রূপাদি কথ্যতে।

বীরঃ শারদপূর্ণচন্দ্রধবলঃ সম্বীত নীলাম্বর-
স্তীর্য্যগ্বদ্ধ সুনীল কুঞ্চিতকচশ্রেণী শিখণ্ডোজ্জ্বলঃ।
আরক্তাধর হস্তপদ্মযুগলোদ্ঘূর্ণায়মানেক্ষণো
হেলাবানলকাকুলালিকতটো জীয়াদ্বিনোদীবলঃ ॥ ৩০ ॥
বিভ্রৎ কুণ্ডল মেক মুজ্জ্বলতরং গণ্ডস্থলে রঞ্জিতং
কেয়ূরাঙ্গদকঙ্কণানি ভুজয়ো রাজৎ সুবর্ণস্ত চ।

যাঁহার ভ্রূযুগ সুনীল ও কুটিল সেই অরুণনয়না মৃদুবচনা চন্দ্রমুখী বল্লবী জয়যুক্তা হইতেছেন ॥ ২৭ ॥

পীতপট্ট-বসনা ও নবোৎপল শ্যামলা চন্দ্রিকার বদন-কমল মৃদুহাস্য-যুক্ত এবং তাঁহার নয়নাঞ্চল কর্ণলতিকার মূল পর্য্যন্ত আকীর্ণ; তিনি শ্রীবৃন্দাবনকেলিবিদগ্ধারূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

এইরূপ ললিতা, কমলা, মালতী, মনোরমা ইত্যাদি বহুসংখ্যক ভাব-পরায়ণা গোপী আছেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর লীলানায়কগণের রূপাদি কথিত হইতেছে।—বিনোদিয়া বীর-বর বলরামের অঙ্গকান্তি শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ধবল। তাঁহার সুনীল কুঞ্চিত কেশপাশের উপর উজ্জ্বল ময়ূরপুচ্ছের চূড়া বক্রভাবে বদ্ধ। হস্ত-পদ্মযুগল ও অধর আরক্ত, নয়ন মদঘূর্ণিত, ললাটতট অলকাবলি-শোভিত; তিনি নীলাম্বর পরিধান করিয়া এবং বিবিধ হাবভাববিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বোৎ-কর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩০ ॥

তাঁহার গণ্ডদেশে একটী উজ্জ্বল কুণ্ডল রাজিত, বাহুযুগলে সুবর্ণের

পদ্মোদ্ভাসিত ভৃঙ্গলালিত লসন্মন্দারমালাং গলে
মঞ্জীরং পদ এক মুখরং রঙ্গী বলঃ ক্রীড়তি ॥ ৩১ ॥
বদনসুধাকরবিম্বে কিমহো নেত্রোৎপলে বলদেবস্য
জ্যোৎস্না লালিত শরীরে রাজতে কাদম্বিনীবসনং।
চঞ্চচ্চারুশিখণ্ডমণ্ডল লসন্মালা নিবদ্ধোৎকচঃ
কস্তূরীতিলক প্রবেষ্টিত লসৎ কাশ্মীর ভালস্থলঃ ॥ ৩২ ॥
অন্তর্হাস গভীরভাষণপরঃ সন্বীত মেঘাম্বরো
জীয়াচ্ছারদ পূর্ণচন্দ্রধবলো লীলাসুবেশো বলঃ।
বিভ্রদ্যষ্ঠি বিষাণবেত্রমুরলী আরক্তবর্ণাং ধটীং
মুক্তাবিদ্রুমহার মুজ্জ্বলতরং লীলাচলৎ কুণ্ডলং ॥ ৩৩ ॥
শ্রীদামা বনপুষ্পদামনিকরৈ রুদ্বদ্ধকেশঃ স্ফুর-
দ্রক্তশ্যামকলেবরো বিজয়তে তত্রাভিরামাকৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥

কেয়ূর অঙ্গদ ও বলয়-শোভিত, গলদেশে কমলোদ্ভাসিত ভ্রমরলালিত মন্দারমালা বিভূষিত এবং তাঁহার একপদে একটী শব্দায়মান নূপুর [illegible]বিষ্ট ; এইরূপে রঙ্গী বলদেব ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

আহা! সেই বলদেবের বদনখানি সুধাকরের ন্যায় মনোহর দু'টী নীলোৎপল সদৃশ ; এবং তাঁহার সেই জ্যোৎস্না-ধবল শ্রীঅঙ্গে [illegible]ম্বিনী বসন শোভা পাইতেছে। তাঁহার কেশ-পাশ চারুচঞ্চল শিখিপুচ্ছ-সমন্বিত পুষ্পমাল্য দ্বারা চূড়াকারে নিবদ্ধ এবং ভালস্থলে কুঙ্কুমশোভি কস্তূরী তিলক উদ্ভাসিত রহিয়াছে ॥ ৩২ ॥

শারদ-পূর্ণ-চন্দ্রধবলকান্তি লীলাবেশধারী বলদেব অন্তরে হাস্যময় হইলেও বাহিরে গম্ভীরভাষী। তিনি লীলা হেতু যষ্ঠি, শৃঙ্গ, বেত্র, মুরলী ও রক্তবর্ণ ধড়া, উজ্জ্বল মণিমুক্তামালা এবং লীলাচঞ্চল কুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বসন পরিধান করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

তথায় রক্ত-শ্যাম-কলেবর শ্রীদাম অতীব জয়যুক্ত হইতেছেন। তাঁহার

আরক্ত গৌরশশিবক্ত্র বিলোলনেত্র
আনন্দ এব পরিসুন্দর এব ধীরঃ।
ক্রীড়াগভীরভর ভার বিমত্তবেশঃ
কৃষ্ণস্য রাজতি কলাকুশলঃ সুদামা॥ ৩৫॥
অপি কলধৌত শরীরঃ করিবর মন্থরো নটশীলঃ।
সুবলঃ কুবলয়নয়নো নয়নানন্দপ্রদো জয়তি॥ ৩৬॥
শ্যামসুন্দরবেশোঽয়ং বালদ্বিরদ-বিক্রমঃ।
কৃষ্ণক্রীড়া মহোল্লাসঃ স্তোককৃষ্ণো বিরাজতে॥ ৩৭॥
বালারুণ তনু কান্তির্নীরজদলদীর্ঘলোচনঃ শ্রীমান্।
নটবরলীলো বিহরেদংশুশৃঙ্গরাজিত হরিদ্বাসাঃ॥ ৩৮॥
তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গোঽরুণবাসা মনোহরঃ।
বসুদামা জয়েস্তামান্ সুধাসংপূর্ণচন্দ্রমাঃ॥ ৩৯॥

কেশ-কলাপ বনপুষ্পদাম সমূহ দ্বারা চূড়াকারে সংবদ্ধ এবং তাঁহার আকৃতি যেমন সুঠাম তেমনই রমণীয়॥ ৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণের কলা-কুশল সুদামের বর্ণ আরক্ত গৌর, বদন সুধাংশুপ্রতিম, নেত্র বিলোল, এবং তাঁহার বেশভূষা গভীর ক্রীড়াবিমত্তের মত। তিনি আনন্দময়, সুন্দর ও বিজ্ঞের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন॥ ৩৫॥

আরও তথায় নয়নানন্দপ্রদ, কুবলয় নয়ন, করিবর মন্থরগতি, নটশীল স্বর্ণকান্তি সুবল জয়যুক্ত হইতেছেন॥ ৩৬॥

যাঁহার করি-শিশুর ন্যায় বিক্রম এবং শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়ায় যাঁহার মহোল্লাস, সেই শ্যামসুন্দরবেশ স্তোককৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন॥ ৩৭॥

তথায় লীলানটবর শ্রীমান্ অংশু বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার তরুণ তপনের ন্যায় তনুকান্তি, কমলদলের ন্যায় দীর্ঘলোচন, এবং তাঁহার করে শৃঙ্গ ও কটিতটে হরিৎ (সবুজ) বসন সুশোভিত॥ ৩৮॥

তথায় সুধাংশুপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান বসুদাম বিরাজ করিতেছেন, তিনি মনোহর তপ্ত কাঞ্চনগৌরাঙ্গ ও অরুণবসনধারী॥ ৩৯॥

ফুল্লপঙ্কেরুহ-শ্রীমান্ নবনীতপ্রিয়ঃ সদা।
নটলীলো নর্ম্মশীলঃ কিঙ্কিণীকোঽত্র রাজতে॥ ৪০ ॥
স্ফুরদতসীকুসুমাভঃ কলভগতিঃ পঙ্কজেক্ষণশ্চা-
সৌ ধূসরবসনো রসনাবিলসৎকটিরর্জ্জুনো জীয়াৎ॥ ৪১ ॥
দূর্ব্বাদলশ্যামদেহঃ স্ফুরন্নেত্রো লসন্মুখঃ
দেবপ্রস্থোঽপি তত্রস্থোঽরুণবাসা বিরাজতে॥ ৪২ ॥
সঙ্গীতকৌতুকী শুদ্ধ স্বর্ণালঙ্কারভূষিতঃ।
সিন্দূরাভ স্তত্র জীয়াৎ সুনন্দঃ সুন্দরাকৃতিঃ॥ ৪৩ ॥
স্নিগ্ধো মরকতশ্যামঃ শুচিবাসা লসন্মুখঃ।
বনমালাধরো জীয়াদরুণাক্ষো বরুথপঃ॥ ৪৪ ॥
ঈষচ্ছ্যামশরীরো মধুরস্মিত সুজাতকমলাস্যঃ।
লাস্য-কলা কুশলোঽসৌ নন্দক ইহ নন্দতে নিয়তং॥৪৫॥

তথায় নটলীল নর্ম্মশীল কিঙ্কিণী নামক গোপাল বিরাজ করিতেছেন। তিনি প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় শ্রীমান্ এবং সর্ব্বদা নবনীতপ্রিয়॥ ৪০ ॥

আরও তথায় প্রফুল্ল অতসীকুসুম কান্তি কমলনয়ন অর্জ্জুন নামক গোপাল জয়যুক্ত হইতেছেন। তাঁহার গতি করি-শিশুর ন্যায় মন্থর, পরিধানে ধূসর বাস, এবং কটিদেশে রসনা (চন্দ্রহার বিশেষ) শোভিত॥ ৪১ ॥

সেখানে দূর্ব্বাদল-শ্যামদেহ দেবপ্রস্থ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার চলচল নয়ন, হাসিমাখা মুখ এবং তিনি অরুণ বসন পরিধান করিয়া শোভা পাইতেছেন॥ ৪২ ॥

সেখানে সিন্দূরের ন্যায় আভাবিশিষ্ট সুন্দরাকৃতি সুনন্দ জয়যুক্ত হইতেছেন। তিনি শুদ্ধ স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিত এবং সঙ্গীত-কৌতুকী॥ ৪৩ ॥

সেস্থানে স্নিগ্ধ মরকত শ্যাম কমলনয়ন বরুথপ পবিত্র বসন পরিধান পূর্ব্বক বনমালা ধারণ করিয়া সহাস্যমুখে বিরাজ করিতেছেন॥ ৪৪ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে নৃত্যকলাকুশল নন্দক নিরন্তর অভিনন্দিত হইতেছেন। তিনি ঈষৎ শ্যামাঙ্গ এবং তাঁহার বদনকমল মধুর মৃদুহাস-মণ্ডিত॥ ৪৫ ॥

বৃষাণবৃষভাবেতৌ বর্ণে ধূমলধূসরৌ।
নীলরক্তাম্বরধরৌ জীয়াস্তামতিসুন্দরৌ ॥ ৪৬ ॥
ওজস্বী চ সুবাহুর্লোহিত নীলোৎপলাভ রমণীয়ৌ।
মধুরাকৃতি কমনীয়ৌ পটুনটন লীলাকুশলৌ ॥ ৪৭ ॥
লবঙ্গশ্চ মহাবাহুর্নন্দনো ভদ্রসেনকঃ।
ইত্যাদি বহবো গোপাশ্চরন্তি ভাবতৎপরাঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে রূপাদি বর্ণনং নাম
দ্বিতীয়ঃ প্রবন্ধঃ ॥ ২ ॥

বৃষাণ ও বৃষভ ইঁহারা উভয়েই যথাক্রমে ধূমল ও ধূসরবর্ণবিশিষ্ট এবং ... রক্তাম্বর পরিধান করিয়া অতিসুন্দররূপে শোভা পাইতেছেন ॥ ৪৬ ॥
...স্বী ও সুবাহু যথাক্রমে রক্ত ও নীলোৎপলপ্রভার ন্যায় রমণীয়, ...তি কমনীয় এবং সুপটু নটলীলাকুশল ॥ ৪৭ ॥
... সেই শ্রীবৃন্দাবনে লবঙ্গ, মহাবাহু, নন্দন, ভদ্রসেন ইত্যাদি বহুসংখ্যক ভাবপরায়ণ গোপাল নিত্য বিচরণ করেন ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে দ্বিতীয় প্রবন্ধানুবাদ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ প্রবন্ধঃ।

অথ বনবিহারাদিঃ কথ্যতে।

শ্রীভাগবতে। ১০।১১

বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্ব্বকাল সুখাবহং।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ ॥ ১ ॥
বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োর্নৃপ ॥ ২ ॥
এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ।
কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥ ৩ ॥
অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালবালকৈঃ।
চারয়ামাসতুর্বৎসান্নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ ॥ ৪ ॥
ক্বচিদ্বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ পাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ ক্বচিৎ কৃত্রিম গোবৃষৈঃ ॥ ৫ ॥

অনন্তর বন-বিহারাদি কথিত হইতেছে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে, দশমস্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে—গোপগণ শ্রীযমুনা পার হইয়া সর্ব্বকাল-সুখাবহ শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় কালীয় হ্রদের প্রায় দক্ষিণ দিকে ব্রজ বা গোকুল নামক স্থানে শকট সমূহ দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে আবাস রচনা করিলেন। হে রাজন্! বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রীবৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও যমুনাপুলিনাদির অতুলনীয় সুষমারাশি সন্দর্শন করিয়া শ্রীবলরাম সর্ব্বলোকাভিরাম হইয়াও এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বলক্ষ্মীপতি (মাধব) হইয়াও পরম প্রীতিলাভ করিলেন ॥ ১—২ ॥

তাঁহারা বৎসপুচ্ছধারণ, মৃত্তিকা ভক্ষণ, দধিদুগ্ধ চৌর্য্যাদি বালচেষ্টিত মধুর বাক্যে ব্রজবাসিদিগের প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং কাল-ক্রমে অর্থাৎ মধ্যকৌমার বয়সে বৎসপাল হইয়া উঠিলেন ॥ ৩॥

তাঁহারা ব্রজভূমির অদূরে সুন্দরতৃণময় স্থানে বেণুবেত্র শৃঙ্গবীণা কন্দুকাদি বিবিধ ক্রীড়ার সামগ্রী লইয়া ব্রজবালকদিগের সহিত বৎসচারণ আরম্ভ

তথাহি বিল্বমঙ্গলে।

অধর-বিম্ববিড়ম্বিত বিদ্রুমং
মধুর বেণুনিনাদ বিনোদিতম্।
অমল কোমলকান্ত মুখাম্বুজং
কমপি গোপকুমার মুপাস্মহে ॥ ৬ ॥

শ্রীভাগবতে।১০।১২

কচিদ্বনাশায় মনোদধদ্ব্রজাৎ
প্রাতঃ সমুত্থায় বয়স্য বৎস্যপান্।
প্রবোধয়ন্ শৃঙ্গরবেণ চারুণা
বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ ॥ ৭ ॥
তেনৈব সাকং পৃথকাঃ সহস্রশঃ
স্নিগ্ধাঃ সুশিগ্বেত্র বিষাণবেণবঃ।

করিলেন। কোথাও বেণুবাদন করেন, কোথাও ডোরীযন্ত্র সহায্যে বিল্ব ও আমলকাদি ফল দূরে নিক্ষেপ করেন, কোথাও বা কিঙ্কিণীযুক্ত চরণে নৃত্য করেন কিম্বা ক্ষিতিতল তাড়ন করেন, কোথাও বা স্বসঙ্গীবালকগণ গাত্র কম্বলাবৃত্ত করিয়া কৃত্রিম বৃষের অনুকরণ করিতে থাকিলে আপনারাও কৃত্রিম বৃষ সাজিয়া তদনুরূপ শব্দ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ॥ ৪—৫ ॥

তথা বিল্বমঙ্গলে—"যাঁহার বিম্বাধর প্রবালকেও বিড়ম্বিত করিয়াছে, যিনি সুমধুর বেণু-নিনাদে সর্ব্বদা আনন্দিত, এবং যাঁহার মুখকমল অমল, কোমল ও মনোহর, সেই অনির্ব্বচনীয় গোপকুমারকে আমরা ভজনা করি ॥ ৬ ॥

পুনঃ শ্রীভাগবতে—"একদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অরণ্যেই প্রাতর্ভোজন করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া সর্ব্বাগ্রে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাত্রিবাস পরিত্যাগ, শ্রীমুখাদি প্রক্ষালন সুচারু বসনভূষণাদিতে সজ্জিত হইয়া এবং বৎসপাল বয়স্যদিগকে মধুর শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা প্রবোধিত করিয়া বৎস সমূহকে অগ্রে লইয়া ব্রজ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৭ ॥

অমনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই স্নেহশীল সহস্র সহস্র গোপবালক সুন্দর

স্বান্ স্বান্ সহস্রোপরি সংখ্যয়ান্বিতান্
বৎসান্ পুরস্কৃত্য বিনির্যযু র্মুদা ॥ ৮ ॥

তত্র চ।

ফলপ্রবালস্তবকসুমনঃ পিচ্ছ ধাতুভিঃ।
কাচ মুক্তা মণি স্বর্ণভূষিতা অপ্যভূষয়ন্ ॥ ৯ ॥
মুষ্ণন্তোঽন্যোন্য শিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ।
তত্রত্যাশ্চ ততো দূরাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ ॥ ১০ ॥
তেঽতি দূরং গতে কৃষ্ণে * বনশোভেক্ষণায় তং।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ১১ ॥
কেচিদ্বেণূন্ বাদয়ন্তো ধ্মান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন।
কেচিদ্ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে ॥ ১২ ॥

শিকা-বেত্র বেণু-বিষাণ লইয়া স্ব স্ব সহস্রাধিক বৎস অগ্রে করিয়া আনন্দভরে বাহির হইয়া পড়িলেন ॥ ৮ ॥

যদিও ঐ সকল বালক নিজ নিজ জননী কর্ত্তৃক নানাবিধ মণিমুক্তা ও স্বর্ণাভরণে বিভূষিত হইয়াছিলেন, তথাপি কাচগুঞ্জাদিতে বালকদিগের স্বাভাবিক আগ্রহবশতঃ তাঁহারা বন হইতে পুষ্প, প্রবাল, ফল, পুষ্পগুচ্ছ, ময়ূরপুচ্ছ ও গৌরিক প্রভৃতি ধাতু দ্বারা পুনরায় আপনাদিগকে ভূষিত করিতে লাগিলেন ॥৯॥

পরস্পরের শিক্যা ও অন্নপাত্রাদি অপহরণ করিয়া, যেমন কেহ জানিতে পারে, অমনি তাহা দূরে নিক্ষেপ করেন;—কেহ দৌড়িয়া তাহা লইতে যাইলে, আবার সে স্থান হইতেও দূরে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে বালকগণ স্ব স্ব দ্রব্য না পাইয়া যখন অতিমুগ্ধতা হেতু রোদন করিতে থাকেন, তখন তাঁহারা হাসিতে হাসিতে তাহা পুনরায় প্রদান করেন ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বনশোভা সন্দর্শনের নিমিত্ত কদাচিৎ দূরে গমন করিলে সেই ব্রজবালকেরা "আমি অগ্রে, আমি অগ্রে" এই বলিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া সুখী হইতেন ॥ ১১ ॥

কেহ কেহ বেণুবাদন করিতে করিতে, কেহ কেহ শৃঙ্গ বাজাইতে

* যদি "দূরং গতঃ কৃষ্ণো" ইতি পাঠান্তরম্।

বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধুহংসকৈঃ।
বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ ॥ ১৩ ॥

তদ্রূপং বিল্বমঙ্গলে।

কর্ণালম্বিত কদম্বমঞ্জরী কেশরারুণ কপোলমণ্ডলম্।
নির্ম্মলং নিগমরাগগোচরং নীলমণি মবলোকয়ামহে ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাগবতে ।১০।১৩

অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ
স্বকেলি সম্পম্মৃদুলাচ্ছবালুকম্।
স্ফুটৎ সরোগন্ধ হৃতালিপত্রিক
ধ্বনি প্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥ ১৫ ॥

বাজাইতে, কেহ বা ভৃঙ্গের সহিত গান করিতে করিতে এবং অপর কতকগুলি বালক কোকিলের সঙ্গে কলধ্বনি করিতে করিতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

অপর কতকগুলি বালক পক্ষিদের ছায়ার অনুধাবন, হংসগণের সহিত গমন, বকসঙ্গে উপবেশন এবং ময়ূরগণের সহিত নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩ ॥

বিল্বমঙ্গলকাব্যেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা, যাঁহার কপোলমণ্ডল কর্ণাবলম্বিত কদম্বমঞ্জরীর কেশর দ্বারা রক্তিম এবং যিনি বেদাদি শাস্ত্র-বিহিত অনুরাগের গোচর, সেই নির্ম্মল নীলমণিকে আমরা অবলোকন করি ॥ ১৪ ॥

ওহে বয়স্যগণ! এই পুলিন অতীব রমনীয়, ইহাই অমাদের ভোজন-বিহারের উপযুক্ত স্থান। এই দেখ এখানে আমাদের কেলিসম্পৎ সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে—এখানকার বালুকা সকল কোমল অথচ নির্ম্মল—সুতরাং উপবেশসুখকর আর এই সরোবরে প্রফুল্লকমলসমূহের সৌরভাকৃষ্ট হইয়া বহুবিধ বিহঙ্গ ও ভৃঙ্গ আসিয়া ধ্বনি করিতেছে, তাহাদের সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে তীরস্থ তরু সকল বিলসিত হইতেছে। ফলতঃ শরৎ সমাগমে এখানে ভোজনবিহারের সকল সম্ভারই পরিদৃষ্ট হইতেছে; ধূপ সৌরভ, গীত ভ্রমরধ্বনি, ভোজনপাত্র—পদ্মপত্রাদি, সুবাসিত শীতল জল, তাপ নিবার-ণার্থ ঘনবৃক্ষছায়া ইত্যাদি সুখভোজনের সকল সামগ্রীই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ১৫ ॥

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভি র্দিবারূঢ়ং ক্ষুধার্দ্দিতাঃ।
বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈ স্তৃণম্ ॥ ১৬ ॥
তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্য শাদ্বলে।
মুক্ত্বা শিক্যাণি বুভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথাম্ভোরুহ কর্ণিকায়াঃ ॥১৮॥
কেচিৎ পুষ্পৈর্দ লৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ।
শিগ্ভিস্ত্বগ্ভির্দৃষদ্ভিশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ ॥ ১৯ ॥

দিবাকর ঊর্দ্ধাকাশে অবস্থিত,—সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, আইস, আমরা এইস্থানে ভোজন করি। ততক্ষণ বৎসগণ জলপান করিয়া নিকটে তৃণমধ্যে ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে থাকুক ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য বালকেরা ভাল বলিয়া অনুমোদন করিলেন। অনন্তর বৎসগণকে জলপান করাইয়া হরিদ্বর্ণ তৃণময় প্রদেশে বাঁধিয়া দিলেন এবং স্ব স্ব গৃহ হইতে প্রাতঃকালে আনীত শিক্যা সকল বৃক্ষাগ্র হইতে উন্মোচন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দে খাইতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

তাঁহাদের ভোজনার্থ উপবেশন-পারিপাট্য অতীব বিচিত্র। কর্ণিকা বেষ্টন করিয়া কমলদলসমূহ যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে ভূরি ভূরি পংক্তি রচনা করিয়া সমীপবর্ত্তি হইয়া বসিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে উপবেশন করিলেন এবং অচিন্ত্য বৈভব দ্বারা সর্ব্বদিকেই মুখাদি অঙ্গ প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখমিতি" এই শ্রুতিবাক্য সার্থক করিলেন। সুতরাং "শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে সন্নিহিত পংক্তিতে আমরা সকলেই অভিমুখী হইয়া ...শন করিয়াছি"—ব্রজবালকেরা পৃষ্ঠ পার্শ্ব ও ব্যবহিত পংক্তিতে উপ... ...ন করিয়াও এইরূপ অভিমান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

বালকগণ স্ব স্ব ভোজনপাত্রের অপূর্ব্ব রচনা-কৌতুক প্রদর্শনের ইচ্ছা করিয়া, কেহ কেহ পুষ্পদল দ্বারা, কেহ কেহ পল্লব দ্বারা, কেহ কেহ অঙ্কুর, ফল, বৃক্ষের ত্বক্, শিকা এবং প্রস্তরখণ্ড দ্বারা পাত্র কল্পনা করিয়া ভোজন আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯ ॥

ততশ্চতুর্দ্দশাধ্যায়ে।

বর্হপ্রসূন বনধাতু বিচিত্রিতাঙ্গঃ
প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ।
বৎসান্ গৃণন্ননুগগীত পবিত্রকীর্ত্তি
র্গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠং॥ ২০॥

অন্যত্র।

অগ্রে গাব স্তদনুচলিতা স্তুল্যবেশাঃ কিশোরা
র্মধ্যে মত্তদ্বিরদগমনৌ লীলয়া দোলিতাঙ্গৌ।
পিচ্ছপিড়ৌ ধৃত-মুরলিকা শৃঙ্গ-সন্ধানবেত্রৌ
গোষ্ঠক্রীড়ারভস চপলৌ রামকৃষ্ণৌ ভজামঃ॥ ২১॥

পুনঃ শ্রীভাগবতে।১০।১৫

তস্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ বৃতো
গোপৈর্গৃণদ্ভিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ।

অনন্তর চতুর্দ্দশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—"এইরূপে পবিত্র কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়সহচর বালকবৎসগণের সহিত বনবিহারাদি করিয়া, ব্রজে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তৎকালে শিখিপুচ্ছ, পুষ্প ও গৈরিকাদি বনধাতু দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গসমূহ সুচিত্রিত হইয়াছিল এবং তিনি স্বয়ং বংশী শৃঙ্গাদির উদ্দাম ধ্বনি দ্বারা উৎসবযুক্ত হইয়া এবং উপলালন দ্বারা বৎসগণকে আহ্বান করিতে করিতে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীযশোদাদি ব্রজনারীগণের অতিশয় নেত্রানন্দ উপস্থিত হইল॥ ২০॥

আবার অন্যত্র কথিত হইয়াছে—অগ্রে অগ্রে গোবৎস সকল গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতেছে, তুল্যবেশধারী কিশোর গোপকুমারগণ তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতেছেন। সেই ব্রজবালকদের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মত্ত-করিবরের ন্যায় লীলা বশতঃ অঙ্গ দোলইয়া গমন করিতেছেন; তাঁহাদের মস্তকে শিখিপুচ্ছ চূড়া এবং করে মুরলীশৃঙ্গ বেত্রশোভিত, আমরা সেই গোষ্ঠক্রীড়ারহস্যচপল শ্রীরামকৃষ্ণকে ভজনা করি॥ ২১॥

এইরূপে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গোচারণাদি লীলা সামান্যভাবে উল্লেখ করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের সেই বিচিত্র মধুর ক্রীড়া বিশেষভাবে কথিত হইতেছে।

পশূন্ পুরস্কৃত্য পশব্য মাবিশ-
দ্বিহর্ত্তু কামঃ কুসুমাকরং বনং ॥ ২২ ॥
তন্মঞ্জু ঘোষালি মৃগদ্বিজাকুলং
মহন্মনঃ স্বচ্ছপয়ঃ সরস্বতা।
বাতেন জুষ্টং শতপত্রগন্ধিনা
নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে ॥ ২৩ ॥
স তত্র তত্রারুপল্লবশ্রিয়া ফলপ্রসূনোরুভরেণ পাদয়োঃ।
স্পৃশচ্ছিখান্ বীক্ষ্যবনস্পতীন্মুদা স্ময়ন্নিবাহাগ্রজমাদিপুরুষঃ॥২৪॥
অহো অমীদেববরামরার্চ্চিতং পদাম্বুজং তে সুমনঃফলার্হণং।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মনস্তমোঽপহত্যৈতরুজন্ম যৎকৃতং॥২৫॥

পুনঃ শ্রীভাগবতে,—শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বসম্পদ্বিস্তারক শ্রীকৃষ্ণ, বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া, বিহার-কামনায় উচ্চ বেণুধ্বনি করিতে করিতে, স্বীয় যশঃ-কীর্ত্তনকারী গোপগণে পরিবৃত হইয়া এবং গোবৎসগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পশুগণের হিতকর ও বসন্তের ন্যায় সর্ব্বপুষ্পসমৃদ্ধ বৃন্দাবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২২ ॥

সেই বৃন্দাবন অতিশয় মনোরম, মধুর শব্দকারি ভৃঙ্গ-মৃগ-বিহঙ্গকুলে সর্ব্বদা আকুলিত, তথায় ভগবদ্ভক্তগণের মনের ন্যায় স্বচ্ছসলিলপূর্ণ সরোবরকে আশ্রয় করিয়া এবং শতপত্রের সুন্দর গন্ধে সুরভিত হইয়া মৃদু মারুত সর্ব্বদা প্রবাহিত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বিপিনমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া তথায় বিহার করিবার নিমিত্ত প্রীতিভরে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিলেন ॥ ২৩ ॥

সেই আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন,—স্থানে স্থানে বৃক্ষরাজির শিখাগ্রভাগ ফলপুষ্পের গুরুভারে অবনত হইয়া, অরুণ পল্লবকান্তির সহিত তদীয় পাদস্পর্শ করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি নর্ম্মদ্যোতক আনন্দকৌতুকভরে অগ্রজ বলদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ॥ ২৪ ॥

"ঐ দেখ, হে দেববর! যে স্বকীয় কর্ম্মফলে এই তরুজন্ম লাভ হইয়াছে, সেই পাপ শান্তির উদ্দেশ্যেই এই বৃক্ষসমূহ শিখাগ্রভাগ দ্বারা পুষ্পফলাদি উপহার লইয়া তোমার অমরার্চ্চিত চরণ-কমলে প্রণাম করিতেছে ॥ ২৫ ॥

এতেঽলিন স্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমীমুনিগণা ভবদীয় মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥ ২৬ ॥
নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ইড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥ ২৭ ॥
ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহাশ্রীঃ ॥ ২৮ ॥

হে আদিপুরুষ! এই সকল ভ্রমর তোমার অখিললোকপাবন যশোগান করিতে করিতে, তোমার পথের অনুগামী হইতেছে। ইহাতে আমার বোধ হয়, তোমার নানারূপের উপাসকগণের মধ্যে, যাহারা মদীয় অগ্রজ পূর্ণস্বরূপ তোমার উপাসক, সেই মুখ্য মুনিগণই শ্রীবৃন্দাবনে অন্যরূপ উপাসকগণের অজ্ঞাতরূপে তুমি উঁহাদের অভীষ্টদেব বলিয়া, তোমাকে ত্যাগ করিতেছে না। ফলতঃ, তুমিও যেমন নররূপে নিগূঢ় হইয়াছ, সেইরূপ তোমার উপাসক মুনিগণও মধুকরবেশে তোমার ভজনা করিতেছে। সুতরাং হে অনঘ! অত্র গমনে ইহাদের তুমি অপরাধ গ্রহণ করিও না ॥২৬॥

হে বরেণ্য! ঐ দেখ! ময়ূর সকল তোমাকে অবলোকন করিয়া সহর্ষে নৃত্য করিতেছে; হরিণী সকল গোপীগণের ন্যায় দৃষ্টি দ্বারা তোমার প্রতি প্রীতিভাব প্রকাশ করিতেছে, এবং কোকিলগণ সুমধুর রব দ্বারা তোমার প্রীতি সম্ভাষণ করিতেছে। নৃত্য, সহর্ষাবলোকন ও প্রিয়বাক্য দ্বারা গৃহাগত মহাজনের সম্মান করাই সাধুদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই কারণেই উঁহারা তোমার প্রতি এইরূপে সম্মান প্রদর্শন করিতেছে ॥ ২৭ ॥

সে যাহা হউক, তোমার পাদস্পর্শে অদ্য এই বৃন্দাবনভূমি এবং অত্রস্থ তৃণলতাগণও ধন্য হইল, পুষ্পপল্লবচয়নার্থ তোমার নখর স্পৃষ্ট হইয়া এই

এবং বৃন্দাবনং শ্রীমৎ প্রাতঃ প্রীতমনাঃ পশূন্।
রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু সানুগঃ॥ ২৯॥
ক্বচিদ্‌গায়তি গায়ৎসু মদান্ধালিম্বনুব্রতৈঃ।
উপগীয়মানচরিতঃ পথি সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥ ৩০॥
ক্বচিৎ সবল্গু কূজন্ত মনুকূজতি কোকিলং।
অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বর্হিণং হাসয়ন্ ক্বচিৎ॥ ৩১॥
অনুজল্পতি জল্পন্তং কলবাক্যৈঃ শুকং ক্বচিৎ।
ক্বচিচ্চ কলহংসানামনুকূজতি কূজিতং॥ ৩২॥
মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভির্দূরগান্ পশূন্।
ক্বচিদাহ্বয়তি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়া॥ ৩৩॥

সকল বৃক্ষবল্লরীও আজ ধন্য; পরন্তু তোমার করুণদৃষ্টিতে এখানকার নদ, নদী, গিরি এবং মৃগ-পক্ষিগণও ধন্য।" অনন্তর গোপীপর্য্যায়া শ্যামা-লতার কথঞ্চিৎ বক্ষোদেশে সংলগ্ন দর্শন করিয়া ভাবী গোপকন্যা বিবাহ সূচনার শ্লেষে বলিলেন—"লক্ষ্মীও যাহার নিমিত্ত স্পৃহা করেন, এই গোপীগণ (শ্যামালতা সমূহ) অনায়াসে তোমার বক্ষঃস্থল লাভ করিতেছে॥ ২৮॥

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শোভাসমন্বিত শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি অতীব প্রীতমনা হইয়া শ্রীগোর্দ্ধনের সমীপবর্ত্তিনী মানসগঙ্গার তীরে পশুচারণ করিতে করিতে অনুচরগণের সহিত প্রফুল্লমনে ক্রীড়ারম্ভ করিলেন॥ ২৯॥

কোথাও অলিকুল পুষ্পরসপানে প্রমত্ত হইয়া গুন্ গুন্ শব্দে গান করিলে, পথিমধ্যে বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া, যখন আপনি তদ্রূপ গান করেন, সেই সময় অনুচরগণ তাঁহার চরিত কীর্ত্তন করিতে থাকেন; কোথাও কোকিলদিগকে মধুর স্বরে কূজন করিতে দেখিয়া আপনিও তদনুরূপ ধ্বনি করেন। কোথাও সহচরদিগকে হাস্যান্বিত করাইয়া নৃত্যকারী ময়ূরের অভিমুখে আপনি নৃত্য করেন। কোথাও শুকপক্ষীকে মধুরাস্ফুট বাক্যে জল্পন করিতে দেখিয়া, আপনি তাহার অনুকরণ করেন। কোথাও বা কলহংসগণের ধ্বনি শুনিয়া স্বয়ং তদনুরূপ গান করিতে থাকেন। কোথাও বা গো এবং গোপালগণের মনোজ্ঞ মেঘগম্ভীর স্বরে দূরবর্ত্তী পশুগণকে সস্নেহে আহ্বান করিয়া প্রত্যানয়ন করেন॥ ৩০—৩৩॥

তত্রৈব।

ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ॥ ৩৪॥

নৃত্যতো গায়তঃ ক্বাপি বল্গতো যুধ্যতোমিথঃ।
গৃহীতহস্তৌ গোপালান্ হসন্তৌ প্রশশংসতুঃ॥ ৩৫॥

ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ।
বৃক্ষমূলাশ্রিতঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ॥ ৩৬॥

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥ ৩৭॥

অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ।
গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ॥ ৩৮॥

তত্রাষ্টাদশাধ্যায়ে।

স চ বৃন্দাবনগুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ।
যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাদ্রামেণ সহ কেশবঃ॥ ৩৯॥

কোনস্থানে অগ্রজ বলরাম ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইলে উপাধানরূপে কোন গোপবালকের ক্রোড়ে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া স্বয়ং পাদসম্বাহন ও ব্যজনাদি দ্বারা তাঁহার শ্রান্তিদূর করান॥ ৩৪॥

তাঁহারা দুই ভ্রাতায় পরস্পর হস্তধারণ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে কোথাও নৃত্য, কোথাও গীত, কোথাও উল্লম্ফন, কোথাও পরস্পর মল্লযুদ্ধ করিয়া পরিহাসবাক্যে নৃত্যগীতাদি রত গোপালদিগের প্রশংসা করেন। কোথাও সখাগণের সহিত বাহুযুদ্ধে পরিশ্রান্তের ন্যায় হইয়া, বৃক্ষমূলে কোমল নবদলকোরক পুষ্পের শয্যায় উপাধানবৎ কোন গোপবালকের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করেন॥ ৩৫—৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শয়ন করিলে মহাসৌভাগ্যশালী কতকগুলি গোপ-বালক তাঁহার পাদ সম্বাহন এবং অপর কতকগুলি পুণ্যশালী বালক পল্লবাদিরচিত ব্যজন দ্বারা মন্দমধুর চালনাদি ভঙ্গীর সহিত বায়ুবীজন করিতে থাকে। অপর কতকগুলি স্নেহার্দ্রচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক বিচিত্রাদ্ভুত স্বরতালাদিময় গীতাদি ধীরে ধীরে গান করিয়া থাকে॥ ৩৭—৩৮॥

যত্র নির্ঝর নির্হ্রাদ নিবৃত্ত স্বনঝিল্লিকং।
শশ্বত্তচ্ছীকরর্জীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতং ॥ ৪০ ॥
সরিৎসরঃপ্রস্রবণোর্ম্মিবায়ুনা
কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা।
ন বিদ্যতে যত্র ব্রজৌকসাং দবো
নিদাঘবহ্ন্যর্কভবোঽর্ত্তি শাদ্বলে ॥ ৪১ ॥
অগাধ তোয় হ্রদিনীতটোর্ম্মিভি
র্দ্রবৎ পুরীষ্যাঃ পুলিনৈঃ সমন্ততঃ।
ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্বণা
ভুবো রসং শাদ্বলিতঞ্চ গৃহ্ণতে ॥ ৪২ ॥
বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজং।
গায়ন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎ কোকিলসারসং ॥ ৪৩ ॥

আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—যেখানে ভগবান্ কেশব অর্থাৎ কেশীনাশন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গ্রীষ্ম ঋতুও সেই শ্রীবৃন্দাবনের গুণে বসন্তের ন্যায় লক্ষিত হইল ॥ ৩৯ ॥

যেহেতু নিদাঘ সময়েও তথায় বর্ষার ন্যায় নির্ঝর সকলের ঝর্‌ঝর্ ধ্বনি দ্বারা ঝিল্লীগণের কর্কশ রব নিবৃত্ত হইয়া গেল এবং তত্তৎ প্রদেশ, নিরন্তর ঐ সকল নির্ঝরের জলকণায় স্নিগ্ধ বৃক্ষমণ্ডলে বিমণ্ডিত হইল ॥ ৪০ ॥

তথায় সরিৎ সরোবর ও প্রস্রবণ সকলের তরঙ্গ-সঞ্চারী পবন, কমল কহ্লার ও উৎপল রেণু হরণ করিয়া প্রবাহিত হওয়ায় অত্যন্ত হরিদ্বর্ণ তৃণাকীর্ণ স্থানেও অর্থাৎ উত্তপ্ত স্থানেও ব্রজবাসিদিগের নিদাঘকালীন দাবানল ও রবি-জন্য সন্তাপ উপস্থিত হইল না ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বোক্ত তরুমণ্ডলমণ্ডন, রবিতাপ অভাবের একটী কারণ হইলেও অন্যতর কারণ নির্দ্দেশিত হইতেছে।—"তথায় অগাধসলিলা তটিনীর তটস্পর্শি তরঙ্গাঘাতে পুলিনের সহিত ভূমির পঙ্ক নিরন্তর দ্রবীভূত হওয়ায় প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণ বিষবৎ উল্বণ হইয়াও সে স্থানের ভূমির রস ও শীতলত্ব হরণ করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ৪২ ॥

পরন্তু, সে বন প্রফুল্ল-কুসুম-কলাপে পরিপূর্ণ ও অতীব শোভাযুক্ত, তথায়

ক্রীড়িষ্যমাণস্তৎ কৃষ্ণো ভগবান বলসংযুতঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈ র্গোধনৈঃ সংবৃতোঽবিশৎ॥ ৪৪॥
প্রবালবর্হস্তবক স্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ।
কৃষ্ণরামাদয়ো গোপা নমৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ॥ ৪৫॥
কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্।
বেণু পাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুরথাপরে॥ ৪৬॥

তত্রে চ।

ক্বচিন্নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ং।
শশংসতুর্মহারাজ সাধুসাধ্বিবতিবাদিনৌ॥ ৪৭॥
ক্বচিদ্বিল্বৈঃ ক্বচিৎ কুম্ভৈঃ ক্বচামলক মুষ্টিভিঃ।
অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ কচিন্মৃগখগেহয়া॥ ৪৮॥

কুরঙ্গ ও বিহঙ্গগণ বিচিত্র ধ্বনি করিতেছে, ভ্রমর ও ময়ূরগণ সুমধুর গান করিতেছে, এবং কোকিল ও সারসগণ মধুর কূজন করিতেছে। সেই বনে ক্রীড়া করিবার অভিলাষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোপ ও গোধনে পরিবৃত হইয়া বেণু বাদন করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সেই রামকৃষ্ণাদি সমস্ত গোপাল নবপত্র শিখিপুচ্ছ স্তবক মাল্য এবং গৈরিক ধাতুতে বিভূষিত হইয়া নৃত্য, গীত ও বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করেন, তখন কতকগুলি গোপাল গান করেন, কেহ কেহ বাদ্য বাজাইয়া থাকেন, এবং অপর শ্রীদামাদি গোপালেরা বেণু, করতল (হাততালি) ও শৃঙ্গ বাজাইয়া সেই নৃত্যকলার প্রশংসা করেন॥ ৪৩—৪৬॥

আবার কোথাও অন্যান্য গোপ-বালকেরা নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলে, আপনারা দুইজনে (কৃষ্ণ ও বলরাম) গায়ক ও বাদক হইয়া "সাধু সাধু" বলিয়া তাহাদের প্রশংসা করেন॥ ৪৭॥

কোথাও বিল্বফল, কোথাও কুম্ভফল, পরস্পর নিক্ষেপাদি দ্বারা ক্রীড়া করেন, কোথাও অস্পৃশ্য (ছুঁয়াছুঁয়ি খেলা) ও নেত্রবন্ধ (চোক বাঁধাবাঁধি খেলা) ইত্যাদি বিবিধ ছল করিয়া ক্রীড়া করেন, কোথাও বা মৃগপক্ষ্যাদির ন্যায় চেষ্টা করিয়া ক্রীড়ায় রত হয়েন॥ ৪৮॥

ক্বচিচ্চদর্দ্দুরপ্লাবৈর্বিবিধৈ রূপহাসকৈঃ।
কদাচিৎ স্পন্দোলিকয়া কর্হিচিন্নৃপলীলয়া॥ ৪৯॥
এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতু র্বনে।
নদ্যদ্রি দ্রোণি কুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চঃ॥ ৫০॥

ঊনবিংশাধ্যায়ে।

ক্রীড়াসক্তেষু গোপেষু তদ্‌গাবো দূরচারিণীঃ।
স্বৈরং চরন্ত্যো বিবিশু স্তৃণলোভেন গহ্বরং॥ ৫১॥

অত্রান্তরে।

গাঃ সন্নিবর্ত্ত্য সায়াহ্নে সহ রামোজনার্দ্দনঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্গোপৈরভিষ্টুতঃ॥ ৫২॥

বিংশাধ্যায়ে।

এবং বনং তদ্বর্ষিষ্ঠং পক্বখর্জ্জুরজম্বুমৎ।
গোগোপালৈর্বৃতো রন্তুং সবলঃ প্রবিশদ্ধরিঃ॥ ৫৩॥

কোথাও ভেকের ন্যায় উল্লম্ফন, কোথাও নানাবিধ হাস পরিহাস, কোথাও দোলায় আন্দোলন, কোথাও বা গিরি-শিলা-সিংহাসনে, কুসুম-খচিত ছত্রচামরাদি-পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট হইয়া নরপতির ন্যায় চেষ্টা দ্বারা ক্রীড়া করেন॥ ৪৯॥

এইরূপে কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে বৃন্দাবনে নদী, গিরি, গুহা, কুঞ্জ, কানন, সরোবর সমূহে লোকপ্রসিদ্ধ বিবিধ ক্রীড়া করিয়াছিলেন॥ ৫০॥

ঊনবিংশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—গোপাল সকল এইরূপ ক্রীড়াসক্ত হইয়া থাকিলে তাহাদের গোসকল দূরে গিয়া চরিতে আরম্ভ করিল এবং স্বেচ্ছাক্রমে চরিতে চরিতে তৃণলোভে ক্রমশঃ দুর্গম বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল॥ ৫১॥

সে যাহা হউক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনির্ব্বচনীয় যোগমায়ার প্রভাবে দাবানল হইতে গোধনগণকে নিবৃত্ত করিয়া, সায়াহ্নে বলদেবের সহিত বংশীধ্বনি করিতে করিতে গোষ্ঠে আগমন করিলে, গোপগণ তাঁহার স্তুতি করিলেন॥ ৫২॥

অনন্তর বর্ষাকালোচিত ক্রীড়া বর্ণিত হইতেছে। এবম্বিধ শোভাশালী বর্ষার সময় লীলা করিবার মানসে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গো ও গোপালগণে

ধেনবো মন্দগামিন্য উধোভারেণ ভূয়সা।
যযুর্ভগবতাহূতা দ্রুতং প্রীত্যা স্নুতস্তনাঃ॥ ৫৪॥
বনৌকসঃ প্রমুদিতা বনরাজী র্মধুচ্যুতঃ।
জলধারা গিরের্নাদাদাসন্না দদৃশে গুহাঃ॥ ৫৫॥
ক্বচিদ্বনস্পতিক্রোড়ে গুহায়াঞ্চাভিবর্ষতি।
নির্বিশন্ ভগবান্ রেমে কন্দমূলফলাশনঃ॥ ৫৬॥
দধ্যোদনং সমানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে।
সম্ভোজনীয়ৈ র্বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥ ৫৭॥
শাদ্বলোপরি সংবিশ্য চর্ব্বতো মীলিতেক্ষণান্।
তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎসতরান্ গাশ্চ স্বোধোভরশ্রমাঃ॥ ৫৮॥

পরিবৃত হইয়া, বলদেবের সহিত পক্ব খর্জ্জূর ও পক্ব জম্বুবিশিষ্ট এক সমৃদ্ধ বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধেনু সকল স্তনমণ্ডলের গুরুভারে মন্দগামিনী হইলেও, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে তাহারা দ্রুতবেগে সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিল, ইহাতে তাহাদের স্তন হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল॥ ৫৩-৫৪॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—বৃক্ষসকল প্রমুদিত, বনরাজী মধুক্ষরণশীল। দূরে গিরিগাত্র হইতে বারিধারা সশব্দে পতিত হইতেছে, গুহায় সেই পতনশব্দ প্রতিধ্বনিত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ তাহা অতি নিকটবর্ত্তী বোধ করিতে লাগিলেন এবং সেই শব্দায়মান গিরিগুহা সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। আবার বনমধ্যে যখন বারিবর্ষণ হইতে লাগিল, তখন কোথাও বৃক্ষক্রোড়ে বা কোথাও গুহা মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিলেন এবং বর্ষাকালজাত সুকোমল ও উপাদেয় কন্দ, মূল ও ফলমাত্র আহার করিয়া আনন্দে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আবার স্ব স্ব গৃহজন বা বান্ধবজন যখন দধি ও অন্নাদি লইয়া উপনীত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ জলসন্নিহিত শিলার উপর উপবেশন করিয়া বলদেব এবং অন্যান্য সহভোজনীয় গোপবালকগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া তাহা ভোজন করিলেন। সেই সময়ে নব তৃণমণ্ডলোপরি শয়ন করিয়া

একবিংশাধ্যায়ে।

ইত্থং শরৎ স্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা।
ন্যবিশদ্বায়ুনাবাতং সগোগোপালকোবনং ॥ ৫৯ ॥
কুসুমিতবনরাজি শুষ্মিভৃঙ্গদ্বিজকুলঘুষ্টসরঃ সরিন্মহীধ্রং।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ সহ পশুপালবলশ্চুকূজ বেণুং ॥৬০

অত্রান্তরে।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ ॥ ৬১ ॥

পরিতৃপ্ত বৃষ, বৎসতর ও স্তনভারাক্রান্ত গাভীসকল নয়ন মুদ্রিত করিয়া রোমন্থন করিতে লাগিল ॥ ৫৫-৫৮ ॥

অনন্তর শরৎকালোচিতা ক্রীড়া বর্ণিত হইতেছে। এইরূপে শরৎ সমাগমে শ্রীবৃন্দাবনের শোভা-সম্পদ রমণীয় ভাব ধারণ করিল, সলিল নির্ম্মল হইল, পদ্মাকর-সুগন্ধি স্নিগ্ধ বায়ু, সকল দিকে প্রবাহিত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই মনোহর বনমধ্যে গো ও গোপালগণে পরিবৃত হইয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৯ ॥

মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্যান্য গোপ-বালক ও বলদেবের সহিত গোচারণ করিতে করিতে বংশীধ্বনি করিলেন। তখন তথায় সরিৎ, সরোবর ও গিরি-সন্নিহিত কুসুমিত বনরাজী মধ্যে বিহঙ্গ ও ভৃঙ্গ সমূহ মত্ত হইয়া কলরব করিতেছিল। মধু অর্থাৎ ঋতুরাজ বসন্ত তাঁহার পতি শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং তাঁহার প্রবেশেই যে বনশোভা সমধিক-রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট ধ্বনিত হইল ॥ ৬০ ॥

সেই সময়ে সেই বেণুগান শ্রবণ করিয়া ব্রজ-গোপীদের হৃদয়ে কিরূপ ভাব-বিশেষের উদয় হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইতেছে। গোপীরা মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ নিজের যে ভুবনমোহন বেশ দর্শন করিয়া নিজেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হন, তিনি সেই নটবর-বেশ ধারণ করিয়া স্বকীয়-পদাঙ্ক-ভূষণে রমণীয় শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ

ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূত মনোহরং।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে॥ ৬২ ॥

গোপ্য উচুঃ।

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তো র্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশ সুতয়োরনু বেণুজুষ্টং
যৈর্ব্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষ-মোক্ষং॥ ৬৩ ॥

বিনির্ম্মিত চূড়া, কর্ণদ্বয়ে পীতবর্ণ উৎপলাকার পুষ্প, পরিধানে কনক-কপিশ বর্ণের বসন এবং তাঁহার গলদেশে বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চবর্ণের পুষ্পগ্রথিতা মালা সুশোভিত। তিনি স্বয়ং অধর-সুধা দ্বারা বেণুরন্ধ্র পূরণ করিতেছেন, নিষ্প্রাণ বেণু সেই সুধাস্পর্শে সচেতন হইয়াই যেন ত্রিজগৎ উন্মাদিত করিতেছে। আর গোপগণ চারিদিকে তাঁহার কীর্ত্তিগাথা গান করিতেছে॥ ৬১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বভূতমনোহর সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ সকলেই ঐরূপ বর্ণন করিতে করিতে পরমানন্দ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে পদে পদে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, অথবা "হে সখি! তুমি আমার মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াই এইরূপ বলিতেছ, যে হেতু আমিও এরূপই বলিব, মনে করিতেছিলাম"—এইরূপ প্রত্যেক অনুভবের সমতা উপলব্ধি করিয়া সেই ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধা হইলেন॥ ৬২ ॥

গোপীগণ কহিলেন,—হে সখীগণ! আমরা গৃহ-নিগড়ে আবদ্ধা থাকিয়া বিধিদত্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল কেবল বিফলীকৃতই করিয়াছি।

আজ বনমধ্যে গমন করিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত বস্তু দর্শনাদি দ্বারা আমরা জন্ম সফল করিব। যাহাদের চক্ষু আছে, তাহাদের প্রিয় দর্শনই সেই চক্ষুর ফল। তদ্ব্যতীত অন্য ফল আছে, আমরা তাহা জানি না, বুঝি না। যাঁহারা বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে পশুগণের সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, সেই ব্রজপতিসুতদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ রামকৃষ্ণের মধ্যে পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের বংশী-সংলগ্ন এবং অনুরক্তজনগণের প্রতি স্নিগ্ধ কটাক্ষবিক্ষেপশীল বদনকমলের মাধুর্য্যসুধা, যাঁহারা লজ্জাভয়ধৈর্য্যাদিতে

চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জ-
মালানুপৃক্ত-পরিধান বিচিত্রবেশৌ।
মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং
রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ব চ গায়মানৌ ॥ ৬৪ ॥

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু
র্দামোদরাধর সুধামপি গোপিকানাম্। •
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ৬৫ ॥

জলাঞ্জলি দিয়া নিরন্তর নয়নপুটে আস্বাদন করেন, তাঁহাদেরই সেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সার্থক—এবং ইহাই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সাফল্য ॥ ৬৩ ॥

আবার অন্যান্য গোপীরা কহিলেন,—আহা! গোপগণই ধন্য! রঙ্গালয়ে নৃত্য-গীতকুশল নটদ্বয় যেমন শোভা পায়, সেইরূপ কৃষ্ণ-বলরামও কখন কখন সেই গোপগণের সভামধ্যে বিচিত্র বেশে বিরাজমান থাকিয়া নৃত্য গীত করিতেছেন, এবং গোপদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া যেন গর্ব্বপ্রকাশ করিতেছেন—'আমাদের ন্যায় তোমাদের মধ্যে—শুধু তোমাদের মধ্যে কেন, ত্রিলোকের মধ্যে কে এমন গায়ক আছে, এখানে আসিয়া গান করুক।' এই যে গান-গর্ব্ব, ইহাও একপ্রকার ক্রীড়ামাধুরী বিশেষ। আবার তাঁহারা রক্ত-পীত-শুক্লাদি বসন পরিধান করিয়া এবং রসালের নব-পল্লব ও পুষ্পগুচ্ছ চূড়ায়, উৎপল কোষ কর্ণদ্বয়ে, লীলাকমল দক্ষিণ করে এবং মালা গলদেশে ধারণ করিয়া নাট্যোচিত বিচিত্র বেশে শোভা পাইতেছেন। কিন্তু ইহাতে, গোপীদের এক বিষম বিড়ম্বনার বিষয় হইল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন,—'তাইতো, প্রিয়তম, বলদেবের সহিত একত্র ক্রীড়া করিতেছেন, সেস্থলে আমাদের যাওয়া হইবে না তো, সুতরাং দূর হইতে লতাপল্লবের রন্ধ্রপথে সেই প্রাণকান্তের সৌন্দর্য্যামৃত ও গানামৃত পান করিয়া এবং নৃত্যাদি দর্শন করিয়া আমরা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৬৪ ॥

গোপীরা পুনরায় কহিলেন,—"হে গোপীগণ! এই বেণু আমাদিগকে বিড়ম্বনা-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেও গোপদিগের ন্যায় ইহারও কি অসীম

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুত-পদাম্বুজ-লব্ধ-লক্ষ্মী।
গোবিন্দবেণুমনু মত্ত ময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রি সান্ববরতান্য সমস্ত সত্ত্বং॥ ৬৬॥

সৌভাগ্য! এইনীরস দারুময় বেণু এ জন্মে কি পূর্ব্বজন্মে না জানি কি পুণ্যই না করিয়াছে। সেই পুণ্যের বিষয় জানিতে পারিলে আমরাও তাহার নিমিত্ত যত্ন করিতাম। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের স্বজাতি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা কেবল আমাদিগেরই ভোগ্যা—উহাতে কেবল আমাদেরই স্বত্ত্ব আছে, কিন্তু বেণু বিজাতীয় হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের পরম আত্মীয়তা ও কৃষ্ণ-প্রেয়সীত্ব লাভ করিয়াছে। তবে বেণু পরকীয়ধন অপহরণ করায় তাহার চৌর্য্যই প্রকাশ পাইয়াছে, আরও ধনস্বামিনী আমরা,—আমাদিগকে সে কথা জ্ঞাপন করিয়া বিশেষ ধৃষ্টতারই পরিচয় দিয়াছে। তথাপি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের অধরসঙ্গলাভে বেণু সর্ব্বদা সরস হেতু রসপানে তাহার কিছু মাত্র ইচ্ছা নাই। এইজন্যই অধরসুধা পান করিয়াও কেবল রস মাত্র অবশেষ রাখিয়াছে। অতএব গোপীজন্ম অপেক্ষা বেণুজন্মের সৌভাগ্যই অধিক সূচিত হইয়াছে। যাহাদের জলে বেণু পরিপুষ্ট হইয়াছিল, সেই নদীও বেণুর সেই অবশিষ্ট নাদরূপ রস আস্বাদন করিয়া বিকসিত কমল-চ্ছলে যেন রোমাঞ্চিত হইতেছে; এবং কুলবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ যেমন নিজবংশে ভগবৎ-সেবক দর্শন করিলে আনন্দে অশ্রু-বর্ষণ করেন, সেইরূপ বেণু যাহাদের বংশে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই তরুগণও সেইরূপ মধুধারা ছলে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে॥ ৬৫॥

আবার কোন গোপী কহিলেন,—হে সখি! এই বৃন্দাবন শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও পৃথিবীতে বিশেষ কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে। কারণ, দেবকীসুত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কমল হইতেই ইহার ধ্বজবজ্রাদি-চিহ্নময়ী শোভাসম্পৎ ও মহিমা লাভ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পদাম্বুজের চিহ্ন দ্বারাই এই শ্রীবৃন্দাবন ভূমির পরম সৌভাগ্য সূচিত হইয়াছে। এস্থলে দেবকীসুত বাক্যে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকেই নির্দ্দেশ করিয়াছে। কারণ, দেবকী ব্রজেশ্বরীরই নাম। যথা বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে—

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দন মুপাত্ত বিচিত্র বেশম্‌।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহ কৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ৬৭॥

"দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ।
অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া॥" •

আবার "গোবিন্দ" শব্দেও গোপবর্গ-চূড়ামণি-গো-গোপাল-পরিবৃত-বণ্যভূষণ-বিচিত্র ক্রীড়ারসিক শ্রীযশোদানন্দনই লক্ষিত। বৃন্দাবনে এই গোবিন্দের বেণু-নিনাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মন্দগর্জ্জনবিশিষ্ট নীলমেঘ মনে করিয়া ময়ূর সকল নৃত্যে মত্ত হইল—অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের বেণুর নাদাত্মক পরম মোহন মন্ত্রেই যেন ময়ূর সকল প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। পরে তাহাদের সেই নৃত্য দেখিয়া পর্ব্বতগুহাস্থ অন্যান্য প্রাণী সকলও অন্যান্য অশেষ প্রয়োজন হইতে বিরত হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে উন্মুখী হইল। এরূপ ব্যাপার শ্রীবৈকুণ্ঠেও নাই। সুতরাং তাহা অপেক্ষাও ইহার কীর্ত্তি বিশেষ সিদ্ধ হইতেছে। এইজন্যই শ্রীবৃন্দাবনের ভাগ্য, আমাদেরও অভিলষনীয় বিষয়॥ ৬৬॥

হরিপ্রিয় সর্ব্বজীবের আশ্রয় স্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনের মাহাত্ম্য এবং তদাশ্রিত পশুজাতির ভাগ্য বর্ণিত হইতেছে,—অন্য গোপীরা কহিলেন—"হে সখি! সেই প্রাণকান্তের অভিসরণ না করিয়া আমরা বুদ্ধিমতী হইয়াও স্ব স্ব জন্ম বিফল করিতেছি। অহো! এই সকল হরিণী যদিও বিবেকহীনা গতি-জ্ঞানবিশিষ্টা বা তির্য্যগ্‌যোনিগত, তথাপি ইহারা ধন্য। যে হেতু, বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া বনমালা শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাবতংশাদি বিচিত্র বেশধারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইহারা আপনাদের কৃষ্ণসার পতিদিগের সহিত প্রণয়াবলোকন দ্বারা বিরচিত পূজা প্রদান করিতেছে। সুতরাং ইহাদের পতিরাও ধন্য। কারণ, শ্রীকৃষ্ণই তাহাদের একমাত্র সার বা পরমোপাদেয় হইয়াছেন। তাহারা স্ব স্ব পত্নীকে কৃষ্ণানুরাগিণী দর্শন করিয়াও স্বকীয় গার্হস্থ্যকে ধন্য মনে করিয়া পরম হর্ষের সহিত তাহাদের অনুগমন করিতেছে; কিন্তু আমাদের পতিগণ কৃষ্ণগন্ধও সহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং আমাদের জীবনে ধিক্‌॥ ৬৭॥

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎ ক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতম্।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎ প্রসূনকবরা মুমুহু র্বিনীব্যঃ ॥ ৬৮ ॥
গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গত বেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।

আবার কোন কোন গোপী কহিলেন,—"হে গোপীগণ! আরও আশ্চর্য্য শুন। যাহা হইতে অনুরাগিনী রমণীগণের উৎসব হয়, তাদৃশ রূপ ও স্বভাবশালী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সেই বাদিত বেণুর প্রতিকূল-রাগমিশ্রণ দ্বারা' পরিশুদ্ধ গীত কিম্বা শৃঙ্গারাদি রস-বিভাগের গীত শ্রবণ করিয়া বিমানচারিণী দেবাঙ্গনাগণ দেবতাগণের অর্থাৎ নিজ নিজ পতিদিগের ক্রোড়ে থাকিয়াও কামে অধৈর্য্য হইয়া মুগ্ধ হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের অনুভব মাত্রেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ-লাভের অভিলাষ জন্মে। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, বিশেষতঃ বেণুগান শ্রবণে তাঁহাদের এরূপ ঘোর মোহ উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহারা বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আগমন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তাঁহাদের এইরূপ মোহের নিদর্শন স্বরূপ তৎকালে তাঁহাদের কবরী হইতে কুসুম পরিভ্রষ্ট এবং নীবী স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। পরম বিদগ্ধ সূক্ষ্মবুদ্ধি দেবতাগণ তাহা জ্ঞাত হইয়াও স্ত্রীগণের প্রতি কোন দোষারোপ করেন না, প্রত্যুত, স্বীয় ভাগ্য মনে করিয়া, নিত্যই তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ দর্শন করাইবার নিমিত্ত বিমানে আরোহণ করাইয়া আনয়ন করেন। কিন্তু আমাদের পতি সে পক্ষে ঘোর প্রতিকূল। অতএব নিকৃষ্টা মৃগীগণও ধন্যা, এবং উত্তমা সুরসুন্দরীগণও ধন্যা। হায়! কেবল মধ্যমা আমরা মনুষ্য—আমরাই অধন্যা। আমাদের ভাগ্যে সেই পরম মূঢ়া হরিণীগণের ও পরম বিদগ্ধা সুরসুন্দরীগণের মোহন-স্বরূপ সর্ব্ব-সৌভাগ্যামৃত-সিন্ধুর দর্শন লাভ ঘটিয়া উঠিতেছে না ॥ ৬৮ ॥

পুনরায় অন্য গোপী কহিলেন,—"এই সকল গাভী উন্নমিত কর্ণপুট দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমল-নিঃসৃত বেণুগানামৃত পান করিতে করিতে সাত্ত্বিক বিকারে স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাহাদের বৎসগণও

শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থু-
গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥ ৬৯ ॥
প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচির প্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ৭০ ॥

বিমোহিত হইয়া পড়িতেছে,—তাহাদের মাতৃস্তনস্নুত ক্ষীরের কবল, মুখ মধ্যেই রহিয়া যাইতেছে, পান করিতে পারিতেছে না। তাহাদের মাতা সকল নিজ প্রভু শ্রীগোবিন্দকে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া আনিয়া এবং নেত্ররন্ধ্রদ্বারে হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া, বাৎসল্যভাবে মানস-ক্রোড়ে স্থাপন করিতেছে,—এইজন্যই যেন তাহাদের নয়নে অশ্রুকলা দৃষ্ট হইতেছে। অশ্রুধারায় দৃষ্টির আচ্ছাদন হেতু তাহারা মানসনেত্রেই দর্শন করিতেছে। এইরূপ সকল প্রাণীরই শ্রীকৃষ্ণে নিরুপাধিক প্রেম লক্ষিত হইতেছে, সুতরাং তাহারাই ধন্য। কিন্তু আমরা এমনই অধন্যা যে, সেই প্রিয়তমের দর্শনমাত্রও লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৬৯ ॥

বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া পুনরায় সখীর প্রতি কহিলেন,—মাগো! (এইরূপ সম্বোধন ভাবাবিষ্ট রমণীগণের স্বাভাবিক) এই বৃন্দাবনে যে সকল পক্ষী আছে, তাহাদিগকে প্রায় মুনির ন্যায়ই বোধ হইতেছে। মুনিগণ যেমন বিচিত্র-উপশাখাময় (ভগবদর্পিত কর্ম্মফলময়) বেদশাখারূপকে অতিক্রম করিয়া, এমন কি, তদভিনিবেশ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ও দেহাদিজ্ঞান-শূন্য হইয়া নিমীলিতনেত্রে অবস্থান করেন এবং কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কোন কথার আলাপন করেন না, সেইরূপ বিহঙ্গকুলও বেণুগীতানন্দজনিত মনোহর অঙ্কুরাদি বিকারবিশিষ্ট তরুশাখায় আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রকটিত মধুর বংশীগীত শ্রবণ করিতেছে। যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হয়, সেইরূপভাবে (গীত-রসাস্বাদবশে এক অনির্ব্বচনীয় সুখোদয় হেতু) তাহারা অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে অবস্থান করিতেছে,—বদনে বাক্যমাত্রও স্ফুরিত হইতেছে না। অতএব শ্রীসনকাদি আত্মারাম মুনিগণই যেন এই বনে বিহঙ্গরূপে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং ব্রহ্মসমাধি অপেক্ষাও বেণু-গীতের আকর্ষতা যে অধিক, তাহা ইহাতে স্পষ্ট প্রদর্শিত হইল ॥ ৭০ ॥

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈ র্মুরারে-
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥ ৭১ ॥

পুনরায় অত্যন্ত রাগোদয় হেতু নিজ ভাব, অচেতনেও সম্ভাবনা করিয়া বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বমোহন হইলেও নারীজাতির প্রতিই তাঁহার মোহনত্বের মাত্রা অধিক দৃষ্ট হয়। ঐ দেখ, অচেতন নদী সকলও (শ্রীকালিন্দী মানসগঙ্গাদি) সর্ব্বানন্দ শিরোমণি এবং নিজ সঙ্গম দ্বারা যিনি নিখিল দুঃখ হইতে মুক্তিদান করেন সেই মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত নিকটে আসিয়া সাবধানে শ্রবণ করিতেছে। এই বেণুগীত শ্রবণে তাহাদের হৃদয়ে যে মনোভবের (কামের) উদয় হইয়াছে, তাহা আবর্ত্তেই সূচিত হইতেছে; এবং এই কন্দর্পের প্রভাবেই তাহাদের বেগ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। অতএব ধৈর্য্য লজ্জাদি তিরোহিত হওয়ায় স্বপতি সমুদ্রের প্রতি ধাবিত না হওয়ার কারণেই প্রবৃদ্ধ তরঙ্গরূপ বাহুতে কমলোপহার লইয়া এবং আলিঙ্গন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগল সংবৃত করিয়া স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিতেছে। অর্থাৎ প্রথমতঃ আবর্ত্ত দ্বারা বিচ্ছিন্ন কমল সমূহ উপহার প্রদান করিতেছে,—তৎপশ্চাৎ পাদযুগল গ্রহণ করিতেছে, তদনন্তর প্রবৃদ্ধতা সহকারে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বেষ্টন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতেছে। অথবা 'কমল' শব্দে জল বুঝায়। অতএব নদী সকল স্বীয় সুগন্ধ শীতল জলে শ্রীকৃষ্ণের পাদক্ষালনার্থ পাদ্যোপহার প্রদান করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের বেণুগানের এমনই মহিমা, উহাতে শুষ্কশাখায় অঙ্কুর, পাষাণ দ্রব এবং প্রবাহও স্তম্ভ হইয়া যায়। এই কারণেই জলস্তম্ভ দ্বারা প্রবৃদ্ধজলা নদী সকল সেই উচ্চভূমিতেও সকমল তরঙ্গ সহ সমাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্পর্শ করিতেছে। অথচ তাহাদের পতি সমুদ্র তাহাদের প্রতি দ্বেষ করিতেছে না; অপিচ, "তিনি মুরহর নারায়ণ সম—ইঁহার ভজনে পাতিব্রত্যভ্রংশের সম্ভাবনা নাই" এইরূপ ভাবিতেছে। অতএব তাহারাই ধন্য। আমরা দুর্ভগা—কারণ আমাদের ভাগ্যে সে বেণুগীত শ্রবণ ঘটিয়া উঠিল না। যে হেতু, আমাদের না আছে প্রিয়তমের দিকে প্রবাহ,—না আছে আমাদের বহুদীর্ঘ বাহু—যদ্দ্বারা তাঁহার একটী মাত্র চরণকমলকেও সুস্থির করিয়া বক্ষোজাদিতে গাঢ় আলিঙ্গন করিব ॥ ৭১ ॥

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ
সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুমুদীরয়ন্তম্।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ
সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্ ॥ ৭২ ॥
পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শন স্মররুজস্তৃণরূষিতেন
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিং ॥ ৭৩ ॥

গোপীগণ আরও কহিলেন,—"হায়! হায়! যাহারা সখ্যভাববিশিষ্ট, তাহারাও কৃতার্থ! জলধর যেমন লোকের আর্ত্তি হরণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও লোকের আর্ত্তিহরণ করিয়া থাকেন। বর্ণাদিতেও উভয়ের মধ্যে সমতা দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় জলদেরও বর্ণ শ্যাম, শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনের ন্যায় জলদেরও বিদ্যুদ্বসন, এবং বেণুনাদের ন্যায় জলদেরও গুরুগর্জ্জন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ জলদের সখা। জলধর নিজ সখা শ্রীকৃষ্ণকে বলদেব ও গোপগণের সহিত প্রখর রৌদ্রে পশু চরাইতে চরাইতে বহুলচ্ছায়া অপেক্ষায় (মেঘাকর্ষণ নিমিত্ত) বেণুতে উচ্চৈঃস্বরে মল্লার রাগ আলাপ করিতে দেখিয়া, দুঃখিত মনে অগ্রে নিজ সখা শ্রীকৃষ্ণের উপরেই উদিত হইতেছে, এবং প্রেমে উৎফুল্ল হইয়া, তুষারাবিন্দুবর্ষী নিজ দেহদ্বারা পরে সকলের উপরেই যেন কুসুমাবলীশোভিত ছত্র রচনা করিয়া দিতেছে। অহো! আকাশস্থ মেঘও বন্ধুভাবে তাঁহাকে এইরূপে সুখপ্রদান করিতেছে। সুতরাং তাহারই ধন্য, তাঁহাকে সুখদান ত দূরের কথা, আমরা তাঁহার দর্শন লাভেও বঞ্চিতা,— অতএব আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীনা আর কে আছে? ॥ ৭২ ॥

অন্য গোপীগণ কহিলেন,—"অহো! শবরীগণের কি ভাগ্য! যে কুঙ্কুম প্রথমতঃ বংশীগানাকৃষ্টা মূর্চ্ছিতা দয়িতার অর্থাৎ শ্রীবৃষভানুকুমারীর স্তনে অনুলিপ্ত থাকে, পরে তাঁহার মূর্চ্ছাশান্তির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পদপল্লবের স্পর্শ হওয়ায় অথবা সম্ভোগ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলের অরুণিমায় যাহা কান্তিবিশিষ্ট হয়, সম্ভোগানন্তর বনবিহারাদি কালে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সংলগ্ন সেই কুঙ্কুম তৃণসকলে সংলগ্ন হয়। তাই, সেই কুঙ্কুম দর্শনে শবরাঙ্গনাগণের

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ৭৪ ॥

যে কন্দর্পপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, আপনাদের বক্ষনে ও স্তনে তাহা লেপন করিয়া সেই কামপীড়াকে শান্ত করিতেছে। স্বাভাবিক লোভাকৃষ্টা হইয়া তাহারা কৃষ্ণাঙ্গসৌরভের আঘ্রাণ জানিবার নিমিত্তই প্রথমে সেই কুঙ্কুম মুখের নিকট লইয়া যাইতেছে এবং মুখে লেপন করিতেছে; পশ্চাৎ স্মরবেগে তৎকৃত সম্ভোগ বাসনায় স্তনে লেপন করিতেছে। কৃষ্ণাঙ্গ-সংলগ্ন-কুঙ্কুমের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! অতএব শবরীগণই কৃতার্থা। আমরা এরূপভাবেও যখন ব্যথা প্রশমন করিতে পারিলাম না, তখন সেই শবরীগণ অপেক্ষাও আমাদের ভাগ্য যে শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ কি? ॥ ৭৩ ॥

হে সখীগণ! মহদাশ্রয় ব্যতীত বাসনা ফলবতী হয় না। এই শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতই হরিভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা আমরা গার্গীর মুখে শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তত্রত্য মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া আমরা তাঁহার অধিদেবতা শ্রীহরি দেব নামক নারায়ণের দর্শনে গমন করিব, ইহাতে গুরুজনের কোন আপত্তি হইবে না। শ্রীনারদাদি হরিভক্তগণের মধ্যে যুধিষ্ঠির উদ্ধব ও গোবর্দ্ধন এই তিনই মুখ্য, আবার তাঁহাদের মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধনই হরিদাসবর্য্য। যে হেতু, এই গিরিবর রমণীয় শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে প্রমোদিত হইতেছে অর্থাৎ হর্ষস্বেদ-পুলক ও আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তৃণোদ্গম, আর্দ্রতা, জলবিন্দু স্রাবাদিই এস্থলে প্রমোদব্যঞ্জক বলিয়া জানিবেন। এই হেতুই গিরিবর পাদ্য আচমনীয় ও পানার্থ সুগন্ধ শীতল নির্ঝরের জল, নৈবেদ্যস্বরূপ পেয় মধু ও আম্ররসাদি, অর্ঘ্যস্বরূপ সুকোমল দুর্ব্বা বা গো-গ্রাসার্থ সুকোমল পুষ্টি-বর্দ্ধক ও দুগ্ধসম্পাদক তৃণসমূহ, উপবেশন ও শয্যাবিলাসাদির নিমিত্ত শীতোষ্ণ সময়সুখদা গুহা এবং ভোজনার্থ কন্দমূলাদি উপচার দ্বারা গো ও সখাগণের সহিত বর্ত্তমান রামকৃষ্ণের প্রসাদনী পূজা বিস্তার করিতেছে। হে অবলা! তোমরা একেই তো পতি পরবশ্যা, তাহাতে তোমাদের সামর্থ্য না থাকাতেই এতাদৃশ সেবাভাগ্য ঘটিয়া উঠিতেছে না। অতএব এই গিরিবরই ধন্য ॥ ৭৪ ॥

গা গোপকৈরনুবনং নয়তো রুদার
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্য্যোগপাশকৃতলক্ষণয়ো র্বিচিত্রং ॥ ৭৫ ॥

ততস্তত্র দ্বাবিংশাধ্যায়ে।

অথ গোপৈঃ পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বৃন্দাবনাদ্‌গতো দূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ ॥ ৭৬ ॥

হে সখীগণ! কেবল গিরিবরেরই হরিদাসবর্য্য নাম সার্থক তাহা নহে, নিখিল চরাচর পরম ধন্য! অতএব তথায় অভিসারে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, গোধন সমূহের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার বনান্তর গমন সম্ভব। শ্রীযশোদা কর্ত্তৃক নিয়োজিত রক্ষক স্বরূপ গোপগণের সহিত রামকৃষ্ণ বিচিত্র বেশে বনে বনে গোচারণ করিতেছেন। গোপগণ দুঃখ-ভয়-স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিতেছে; কিন্তু হায়! আমাদের তাদৃশ প্রেমসেবা-যোগ্যতা নাই। পরন্তু বনে বনে ভ্রমণ করিতে তাঁহাদের কোন কষ্ট হইতেছে না; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, তাঁহারা আমাদের সন্নিহিত হইতেছে না। নির্যোগাখ্যপাশ অর্থাৎ দোহন সময়ে চঞ্চল বৎসগণের গলবন্ধন রজ্জু উভয়াগ্রে মুক্তাস্তবকজুষ্ট পীতপট্টময় উষ্ণীষবন্ধভূষণের ন্যায় মস্তকে বন্ধন করিয়া, অপূর্ব্ব গোপবেশে সর্ব্বজনমনোহররূপে, বিশেষতঃ শ্রীগোপসুন্দরীদের মনোমোহনরূপে বিরাজ করিতেছেন। কারণ, স্বদেশ, জাতি ও বয়ঃ অনুরূপ বেশাদি সকলেরই অতীব রোচক হয়। আরও বিচিত্র এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দপ্রদ বেণুর মধুরাস্ফুট শব্দে শরীরিদিগের মধ্যে গতিশীল মাত্রেরই অস্পন্দন উপস্থিত হইতেছে,—এমন কি, নিত্য গতিশীলা নদী প্রভৃতিও যখন স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছে, তখন আমাদের দূরগমন কিরূপে সম্ভব হয়? পরন্তু, তরুগণ রোমশূন্য হইলেও নবাঙ্কুর উদ্ভেদছলে পুলকিত হইতেছে। ফলতঃ স্থাবর ও জঙ্গম উভয়েরই ধর্ম্মবৈপরীত্য দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর দ্বাবিংশাধ্যায়ে লীলান্তর বর্ণনারম্ভে শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অতঃপর নিদাঘ সময়ে ভগবান দেবকীসুত গোপগণে পরিবৃত হইয়া, অগ্রজ

নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে ছায়াভিঃ স্বাভিরাত্মনঃ।
আতপত্রায়িতান্ বীক্ষ্য দ্রুমানাহ ব্রজৌকসঃ॥ ৭৭॥
হে স্তোককৃষ্ণ হে অংশো শ্রীদামন্ সুবলার্জ্জুন।
বিশালবৃষভৌ জস্বিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ॥ ৭৮॥
পশ্যতৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ॥ ৭৯॥
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥ ৮০॥
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ।
গন্ধনির্য্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে॥ ৮১॥

বলদেবের সহিত গোচারণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বৃন্দাবন হইতে দূরে অর্থাৎ গিরিব্রজময় কাম্যকবনে গিয়া উপনীত হইলেন॥ ৭৬॥

নিদাঘকালীন তীব্র রবিকরতাপে ব্রজবনবর্ত্তি তরুগণকে ছায়া দ্বারা আপনাদের ছত্র তুল্য নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সন্নিহিত ব্রজবালকদিগকে বলিতে লাগিলেন,—"হে স্তোককৃষ্ণ! হে অংশো! হে শ্রীদাম! হে সুবল! হে অর্জ্জুন! হে বিশাল! হে বৃষভ! হে ওজস্বিন্! হে দেবপ্রস্থ! হে বরূথপ! এই সকল বৃক্ষ কিরূপ মহাভাগ্যবান্ নিরীক্ষণ কর। ইহারা পরার্থেই জীবনধারণ করিয়াছে। কারণ, ইহারা নিজে বাত বর্ষা হিম সহ্য করিয়া আমাদের তজ্জনিত ক্লেশ নিবারণ করিতেছে।"—এইজন্যই সাধু-ব্যক্তিগণ বরং উদার বৃক্ষযোনিতে জন্মগ্রহণ প্রার্থনা করেন, তথাপি কৃপণ কর্ম্মী বিপ্রজাতিতে জন্ম প্রার্থনা করেন না। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে কটাক্ষ করিয়াই বৃক্ষগণের এইরূপ প্রশংসা করিতেছেন॥ ৭৭-৭৯॥

অহো! ইহারা কেবল বাতাদি ক্লেশই যে নিবারণ করে, তাহা নহে; ইহারা সর্ব্বার্থ সম্পাদন করে। সুতরাং ইহাদের জন্ম সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠ এবং ইহারা সকলের উপজীব্য স্বরূপ। দয়ালু ব্যক্তির নিকট যাচকের প্রার্থনা যেরূপ ব্যর্থ হয় না, সেইরূপ ইহাদের নিকট হইতেও প্রাণিগণ কখনই বিমুখ হয় না॥ ৮০॥

ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্য্যাস, ভস্ম,

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৮২ ॥
ইতি প্রবালস্তবকফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ।
তরূণাং নম্রশাখানাং মধ্যতো যমুনাং গতঃ ॥ ৮৩ ॥
তত্র গাঃ পায়য়িত্বাপঃ সুমৃষ্টাঃ শীতলাঃ শিবাঃ।
ততো নৃপ স্বয়ং গোপাঃ কামং স্বাদু পপু র্জলং ॥ ৮৪ ॥

অন্যত্র।

অয়ে বন্ধোবন্ধো শৃণু শৃণু বলস্যাদ্যচরিতং
ময়োক্তং ভাণ্ডীরে সহ সখিগণৈঃ ক্রীড়নমিতি।
ত্বয়োক্তং বৈ ভদ্রং মম মনসি জাগর্ত্তি বচনং
কুতো মত্তঃ শেতে প্রচুর মধুপানৈ র্মধুবনে ॥ ৮৫ ॥

সারাংশ ও পল্লবাদির অঙ্কুর দ্বারা সকলেরই কামনা পূর্ণ করে। দেহিদিগের পক্ষেও ধন, প্রাণ, (প্রাণ অনাদরণীয় কর্ম্ম) বুদ্ধি (সদুপায় চিন্তনাদি) ও বাক্য (উপদেশাদি) দ্বারা—সমস্তগুলি দ্বারা না পারিলেও পর পর উপাদান দ্বারা দেহিদিগের সর্ব্বদা কল্যাণ সাধনই তাহাদের জন্মধারণের সার্থকতা ॥ ৮১-৮২ ॥

এইপ্রকারে আনন্দপ্রকাশ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ, প্রবাল-পুষ্প গুচ্ছ-ফল-পুষ্পদলসমূহ দ্বারা নম্রশাখ তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়া শ্রীযমুনায় গিয়া উপনীত হইলেন। অনন্তর তথায় গোপাল সকল গাভীগণকে শ্রীযমুনার মঙ্গলকর শীতল স্বচ্ছ জলপান করাইয়া নিজেরাও সেই অতি স্বচ্ছ স্বাদু সলিল ইচ্ছামত প্রচুর পান করিলেন ॥ ৮৩-৮৪ ॥

আবার শ্রীবলদেবের ক্রীড়া সম্বন্ধে গ্রন্থান্তরে লিখিত হইয়াছে। যথা—কোন গোপবালক অন্য গোপবালককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"ওহে বন্ধো! ওহে বন্ধো! শুন শুন! অদ্য বলদেবের আচরণের কথা শুন!" ২য়, গোপবালক।—"সে কি কথা হে?" ১ম, গোপবালক।—"ভাণ্ডীর বনে সখাগণের সহিত খেলার কথাই বলিতেছি।" ২য়, বালক।—"সে কথা তো আমার মনে বেশ জাগ্‌ছে। এখন সে মাতাল কোথায়?" ২য়, বালক।—প্রচুর মধুপান করিয়া মধুবনে পড়ে আছে ॥ ৮৫ ॥

অত্রান্তরে।

গুরুতরমদভরলোলো নৃত্যতি মিষিতার্দ্ধলোচনঃ।
রামঃ দধদতিপানাসক্তঃ সব্যেকরে বারুণীকলসং ॥ ৮৬

অরে ভ্রমতি মেদিনী কিমুত লম্বতে চন্দ্রমা
ভ্রমন্তি তরবঃ কথং চলতি কুত্র মার্ত্তণ্ডজা।
স্থিরীভবত কিং ভয়ং বচ উদীর্য্য পাদদ্বয়ং
চলত্যমিত-বারুণীমদবিঘূর্ণমানো বলঃ ॥ ৮৭ ॥
দৃষ্ট্বাত্ম প্রতিবিম্বং কেরে ইতি বাদয়েত শৃঙ্গং।
তমপি পুনস্তদবস্থং পৃচ্ছতি রামঃ ক যাসীতি ॥ ৮৮ ॥

অত্রান্তরে।

ক্রীড়ায়াং দৌর্ব্বল্যং ভ্রাতঃ সত্যং বদামি মে তূর্ণং।
সলিলং খলু যমুনায়াঃ হৃত্বা বরবারুণীং দেহি ॥ ৮৯ ॥

ইহার পরে আরও লিখিত হইয়াছে।—অতিপানাসক্ত বলরাম বামকরে বারুণীর কলস ধারণ পূর্ব্বক অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে গুরুতর মদভরে চঞ্চল হইয়া নৃত্য করিতেছেন ॥ ৮৬ ॥

"আরে, ধরণী যে সরিয়া যাইতেছে, একি! চন্দ্রও যে লম্বিত হইতেছে, তরুগণও কেন ভ্রমণ করিতেছে, আবার যমুনাই বা কোথায় চলিয়াছে,—স্থির হও, স্থির হও, ভয় কি?"—এই সকল কথা বলিতে বলিতে অপরিমিত বারুণীমদপানে বিঘূর্ণমান বলদেব ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ করিতেছেন॥ ৮৭ ॥

আবার কখন নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া অন্যভ্রমে "কে রে! কে রে!" বলিয়া শৃঙ্গবাদন করেন। পুনরপি তাহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—"কোথায় যাচ্ছিস্ রে?" ॥ ৮৮ ॥

ইহার পর আরও কথিত হইয়াছে।—প্রমত্ত শ্রীবলদেব বলিতেছেন,—"ভাই রে! আমি সত্যই বলিতেছি, ক্রীড়ায় আমার বড়ই দৌর্ব্বল্য জন্মিয়াছে। তুমি যমুনার সমুদয় জল ফেলিয়া দিয়া শীঘ্র উৎকৃষ্ট বারুণীর দ্বারা পূর্ণ করিয়া দাও ॥ ৮৯ ॥

অন্যত্র।

তীরে তীরে তরণি-দুহিতু শ্চারয়ন্ ধেনুবৃন্দং
বৃন্দারণ্যে দ্রুমখগকুলপ্রীতিপর্য্যাকুলাক্ষঃ।
নানা-ক্রীড়া-তরল সুবলস্তোককৃষ্ণাদি সঙ্গি-
রঙ্গী কোঽপি স্ফুরতু হৃদয়ে প্রাণনাথঃ কিশোরঃ॥ ৯০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে বনবিহারবর্ণনং
নাম তৃতীয় প্রবন্ধঃ॥ ৩॥

অনন্তর গ্রন্থান্তরের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার প্রার্থনা করিতেছেন ;— সূর্য্যপুত্রী যমুনার তীরে তীরে যিনি ধেনুসমূহ চরাইতেছেন, বৃন্দাবনে বৃক্ষ ও পক্ষীকুলের প্রতিও যাঁহার প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি, বিবিধ ক্রীড়াচঞ্চল সুবল স্তোককৃষ্ণাদি যাঁহার সঙ্গী, সেই অনির্ব্বচনীয় রঙ্গময় প্রাণনাথ কিশোর (শ্রীকৃষ্ণ) আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন॥ ৯০॥

ইতি তৃতীয় প্রবন্ধানুবাদ।

চতুর্থঃ প্রবন্ধঃ

অথ রাসবিহারাদিঃ কথ্যতে ।

অহো স্ফুরচ্চারু-চন্দন-সৌরভং *
সুপর্ণ-পুষ্পাবলি শোভনং দ্রুমং ।
পরাগধূলি-পরিধূসরস্থলং
বৃন্দাবনং কুঞ্জ-কুটীর-মঞ্জুলং ॥ ১ ॥

অস্ত্যেব বৃন্দাবন-সন্নিকর্ষে
শীতলং নির্ম্মলং রাস-মণ্ডলং ।
রাকা লসদ্রাত্রি-সমান ভাসং
মন্দমন্দানিল-সৌরভং মুহুঃ ॥ ২ ॥

শ্রীদশমে, ঊনত্রিংশাধ্যায়ে ।

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং,
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণং ।
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং ॥ ৩ ॥

অনন্তর রাসবিহারাদি কথিত হইতেছে।—অহো! কুঞ্জ-কুটীর-শোভিত শ্রীবৃন্দাবন চারুচন্দন-সৌরভে সুরভিত, তরুরাজি সুন্দর পত্র-পুষ্পাবলি সুশোভিত এবং সকলস্থানই পুষ্পরেণু পরিধূসর ॥ ১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের সন্নিকটেই সুশীতল নির্ম্মল রাসমণ্ডল বিদ্যমান। এই শ্রীরাসমণ্ডল শারদ পূর্ণচন্দ্রমোৎফুল্লা রজনীর ন্যায় উদ্ভাসিত এবং মুহুর্মুহু সুমন্দ গন্ধবহের দ্বারা সৌরভান্বিত ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম, স্কন্ধে, রাসাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনস্থ সেই শ্রীরাসমণ্ডলে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—গগনমণ্ডলে কুমুদ-

* অহো মনোজ্ঞং ঘনসার-সৌরভমিতি পাঠান্তরম্ ।

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৪ ॥
দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥ ৫ ॥

বিকাসশীল সুধাংশু পূর্ণষোলকলায় উদ্ভাসিত হইয়া উদিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রভা, রমা অর্থাৎ লক্ষ্মীগণের মধ্যে যিনি পরালক্ষ্মী—সেই কৃষ্ণ-প্রিয়তমা শ্রীরাধার শ্রীমুখকান্তির ন্যায় পরিস্ফুরিত হইয়াছে, অপিচ সেই পূর্ণশশীকে নবকুঙ্কুমপিণ্ডবৎ অরুণবর্ণ দর্শন করিয়া কুঙ্কুমরাগ-রঞ্জিত শ্রীরাধার বদনপ্রভা, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) স্মৃতিপথারূঢ়া হইতেছে। পরন্তু সেই কোমল কিরণে সমস্ত বনস্থলী অভিরঞ্জিত হইয়াছে। এইরূপে স্থা ও কালের রতিযোগ্যতা দর্শন করিয়া অর্থাৎ উদ্দীপন ও আলম্বন বিভাব দর্শন করিয়া ক্রীড়ার উপযুক্ত সুযোগ বিবেচনা করিলেন। অনন্তর যেরূপে ভাববতী বামলোচনাদিগেরই কেবল মনোহরণ হয়, সেইপ্রকারে বেণুদ্বারা আদিরসোদ্দীপক মধুর কামবীজ (ক্লীঁ) গান করিলেন ॥ ৩ ॥

একেই তো ব্রজাঙ্গনাদিগের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায় তাঁহাদের হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতেই প্রেম বীজাঙ্কুররূপে অবস্থান করিতেছিল, তাহার উপর আবার এই প্রেমবর্দ্ধক তদীয় বেণুগান শ্রবণ করিয়া সেই গানামৃতসেকে তাহা পল্লবিত হইয়া উঠিল। সে সময় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহাদের চিত্ত এমনই আকৃষ্ট হইল যে, তাঁহাদের আর কোন বিচার-বুদ্ধি রহিল না, তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহাকেও স্ব স্ব চেষ্টা জ্ঞাপন না করিয়াই যেখানে সেই প্রিয়তম অবস্থান করিতেছেন, তথায় সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন,—সবেগে আগমন করাতে তাঁহাদের কর্ণশোভি কুণ্ডল আন্দোলিত হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

পরম মোহন বেণুগীত শ্রবণ করিয়া সেই ব্রজরামাগণ স্বজাতি-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও গমন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা গো-দোহন করাইতে ছিলেন, তাঁহারা সেই দোহনকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুৎসুকা হইয়া গমন

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চলোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥ ৬॥
তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্॥ ৭॥

শ্রীকৃষ্ণরুবাচ।

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ব্রূতাগমনকারণম্॥ ৮॥

করিতে লাগিলেন, কালবিলম্ব সহনে যেন একবারে অসমর্থা হইয়া উঠিলেন; অন্য যাঁহারা দুগ্ধ আবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহা চুল্লীর উপরই রহিয়া গেল, তাহা পাকান্তে অবতরণ করিবার আর বিলম্ব সহিল না—তাঁহারা সেই বেণুগীতাভিমুখেই চলিতে লাগিলেন॥ ৫॥

কোন কোন অঙ্গনা, অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিতেছিলেন, কেহ কেহ [illegible]র্ত্তনাদি কর্ম্ম করিতেছিলেন, কেহ কেহ নয়নে অঞ্জন দিতেছিলেন,—তাঁহারা সকলেই সেই মনোহর বেণুগীত শ্রবণে তন্ময়া হইয়া সেই সেই [illegible] দৈহিকবেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। [illegible] কাহারও অত্যন্ত আবেগবশে দেহের অবয়ব বিশেষের [illegible]হিত হওয়ায় হারমাল্যাদি ভূষণ ধারণের স্থান বিপর্য্যয় সংঘটিত হইল অর্থাৎ ব্যস্ততাপ্রযুক্ত পাদভূষণ হস্তে এবং হস্তভূষণ পদে ইত্যাদি রূপে ভূষণ ধারণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইলেন॥ ৬॥

এইরূপে ব্রজসুন্দরীগণকে নিজ সমীপে সমাগত দেখিয়া, দেশকাল-পাত্রোচিত বচনচাতুর্য্যবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর বাগ্বিলাস দ্বারা বিমোহিত করিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন॥ ৭॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে মহাভাগ্যবতী ব্রজসুন্দরীগণ! তোমাদের সুখে আগমন হইল ত? হইবে না কেন, ভাগ্যবতীদের সকল ক্রিয়াই সফলীভূতা হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি তোমাদের কি প্রিয় সাধন করিব? তাহা সরলভাবে স্পষ্ট জ্ঞাপন কর, আমি নিঃসন্দেহে তাহা করিব। আহা! মহাভাগ্যবতীদিগের প্রিয় আচরণে আমারও বিশেষ ধর্ম্ম লাভ হইবে। তোমরা সকলে যুগপৎ সসম্ভ্রমে আগমন করিতেছ দেখিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে,

ব্রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ৯ ॥
দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতং।
যমুনানিল লীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতং ॥ ১০ ॥

ব্রজে অঙ্গনা-বিষয়ক কোন উপদ্রব উপস্থিত হয় নাই ত, তাই তোমরা সকলে ভীত হইয়া পরিত্রাণের নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়া উপনীত হইয়াছ? ব্রজের কুশল ত? অহো! তোমাদের মৌনভাবাবলম্বনে বোধ হইতেছে, তথায় কোন উপদ্রব হয় নাই। ভাল, তবে তোমাদের আগমনের কারণ কি বল? ॥ ৮ ॥

গোপীদিগের পরস্পর মৃদুহাস্যযুক্ত বিস্ময়ভাব অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুর রহস্য ভঙ্গিতে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—হে সুমধ্যমা সুন্দরীগণ! তোমরা দেবতার্চ্চনের উদ্দেশে পুষ্পাদি আহরণের নিমিত্ত আগমন করিলেও অনুচিত হইয়াছে। কারণ, এই রজনী চন্দ্রিকাবহুলা হইলেও ঘোররূপা—একে রাত্রিকাল, তাহাতে এখানে ভয়ঙ্কর প্রাণী সকল ভ্রমণ করিতেছে, ভীরুস্বভাবা স্ত্রীলোকের এস্থানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব তোমরা শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাও, এস্থানে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিও না ॥৯॥*

বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লেষমণ্ডিত উপেক্ষা বাক্য শ্রবণে গোপীগণ

---

* এই শ্লোকের শ্লেষার্থে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে নিজ সন্নিধানে অবস্থান করিবার কথাই বলিতেছেন। অকার বিশ্লেষণ দ্বারা এই অর্থ স্পষ্ট প্রতীত হয়। এই রজনী অঘোররূপা—পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে জ্যোৎস্নামণ্ডিতা, অতএব অঘোরসত্ত্ব অর্থাৎ বৃন্দাবনে স্বভাবতঃ পরস্পর হিংসাভাবশূন্য ব্যাঘ্রাদি কিম্বা জ্যোৎস্নালোকে দিবস প্রায় বোধ হওয়ায় ভ্রমর কোকিলাদি এস্থানে বিচরণ করিতেছে, সুতরাং ভীত হইবার কোন কারণ নাই। অতএব ব্রজে আর ফিরিয়া যাইও না, আমার নিকটেই অবস্থান কর। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এখানে থাকাই উপযুক্ত। তবে স্ত্রীমাত্রকেই এখানে থাকিতে বলিতেছি না, সুমধ্যমা তোমরা, তোমাদেরই এস্থানে থাকা উচিত। যদ্যপি তোমরা পরমসাধ্বী, আমিও ব্রহ্মচারী। সুতরাং ব্রহ্মচারীর সহিত অবস্থানে কোন দোষ নাই। ইহাই তাৎপর্য্য।

অত্রান্তরে, শ্রীগোপ্য ঊচুঃ।

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্-
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা ॥ ১১ ॥
বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ১২ ॥

ঈষৎ প্রণয়কোপের সহিত অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কপটভাবে সহিত ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—আঃ! বুঝেছি, এই পূর্ণচন্দ্রময়ী রাত্রিতে আমার শ্রীবৃন্দাবনের শোভা সন্দর্শনের জন্যই তোমরা আগমন করিয়াছ। ঐ দেখ, কুসুমিত বন পূর্ণচন্দ্রের সুরম্য কিরণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে এবং যমুনাস্পর্শি-স্নিগ্ধ সমীরের মৃদুমন্দ সঞ্চরণে কম্পমান তরুপল্লবে সুশোভিত হইয়াছে। এখন এই অভীপ্সিত বনাদি দর্শন শেষ হইয়াছে ত? তবে আর বিলম্ব করিতেছ কেন?" গোপীদিগের ভাবোদ্দীপনের জন্যই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের এই বনশোভা প্রদর্শন ॥ ১০ ॥

অনন্তর গোপীগণ কহিলেন,—আপনি আমাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য বলিতেছেন বটে, কিন্তু কিরূপে ফিরিয়া যাইতে পারি? কারণ, আমাদিগের যে চিত্ত এতকাল সুখে গৃহ-ব্যাপারে রত ছিল, তাহা আপনি হরণ করিয়াছেন। যদিও চিত্তের অপহরণে সর্ব্বেন্দ্রিয় অপহরণই সার্থক হইয়াছে, তথাপি বিশেষতঃ যে করদ্বয় পতিশুশ্রূষণাদি গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল, তাহাও অপহৃত হইয়াছে, আর আমাদের পদদ্বয় আপনার পাদমূল হইতে একপাদও চলিতেছে না। আপনি যখন আমাদের সার সর্ব্বস্ব চিত্ত-ধন লুণ্ঠন করিয়াছেন, তখন আমরা হৃত-সর্ব্বস্বা হইয়া কিরূপে ব্রজে ফিরিয়া যাইতে পারি? এবং ব্রজে ফিরিয়া যাইয়াই বা কি করিব? অতএব আমাদের অপহৃত চিত্ত প্রত্যর্পণ করুন, আমরা ব্রজে যাইতেছি ॥ ১১॥

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত বেণুগীত
সম্মোহিতার্য্য চরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ১৩॥

তত স্তত্রান্তরে।

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ
প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।

হে সুন্দর! আপনি এরূপ বলিবেন না। আপনার অলকাবৃত শ্রীমুখ-চন্দ্র, কুণ্ডলশ্রী-শোভিত গণ্ডস্থল, দর্শনমাত্র লোভোৎপাদক সুধাস্রাবী অধরপুট, প্রফুল্ল নয়নকমল এবং অভয়প্রদ ভুজদণ্ডযুগল দর্শন করিয়া আপনার দাসী হইতেই আমাদের বাসনা হইতেছে। যদি বল, আমি তোমাদিগকে মূল্য দিয়া ক্রয় করি নাই, কিম্বা কেহ দানও করে নাই। সুতরাং কিরূপে তোমরা দাসীযোগ্যা হইতে পার? ইহার উত্তরে আমাদের ব্যক্তব্য এই যে,—ওহে ধার্ম্মিক চূড়ামণি! তুমি গোপনারীকে দাসী স্বীকার করিতেছ না, কিন্তু বৈকুণ্ঠ হইতে বলপূর্ব্বক নারায়ণের নারী শ্রীলক্ষ্মীকে আনিয়া নিজ বক্ষে বহন করিতেছ। সুতরাং চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ কোন নারীই তোমার পরিহার যোগ্যা নহে। অতএব আমাদিগকে দাসী অঙ্গীকার করুন॥ ১২॥

হে অঙ্গ! সত্য বটে, এইরূপে পাতিব্রত্য ভঙ্গ করা কুলাঙ্গনাদিগের পক্ষে নিন্দনীয়, কিন্তু এই ত্রিলোকের মধ্যে কে এমন রমণী আছে যে, আপনার কলপদায়ত বেণুগানে সম্মোহিতা হইয়া নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? অর্থাৎ ঊর্দ্ধাধোমধ্যদেশবর্ত্তি প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল চরাচরে নারী মাত্রেই পাতিব্রত্য লক্ষণ নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়া থাকে। সুতরাং ত্রিজগতের ধর্ম্মধ্বংসের নিমিত্তই বিধাতা যেন তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছে। সাধারণতঃ কামমোহিতা স্ত্রীজাতিই যে বিবশতা প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। তোমার এই ত্রৈলোক্য-সৌভগ মনোহর রূপমাধুর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া, গো মৃগ, পক্ষী ও বৃক্ষ সকলও পুলকাবলীতে পরিপূরিত হইতেছে॥ ১৩॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমসম্মিলনে সেই গোপীগণের বদন-কমল

উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতি-
র্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ ॥ ১৪ ॥
উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তী ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনং ॥ ১৫ ॥
নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকং।
জুষ্টং তত্তরলানন্দ কুমুদামোদবায়ুনা ॥ ১৬ ॥
ত্রয়োত্রিংশাধ্যায়ে।
বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং।
স প্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ১৭ ॥

উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রিয়দর্শনে তাঁহাদের অন্তঃকরণের তম অপগত হওয়ায় দিবসতা প্রাপ্তির কারণই যেন বদনকমলের প্রফুল্লতা। তারাগণ-বেষ্টিত চন্দ্র যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হন, শ্রীকৃষ্ণও সেই গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মধ্যে প্রত্যেকের সহিতই সঙ্গমে চ্যুতিরহিত হইয়া অর্থাৎ যুগপৎ প্রত্যেক গোপীকার সহিত রমণ-নিষ্ঠায় সম্মিলিত হইয়া উদার অর্থাৎ সকলেরই সুখপ্রদ বিচিত্র বৈদগ্ধ্যময় স্পর্শন, পুষ্পাদি অর্পণ ও কটাক্ষাদি রূপ চেষ্টার সহিত বিরাজমান হইলেন। সেই সময়ে তাঁহার উদার হাস্যে ও দন্তসমূহে মনোহর কুন্দকুসুমবৎ কান্তির বিকাশ হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই অনুরাগবতী শত শত বনিতামধ্যে যূথপতিতুল্য হইয়া কখন নিজে স্বরতালাদি সহকারে গান করিতে লাগিলেন, কখন বা গোপীগণ পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণনাম গান করিতে লাগিলেন। পরে বনবিহার যোগ্য পঞ্চবর্ণ পুষ্পগ্রথিতা মালাধারণ পূর্ব্বক তরঙ্গবিহারী স্নিগ্ধানন্দদায়ক ও প্রফুল্ল কমলগন্ধযুক্ত পবনসেবিত এবং কর্পূরবৎ বালুকাপূর্ণ শ্রীযমুনাপুলিনে প্রবেশ করত বৃন্দাবন-মাধুরীকে উদ্ভাসিত করিয়া গোপীগণের সহিত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

অনন্তর রাসযোগ্য বাদ্যাদি কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ বাদ্য যথা ত্রয়োত্রিংশাধ্যায়ে;—রাসমণ্ডলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারিণী সেই গোপীগণের বলয় নূপুর ও কিঙ্কিণী সমূহের শব্দ অতীব তুমুল হইয়া উঠিল ॥ ১৭

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা॥ ১৮॥
পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈ-র্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িতইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥ ১৯॥
উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ
কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ্‌গীতেনেদমাবৃতং॥ ২০॥

স্বর্ণময় মণি সকলের মধ্যবর্ত্তি ইন্দ্রনীলমণি যেমন অতিশয় শোভা পায়, সেইরূপ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও সর্ব্বশোভাসম্পন্ন হইলেও সেই রাসমণ্ডলে হেমগৌরী গোপাঙ্গনাগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের দ্বারা অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ১৮॥

পরন্তু সেই ব্রজ-স্ত্রীগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই যে কেবল শোভান্বিত হইলেন তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গোপীগণও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। সঙ্গীতের তালানুসারে পাদবিক্ষেপ বা নৃত্যভঙ্গী, কর সঞ্চালন, সহাস্য ভ্রূবিলাস, নৃত্যার্থ পরিবর্ত্তনাদি কারণে স্বাভাবিক ক্ষীণ মধ্যভাগের আভুগ্নতা, স্তনপটের অর্থাৎ স্ব স্ব উত্তরীয় বস্ত্রের বিচলন, এবং গণ্ডশোভি চঞ্চল-কুণ্ডল দ্বারা কৃষ্ণবধূ গোপীগণের বদনে স্বেদবিন্দু উদ্‌গীর্ণ হইল এবং কবরী ও রসনার গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল। তাঁহারা কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে মেঘচক্রে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। নানামূর্ত্তিতে গোপীদের সহিত বিরাজমান থাকায় শ্রীকৃষ্ণ মেঘচক্রবৎ শোভিত হইলেন। এস্থলে গোপীগণ বিদ্যুৎ, স্বেদবিন্দু—বৃষ্টিধারা এবং সঙ্গীত—মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় প্রতিভাত হইল॥ ১৯॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে প্রমুদিতা, নানারাগরঞ্জিত-কণ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রীতিই যাঁহাদের প্রিয়, সেই সকল গোপাঙ্গনা নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের সেই গানে জগদ্ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইল। অদ্যাপি জগদ্বর্ত্তিলোকে তাহাই গান করিতেছেন॥ ২০॥

কাচিৎসমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি॥ ২১॥
কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্ত কুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং।
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্ব্বিতং॥ ২২॥
নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবং॥ ২৩॥

তত্র চ।

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপল সৌরভং।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ॥ ২৪॥
গোপ্যো লব্ধ্বাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভং।
গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্য স্তং বিজহ্রিরে॥ ২৫॥

সেই নৃত্যগীত দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ হর্ষভরে "সাধু! সাধু!" বলিয়া গোপী-গণের সম্মাননা করিলে, কোন গোপী তাঁহার সঙ্গে ষড়্জাতি স্বরের আলাপ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সে স্বরালাপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরালাপের সহিত মিশ্রিত হইল না, পরন্তু বৈলক্ষণ্যই বোধ হইল॥ ২১॥

কোন গোপী নৃত্যবশতঃ চঞ্চলকুণ্ডলকান্তি মণ্ডিত স্বীয় গণ্ড নাট্য-শ্রমব্যাজে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডে সংন্যস্ত করিলেন, অমনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুখ মুখ-সম্মুখ করিয়া তাঁহার বদনে চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিলেন॥ ২২॥

যাহার নৃত্যগীত করিতে করিতে যাঁহার নূপুর ও মেখলা শব্দিত হইতেছিল, এমন কোন শ্রান্তা গোপী স্বীয় পার্শ্বস্থিত শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃসুখ স্বরূপ কর-কমল হৃদয়-তাপ নিবৃত্তির উদ্দেশে আপনার স্তনোপরি স্থাপন করিলেন॥ ২৩॥

তথায় অন্য এক গোপী আপনার স্কন্ধদেশস্থিত শ্রীকৃষ্ণের চন্দনলিপ্ত ও উৎপল পুষ্প সৌরভযুক্ত বাহু আঘ্রাণ করিয়া প্রেমবৈবশ্যে রোমাঞ্চিতা হইয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন॥ ২৪॥

যাঁহার রূপগুণাদি মাহাত্ম্যের কখনও ব্যত্যয় হয় না, সেই কমলার একান্ত বল্লভ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে অন্যান্য গোপীরা কামনাস্পদ স্বরূপে প্রাপ্ত হওয়ায়

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্ম
বক্ত্রশ্রিয়ো বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ।
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ-
স্রস্তস্রজো ভ্রমর গায়ক রাসগোষ্ঠ্যাং॥ ২৬॥

তত্র চ।

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচ পট্টিকাম্বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়মলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ॥২৭
তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা॥ ২৮॥

এবং সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাদের কণ্ঠালিঙ্গন করায় তাঁহারা প্রেমানন্দভরে তদীয় গুণগান করিতে করিতে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ২৫॥

যে রাস-সভায় ভ্রমরগণই গায়ক হইয়াছিল, তথায় কর্ণোৎপল, অলকালঙ্কৃত কপোল ও স্বেদবিন্দু-মণ্ডিত বদনশ্রী-বিশিষ্টা সেই গোপ-ললনাবৃন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বলয়, নূপুর, ও কিঙ্কিণী বাদিত্রের ন্যায় শব্দিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাদের কেশপাশ হইতে কুসুম-মালা বিস্রস্ত হইয়া পড়ায়, বোধ হইল যেন, তালমান দর্শনে সন্তুষ্টা হইয়াই কেশকলাপ শিরঃ কম্পিত করিয়া পদতলে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে॥ ২৬॥

হে কুরুরাজ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গে ব্রজসুন্দরীগণ এমনই আনন্দবিহ্বলা হইলেন যে, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ একবারে আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহাদের পরিধেয় ক্ষৌমবস্ত্র, কুণ্ডল ও বক্ষোজাবরণী উত্তরীয় শিথিল হইয়া পতিত হইলেও যথার্থরূপে পূর্ব্ববৎ ধারণে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাদের মাল্যাভরণও বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল॥ ২৭॥

অনন্তর সেই প্রেমসৌভাগ্যবতীগণ রতি-বিহারে অর্থাৎ বিবিধ বিদগ্ধ চেষ্টায় অতিশয় পরিশ্রান্তা হইলে, করুণ-স্বভাব শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে স্বীয় পরম সুখাত্মক কর-কমল দ্বারা তাঁহাদের বদন মার্জ্জনা করিয়া দিলেন॥ ২৮॥

গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্-
গণ্ডশ্রিয়া সুধিত-হাসনিরীক্ষণেন।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি
পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ ॥ ২৯ ॥

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ৩০ ॥

সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ
প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ।
বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো
রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥ ৩১ ॥

আবার যাঁহাদের গণ্ডস্থল উজ্জ্বল কনককুণ্ডল ও কুন্তলকান্তিতে এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল, সেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কর-নখর স্পর্শে অতিশয় প্রমুদিতা হইয়া অমৃতনিষ্যন্দি হাস্য ও মনোহর অবলোকন দ্বারা পুরুষ-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সমাদর করিলেন এবং রাসোৎসব সমাপ্তিসূচক মঙ্গলগীতি স্বরূপেই যেন তদীয় চারু কর্ম্মসমূহের গান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর সেতুভঙ্গ করিয়া পরিশ্রান্ত গজরাজ যেরূপ শ্রান্তি হরণার্থ হস্তিনীগণসহ জলে প্রবেশ করে, সেইরূপ প্রেমময় মধুর নরলীলাবেশে পরিশ্রান্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, লীলোদ্ধত্ব প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ লোক ও বেদ মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া পদ্মিনী নারীগণের অঙ্গসঙ্গে স্বভাবত পরমামোদ [illegible] হয়, এই অভিপ্রায়ে অগ্রে গোপীদের অঙ্গ-সঙ্গ করিলেন, তাহাতে [illegible] শুভ্র কুন্দ-কুসুমমালা মর্দ্দিতা ও গোপীদের কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিতা হইয়া [illegible] জল বিহারে আসক্তি বশতঃ সেই গোপীগণসহ যমুনার জলে [illegible]। সেই সময় গন্ধর্ব্ব তুল্য সুগায়ক ভ্রমরনিকর যেন [illegible] গান করিতে করিতে তাঁহার অনুগামী হইল ॥ ৩০ ॥

জলমধ্যে সেই পরম কৌতুকী ব্রজ-যুবতীগণ হাস্য করিতে করিতে

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিকৃতটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥ ৩২ ॥

ততঃ কর্ণামৃতে। ২১।

স্তোক স্তোক নিরুদ্ধমান মৃদুল প্রস্যন্দি মন্দস্মিতং
প্রেমোদ্ভেদ নিরর্গল প্রসৃমরপ্রব্যক্তরোমোদ্গমং।
শ্রোতু শ্রোত্র মনোহরং ব্রজবধূলীলামিথোজল্পিতং
মিথ্যাস্বাপ মুপাস্মহে ভগবতঃ ক্রীড়া-নিমীলদ্দৃশঃ ॥ ৩৩ ॥

সকল দিক হইতেই শ্রীকৃষ্ণের উপর জলসেচন করিতে লাগিলেন। এই-রূপে তাঁহারা যে কেবল তাঁহার বহির্দেশই সিক্ত করিলেন তাহা নহে, অপিতু প্রেমাবলোকন দ্বারা তাঁহার অন্তরও পরিসিক্ত করিলেন। ভগবান্ স্বয়ং আত্মা-রাম হইয়াও অথবা নিজজনগণের প্রতি অতিশয় অনুরাগ বশতঃ গজেন্দ্রের ন্যায় পরমশক্তিময়ী লীলা প্রকাশ করিয়া সেই গোপীদিগের মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিমানচারী দেবগণ হর্ষভরে কুসুমবর্ষণ ও স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

অনন্তর মদমত্ত মাতঙ্গ যেরূপ হস্তিনীগণ সহ ভ্রমণ করে, সেই শ্রীকৃষ্ণও ভ্রমর ও প্রমদাগণে পরিবৃতা হইয়া জলস্থলবর্ত্তী পুষ্পগন্ধে সুরভিপবন-সেবিত দিকৃতটবিশিষ্ট শ্রীযমুনার উপবনে পুষ্পাদি চয়ন ও নিকুঞ্জ মধ্যে শয়নাদি লীলার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এস্থলে জল-ক্রীড়ায় অঙ্গধৌত হওয়ায় সহজ মধুর অঙ্গগন্ধ প্রকাশের কারণই ভ্রমরের সমাগম বুঝিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

কেলিবিলাসান্তে কুঞ্জকুটীরের বাহিরে শ্রীরাধা সখীগণের সহিত পর-স্পর কিরূপ শ্রবণমনোহর লীলা-পরিহাস-বাক্যালাপ করেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া কপটভাবে নিদ্রাবিষ্ট হইলেন। সখীগণের নর্ম্মালাপ শ্রবণে আনন্দোদয় হেতু তাঁহার যে মৃদুমন্দ হাস্যকলা বিকশিত হইতেছে, তিনি অল্পে অল্পে তাহা নিরুদ্ধ করিতেছেন। আবার কখন বা তাঁহাদের সেই পরিহাসবাক্য শ্রবণে তাঁহার এমনই উদ্দাম প্রেমোদ্গম হইতেছে যে, তিনি সে প্রেমবেগ যত্নপূর্ব্বকও প্রতিরোধ

অন্যত্র।

নীচৈর্ন্যাসেদথ চরণয়োর্নূপুরে মূকয়ন্তী
ধৃত্বা ধৃত্বা কনকবলয়ান্যুৎক্ষিপন্তী ভুজান্তে।
মুদ্রামক্ষ্ণোশ্চকিতং চকিতং শশ্বদালোকয়ন্তী
স্মিত্বা স্মিত্বা হরতি মুরলীমঙ্কতো মাধবস্য ॥ ৩৪ ॥

কর্ণামৃতে। ২০।

কণঙ্কণিত কঙ্কণং করনিবদ্ধ পীতাম্বরং
ক্রমপ্রসৃত কুন্তলং গলিত বর্হভূষং বিভোঃ।
বপুঃ প্রকৃতি চাপলং প্রণয়িনী ভুজযন্ত্রিতং *
মম স্ফুরতু মানসে মদনকেলি-শয্যোত্থিতং ॥ ৩৫ ॥

করিতে পারিতেছেন না। তাহা প্রসারিত হইয়া তাঁহার প্রতিঅঙ্গে পুলক প্রকাশ করিতেছে। আমি সেই কপটনিদ্রাগত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা দর্শন করি, ইহাই আমার অভিলাষ ॥ ৩৩ ॥

আবার অন্যত্র কথিত হইয়াছে;—অতঃপর শ্রীরাধা স্বীয় শব্দায়মান নূপুরকে চরণের নীচে ন্যস্ত পূর্ব্বক নিঃশব্দ করিয়া, কনকবলয় সমূহকে ধরিয়া ধরিয়া ভুজপ্রান্তে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, হর্ষ-চকিত নয়নে পুনঃ-পুন আলোকন করিতে করিতে ও মৃদুহাস্য করিতে করিতে শ্রীরাধার অঙ্ক হইতে মুরলী হরণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্প-কেলি-শয্যা হইতে উত্থিত হইবামাত্র শ্রীরাধা মধুর শব্দায়মান কঙ্কণ-শোভিত করপল্লবদ্বারা প্রতিনিবৃত্ত মানসে তাঁহার পীতবসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কেলি-ক্রমে উভয়েরই কেশপাশ আলোলিত, চূড়ার ময়ূরপুচ্ছ ও বেণীর রত্নগুচ্ছ উভয়ই স্খলিত। উভয়ই স্বভাবত চঞ্চল ; শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় প্রণয়িনীর ভুজযুগল লইয়া স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করিলেন,— শ্রীরাধাও বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া শয্যায় উপবেশন করিলেন। এইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলি-শয্যোত্থান শোভা আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক ॥ ৩৫ ॥

---

* প্রণয়িনী শতাপেক্ষিতমিত্যপি পাঠঃ।

ততোঽন্যত্র।

জগদ্বিলক্ষণেক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে মদীয়কং।

কদম্বকোরকদ্বয়ং ন গোপগোপিতং কুরু॥ ৩৬॥

ইদং নিগদ্য রাধিকাং পয়োধরাধরং ধরন্।

কলিন্দনন্দিনীতটে ননন্দ নন্দনন্দনঃ॥ ৩৬॥

অত্রান্তরে, বিল্বমঙ্গলে।

ঘোষযোষিদনুগীত বৈভবং কোমলস্ফুরিত বেণুনিঃস্বনং।

সারভূত মভিরামসংপদাং ধাম তামরসলোচনং ভজে॥ ৩৮॥

তত্র চ।

শ্যামলং বিপিনকেলিলম্পটং কোমলং কমলপত্রলোচনং।

দোহদং ব্রজবিলাসিনীদৃশাং শীতলং মনসি জৃম্ভতাং মহঃ॥ ৩৯

কর্ণামৃতে। ৩।

চাতুর্য্যৈকনিদানসীমা চপলাপাঙ্গচ্ছটামস্থরং

লাবণ্যামৃত বীচি লোলিতদৃশং লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতং।*

"হে জগদ্বিচিত্রেক্ষণে! আমার কদম্ব-কোরকদ্বয়কে আর ক্ষণে ক্ষণে গোপন করিতে হইবে না।" এই বলিয়া যমুনাতটে শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পয়োধর ও অধরধারণ করিয়া হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন॥৩৬-৩৭

পুনশ্চ বিল্বমঙ্গলে উক্ত হইয়াছে ;—গোপাঙ্গনাগণ যাঁহার গুণাদি বৈভবের সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যিনি বেণুতে কোমল মধুরধ্বনি করেন, সেই সারভূত সুন্দর ঐশ্বর্য্যের ধাম স্বরূপ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করি॥ ৩৮॥

সেই ব্রজবিলাসিনীগণের নয়নোৎসব স্বরূপ ও একান্ত বাঞ্ছিত শ্রীবৃন্দাবন কেলি-লম্পট কোমল স্বভাব এবং কমলায়ত-লোচন স্নিগ্ধ শ্যামসুন্দর রূপ আমাদের মানস-পটে আবির্ভূত হউন॥ ৩৯॥

যিনি বৈদগ্ধ্যের একমাত্র নিদান ও অবধি হইয়াও শ্রীরাধার চঞ্চল অপাঙ্গ ছটায় প্রেমবৈবশ্য হেতু মুগ্ধভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা রাসে

---

* "মেঘশ্যাম কলেবরং" বা "বালং নীলমমীবয়ং" ইতি পাঠান্তরম্।

কালিন্দীপুলিনাঙ্গণ প্রণয়িনং কামাবতারাঙ্কুরং

বালং নীলমণিং বয়ং মধুরিম স্বারাজ্যমারাধ্নুমঃ ॥ ৪০ ॥

তত্র চ। ২।

অস্তি স্বস্তরুণী করাগ্রবিগলৎ কল্পপ্রসূনাপ্লুতং

বস্তুপ্রস্তুত বেণুনাদ লহরীনির্ব্বাণ নির্ব্ব্যাকুলং।

স্রস্ত স্রস্ত নিবদ্ধনীবিবিলসদ্‌গোপী সহস্রাবৃতং

হস্তন্যস্ত নতাপবর্গ মখিলোদারং কিশোরাকৃতিঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে রাসবিহার বর্ণনং

নাম চতুর্থঃ প্রবন্ধঃ ॥ ৪ ॥

নেত্রান্তঃভঙ্গী দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপনের মুখ্য কারণাবধি রূপ চঞ্চল অপাঙ্গ-ছটায় যিনি শ্রীরাধাকে স্তম্ভিতা করিতেছেন, শতকোটী গোপাঙ্গনার মধ্যে শ্রীরাধার লাবণ্যামৃত তরঙ্গের প্রতিই যাঁহার তৃষিত দৃষ্টি, যিনি বেণুধ্বনি শ্রবণে আকৃষ্টা, লক্ষ্মীগণের কটাক্ষ দ্বারা সমাদৃতা, অথবা ব্রজলক্ষ্মী গোপা-ঙ্গনাগণ কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধার কটাক্ষেই যাঁহার সমধিক আদর, এবং অনন্তকোটী বৈকুণ্ঠ মধ্যে প্রাকৃতাপ্রাকৃত যত কন্দর্পেরগণ আছেন, যিনি তাঁহাদের প্রাকট্যের অঙ্কুরস্বরূপ, সুতরাং বৃন্দাবনে এক অভিনব কন্দর্প; অতএব যিনি মহামাধুর্য্যের আলয়স্বরূপ, আমরা সেই কালিন্দী-পুলিনাঙ্গনচারী ইন্দ্রনীলমণিবৎ শ্যাম-কিশোরকে আরাধনা করি ॥ ৪০ ॥

যিনি রাসে ব্রজকিশোরীগণকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত মধুর বেণুনাদ তরঙ্গে ত্রিলোক তরঙ্গায়িত করিয়াছিলেন, যাঁহার সেই স্বর-গ্রাম মূর্চ্ছাদি সমন্বিত বেণুগান শ্রবণে সকলেই এক অপূর্ব্ব পরমানন্দে মগ্ন হইয়া নিশ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, সায়ংকালে দেবাঙ্গনাগণ পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন, এমন সময় বেণুনাদ মাধুর্য্য তাঁহাদের শ্রবণ-পথে প্রবেশ করায়, তাঁহারা ধৈর্য্যহারা হইয়া কম্পিতা হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের কর-কমল হইতে বিগলিত কল্পবৃক্ষের কুসুম স্তবকে যিনি পরিপ্লুত হইলেন, এবং বেণুনাদ শ্রবণে যে সকল গোপাঙ্গনার নীবী পুনঃ পুন খসিয়া পড়িতে লাগিল, সেই প্রবল অনুরাগবতী বিলাসিনী গোপী সহস্র দ্বারা যিনি পরিবেষ্টিত, যিনি প্রণতজনে নিজ হস্তাবলম্বন দিয়া উত্তমা গতি বা প্রেমভক্তি প্রদান করেন, সেই অখিলোদার কিশোরাকৃতি মনোহর বস্তুই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য বিরাজিত ॥ ৪১ ॥

ইতি চতুর্থ প্রবন্ধানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ প্রবন্ধঃ।

অথ রহস্যাদিকং কথ্যতে।

তালফলাশন-রহস্যং।

শ্রীভাগবতে। ১৫ অঃ।

শ্রীদামানাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা।
সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্নেদমব্রুবন্‌॥ ১॥
রামরাম মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালি-সঙ্কুলং॥ ২॥
ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ।
বিদ্যন্তেঽভুক্তপূর্ব্বাণি ফলানি সুরভীনি চ॥ ৩॥
এষ বৈ সুরভির্গন্ধোঽবিষূচীনোঽবগৃহ্যতে।
প্রযচ্ছ তানি নঃ কৃষ্ণ গন্ধলোভিত চেতসাং॥ ৪॥

অনুবাদ।

অনন্তর রহস্যাদি কথিত হইতেছে। প্রথম, তালফলভক্ষণ রহস্য।—রামকৃষ্ণের সখা শ্রীদামনামক গোপাল এবং সুবল স্তোককৃষ্ণাদি গোপবালকগণ কেবল তালফললোভে নহে, পরন্তু, প্রেমস্বভাবে প্রিয়জনের প্রতি বলিতে লাগিলেন;—"হে রাম! হে মহাবল! হে কৃষ্ণ! হে দুষ্টদমন! মথুরার পশ্চিমভাগে এবং এই গিরিগোবর্দ্ধনের অনতিদূরে ধেনুকাসুর-রক্ষিত তালতরু-সমাকীর্ণ এক সুমহৎ বন আছে। তথায় ভূরি ভূরি তালফল পতিত হইতেছে, এবং পতিত রহিয়াছে। কিন্তু অসুরের ভয়ে সেই সুরভি ফল সমূহ কেহ কখন ভোজন করিতে পারে না। সুতরাং তথায় রাশি রাশি ফল রহিয়াছে॥ ১—৩॥

সেই সকল সুরভি তালফলের গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায়, আমরাও তাহার আঘ্রাণ পাইতেছি। হে কৃষ্ণ! এই পক্কতালের সৌগন্ধে আমাদের

বাঞ্ছাস্তি মহতী রাম গম্যতাং যদি রোচতে।
এবং সুহৃদ্বচঃ শ্রুত্বা সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ৫ ॥
প্রহস্য জগ্মতু র্গোপৈর্বৃতৌ তালবনং প্রভু।
বলঃ প্রবিশ্য বাহুভ্যাং তালান্ সংপরিকম্পয়ন্ ॥
ফলানি পাতয়ামাস মত্তদ্বীপ ইবৌজসা ॥ ৬ ॥

তত্র চ।

অথ তালফলান্যাদন্ মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ।
তৃণঞ্চ পশবশ্চেরু র্হতধেনুক-কাননে ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
স্তূয়মানোঽনুগৈর্গোপৈঃ সাগ্রজোব্রজমাবিশৎ ॥ ৮ ॥
তং গোরজচ্ছুরিতকুন্তল বদ্ধবর্হ-
বন্যপ্রসূন রুচিরেক্ষণ চারুহাসং।

চিত্ত প্রলোভিত হইয়াছে, উহা আমাদিগকে প্রদান কর। হে রাম! ঐ সকল তালফলভোজনে আমাদের বহুদিন হইতে সমধিক অভিলাষ আছে; যদি অভিমত হয়, তথায় চল।” সুহৃদ্গণের এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের প্রিয়কার্য্যসাধনের নিমিত্ত রাম ও কৃষ্ণপ্রভুদ্বয় হাস্য করিতে করিতে সেই গোপবালকগণে পরিবৃত হইয়া তালবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। পরে বলদেব সেই তালবনে প্রবেশ পূর্ব্বক মদমত্ত গজরাজের ন্যায় মহাবলে বাহুযুগল দ্বারা তালবৃক্ষসমূহকে পরিকম্পিত করিয়া ফল সকলকে পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪—৬ ॥

অনন্তর বলদেব কর্ত্তৃক সেই ধেনুকাসুর নিহত হইলে, সকল মনুষ্যই নির্ভয়-চিত্তে তথায় তালফল সমূহ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ধেনু সকলও হৃষ্টচিত্তে সেই কাননে তৃণ ভোজন করিতে লাগিল। তৎপরে পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ অনুচর গোপবালকগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া অগ্রজ বলরামের সহিত ব্রজপুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭—৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পুরীপ্রবেশ সংবাদ পাইবামাত্র গোপীগণ সকলেই মিলিতা

বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরনুগীতকীর্ত্তিং
গোপ্যো দিদৃক্ষিত দৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ ॥ ৯ ॥

অথ ভোজন-রহস্যং।

শ্রীগোপা উচুঃ। ২৩ অঃ।

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তচ্ছান্তিং কর্ত্তুমর্হথঃ ॥ ১০ ॥
ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ভক্তায়া বিপ্রভার্য্যায়াঃ প্রসীদন্নিদমব্রবীৎ।
প্রয়াত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া ॥ ১১ ॥
তত্র গত্বৌদনং গোপা যাচতাস্মদ্বিসর্জ্জিতাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তো ভগবত আর্য্যস্য মম চাভিধাং ॥

হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন—গাভীগণের খুরোদ্ধূত ধূলিজালে শ্রীকৃষ্ণের কেশপাশ ধূসরিত হইয়াছে, এবং সেই কেশপাশের উপরেই ময়ূরপুচ্ছ ও বন্যকুসুমমালা আবদ্ধ রহিয়াছে; তাঁহার দৃষ্টি রুচির, হাসিও মনোহর, তিনি বেণুধ্বনি করিতেছেন এবং তাঁহার অনুচর গোপবালকগণ তাঁহার কীর্ত্তিগাথা গান করিতেছে ॥ ৯ ॥

ভোজন-রহস্য।

অনন্তর ভোজনরহস্য কথিত হইতেছে। গোপবালকেরা বলিলেন—"হে রাম! হে মহাবাহো! হে কৃষ্ণ! হে দুষ্টদমন! আমরা ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। তোমরা উভয়েই মহাবল অরিনাশের যোগ্য, সুতরাং আমাদের এই ক্ষুধারূপ অরি নাশ করা তোমাদের একান্ত আবশ্যক ॥ ১০ ॥

গোপবালকেরা এই কথা বিজ্ঞাপিত করিলে, ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চিরভক্তিমতী 'বিপ্রপত্নীগণকে অনুগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে সেই

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা গত্বা যাচন্ত তে তথা।
কৃতাঞ্জলিপুটা বিপ্রান্ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি ॥
হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ।
প্রাপ্তান্ জানীত ভদ্রং বো গোপান্নো রামচোদিতান্ ॥১২
গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং
রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ।
তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদি
শ্রদ্ধাচ বো যচ্ছত ধর্ম্মবিত্তমাঃ ॥ ১৩ ॥

গোপবালকগণের প্রতি কহিলেন,—"যথায় ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গকামনা করিয়া আঙ্গিরস নামক যজ্ঞ করিতেছেন, তোমরা সেই দেবার্চ্চনস্থানে গমন কর। আমরা উভয়েই যখন পাঠাইতেছি, তখন তোমাদের লজ্জা কি? তোমরা সেখানে গিয়া অন্ন চাহিয়া আন। এরূপ যদি আশঙ্কা কর, আমরা বৈশ্যজাতি, আমাদিগকে তাহারা অন্নদান করিবেন কেন? ইহাই যদি ঘটে, তাহা হইলে আমাদের নাম করিও, অর্থাৎ ভগবান্ আর্য্য বলরাম এবং আমার নাম করিও। কারণ, আমরা ক্ষত্রিয় জাতি, তোমাদের অপেক্ষা আর্য্য, এই ভাবিয়া কিঞ্চিৎ দান করিলেও ভাল।" ১১ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আদেশ করিলে, গোপবালকগণ যজ্ঞস্থানে গমন করিলেন এবং ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিলেন—"হে ভূদেবগণ! শ্রবণ করুন। আমরা শ্রীকৃষ্ণের আদেশেই আপনাদের নিকট আসিলাম। আপনাদের মঙ্গল হউক, আমাদিগকে বলদেবেরই প্রেরিত গোপাল বলিয়া জানিবেন ॥ ১২ ॥

এই স্থানের অনতিদূরেই রামকৃষ্ণ উভয়েই গোচারণ করিতেছেন। তাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আপনাদের অন্ন অভিলাষ করিতেছেন। যদি বলেন, তাঁহারাই যখন ক্ষুধার্ত্ত, তখন তোমরা আসিলে কেন? তদুত্তর এই—তাঁহারা গোচারণ ত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন না, কারণ, তাঁহারা ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা গোধন রক্ষা হয় না। তাঁহারা কেবল আপনাদের অন্নই যাচ্ঞা করেন,—সুতরাং, আপনারা এই সত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের

ইতি তে ভগবদ্‌যাচ্ঞাং শৃণ্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ।
ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ ॥ ১৪ ॥
দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্দ্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ১৫ ॥
তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ভগবন্তমধোক্ষজং।
মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥ ১৬ ॥
ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ।
গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ ॥ ১৭ ॥
তদুপাকর্ণ্য ভগবান প্রহস্য জগদীশ্বরঃ।
ব্যাজহার পুনর্গোপান্‌ দর্শয়ন্‌ লৌকিকীং গতিং ॥ ১৮ ॥

নিকট অন্ন লইয়া যাইতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞপ্রবর দ্বিজবৃন্দ! যদি সেই অন্নার্থিদের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা থাকে, তবে, আমাদিগকেই তাঁহাদের প্রার্থিত অন্ন প্রদান করুন ॥ ১৩ ॥

সেই ক্ষুদ্রাশয় স্বর্গকামী, ক্লেশবহুলকর্ম্মনিরত, অল্পবুদ্ধি অথচ জ্ঞানবৃদ্ধমন্য ব্রাহ্মণগণ এই প্রকার ভগবানের যাচ্ঞা শুনিয়াও শুনিল না। দেশ, কাল, চরু পুরোডাশাদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ দ্রব্য, মন্ত্র প্রয়োগ, ঋত্বিক, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ ও অপূর্ব্ব যাঁহার বিভূতি স্বরূপ, সেই সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম ভগবান্‌ অধোক্ষজ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও কৃপা পূর্ব্বক প্রত্যক্ষীভূত; তাঁহাকে "ইনি মানুষ" এইরূপ সামান্য মনুষ্য দৃষ্টি করিয়া এবং "আমরা ব্রাহ্মণ, আমরাই মহান্‌" এইরূপ দেহাভিমানে বিচার-বুদ্ধি-শূন্য হইয়া, সেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সমাদর করিলেন না। এমন কি, গোপবালকদের কথা শুনিয়া, তাঁহারা "ব্রাহ্মণভোজনের পর অন্ন দিব" কিম্বা "তোমরা গোপাল, তৎপূর্ব্বে তোমাদিগকে দিতে পারিব না"—এইরূপ হাঁ কি না, কোন কথাই বলিলেন না। গোপালগণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন এবং রামকৃষ্ণের নিকট সকল কথা বিবৃত করিলেন ॥ ১৪—১৭ ॥

তৎশ্রবণে ভগবান্‌ জগদীশ্বর উচ্চ হাস্য করিলেন, পরে লৌকিকী গতি

মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসঙ্কর্ষণ মাগতং।
দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধাঃ ময্যুষিতা ধিয়া।
গত্বা তু পত্নীশালায়াং দৃষ্ট্বাসীনাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
নত্বা দ্বিজসতীর্গোপাঃ প্রশ্রিতা ইদমব্রুবন্॥ ১৯॥
নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ।
ইতো বিদূরে চরতা কৃষ্ণেনেহেষিতা বয়ং॥ ২০॥
গা শ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ।
বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাং॥ ২১॥

প্রদর্শন করিয়া অর্থাৎ কার্য্যার্থী ব্যক্তির ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নয়, যাহারা আমার ভক্ত নয়, তাহাদের নিকট এইরূপ যাচ্ঞা করিলেই যাচককে হতাশ হইতে হয়," এইরূপ লোকস্থিতি বুঝাইয়া দিয়া গোপবালকদিগকে পুনরায় কহিলেন—"আমার ভক্তগণই পরমোত্তম, অতএব এবার তোমরা সেই ব্রাহ্মণগণের পত্নীদিগকে বল, বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিয়াছেন—অন্ন চাহিতে হইবে না, কেবল আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেই তোমাদিগকে প্রচুর অন্নপ্রদান করিবে। আমার প্রতি তাহাদের এমনই গাঢ় স্নেহ—এবং আমাতে তাহাদের চিত্ত এমনই সন্নিবিষ্ট যে, কেবল দেহ দ্বারাই তাহারা পতিগৃহে বাস করে। সুতরাং পতিগণ নিষেধ করিলেও তাহারা নিষেধ মানিবে না।" শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া গোপালগণ পত্নীশালায় গমন করিলেন, দেখিলেন, দ্বিজসতীগণ উত্তম অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া তথায় পরস্পর ভগবৎ-কথাবেশে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর গোপালগণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে এইরূপ বলিতে লাগিলেন॥ ১৮—১৯॥

"হে বিপ্রপত্নীগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করি, আমাদের কথা শুনুন্! এখান হইতে অদূরে শ্রীকৃষ্ণ বিচরণ করিতেছেন, তিনিই আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বলরাম ও গোপালগণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, অনুচরগণের সহিত তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের নিমিত্ত সরস মিষ্টান্নাদি প্রদান করুন॥ ২০—২১॥

শ্রুত্বাচ্যুত মুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ২২ ॥
চতুর্ব্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ।
নিষিধ্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুত ধৃতাশয়াঃ ॥ ২৩ ॥
যমুনোপবনেঽশোকনবপল্লবমণ্ডিতে।
বিচরন্তং বৃতং গোপৈর্দদৃশুঃ সাগ্রজং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৪ ॥
শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতু প্রবাল নটবেশ মনুব্রতাংসে।
বিন্যস্ত হস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালক কপোল মুখাব্জহাসং ॥ ২৫ ॥

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সর্ব্বদাই উৎসুকা,—কৃষ্ণ-কথাতেই যাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট, তাঁহারা "শ্রীকৃষ্ণ অতি নিকটে আসিয়াছেন" শুনিয়া অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ বহুগুণযুক্ত চর্ব্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ ভোজ্যদ্রব্য বিবিধ ভোজন-পাত্রে গ্রহণ করিয়া, নদী সকল যেমন সমুদ্রের দিকে সবেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ তাঁহারা সকলেই প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা এবং বন্ধুগণ পুনঃপুনঃ নিবারণ করিলেও তাঁহারা কোন বাধাই মানিলেন না। কারণ, বহুকাল অবধি উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা শুনিয়া তাঁহারা তাহাতে স্বস্ব চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ২২—২৩ ॥

অনন্তর সেই যজ্ঞপত্নীগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—যমুনা-তটে নবপল্লবমণ্ডিত অশোক কাননে শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সহিত গোপগণে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

তাঁহার শরীর শ্যামবর্ণ, পরিধানে সুবর্ণরসরঞ্জিত কুঞ্চিত বসন, গলে বন্য বিবিধ পুষ্পরচিত মালা, শিরে ময়ূরপাখা এবং গৈরিক ধাতু ও প্রবাল-ভূষণে

প্রায়ঃ শ্রুতঃ প্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈ
র্যস্মিন্ নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ।
অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং
প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র ॥ ২৬ ॥
তা স্তথা তক্তসর্ব্বাশাঃ প্রাপ্তা আত্মদিদৃক্ষয়া।
বিজ্ঞয়াখিল দৃগ্‌দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥ ২৭ ॥
স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিং।
যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ ॥ ২৮ ॥

তাঁহার নটোচিত সুন্দর বেশ। তিনি নিরন্তর পার্শ্ববর্ত্তী প্রিয় সখার স্কন্ধে বামহস্ত ন্যস্ত করিয়া দক্ষিণহস্তে লীলাকমল ঘূর্ণিত করিতেছেন। আরও, তাঁহার কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপোলে অলকা এবং বদনকমলে মধুর হাস্য শোভা পাইতেছে ॥ ২৫ ॥

বহুবার যে প্রিয়তমের উৎকর্ষ শ্রবণে যজ্ঞপত্নীগণ আপনাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে কৃতার্থীভূত করিয়া এতকাল তাঁহাতেই চিত্ত নিমগ্ন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহারা নেত্রদ্বারে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অন্তঃকরণকমলতলে প্রবেশ করাইয়া স্বচ্ছন্দে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং অহংবৃত্ত যোগিগণ যেরূপ সুষুপ্তির সাক্ষী স্বরূপ প্রাজ্ঞ অর্থাৎ চৈতন্যকে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বতাপ পরিত্যাগ করেন অথবা ভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণ যেরূপ প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরম ভগবতজনকে দর্শনালিঙ্গন করিয়া সর্ব্বসন্তাপ বিনাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহারাও তদঙ্গস্পর্শাভাবজনিত ক্লেশের শান্তি করিলেন ॥ ২৬ ॥

যিনি অখিলদ্রষ্টা ও সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষী, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যদিও এই সকল অবলা আপনারই দর্শন অভিলাষে অখিল কামনা পরি[illegible] করিয়া আসিয়াছেন, ইহা অবগত হইলেন, তথাপি হাস্য করিতে ক[illegible] তাঁহাদের প্রতি এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেও রাসাভিসারিণী গোপীদের ন্যায় মহাপ্রেমবতী দর্শন করিয়া তদ্গতচিত্তভাবে কহিলেন—"হে ভাগ্যব[illegible] তোমাদের আ[illegible]ন কুশল ত? আমাকে কি করিতে হইবে আদেশ ক[illegible] [illegible]দও [illegible]ত্যুপকার

মধ্যদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা ॥ ২৯ ॥
প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্ম দারাপত্য ধনাদয়ঃ।
যৎ সম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোন্নু পরঃপ্রিয়ঃ ॥ ৩০ ॥
তদ্‌যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভি র্গৃহমেধিনঃ ॥ ৩১ ॥

পত্ন্য ঊচুঃ।

মৈবং বিভোহর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলং।

সাধনে আমার তাদৃশ সামর্থ্য নাই, তথাপি করিব। তোমরা কোন প্রতিবন্ধক না মানিয়া, আমাদের দর্শনাভিলাষে উপনীত হইয়াছ, ইহা তোমাদের উচিত বটে, অতএব ক্ষণকাল এস্থানে বিশ্রাম কর ।। ২৮ ।।

কেবল তোমরাই যে আমাতে এরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিতেছ, তাহা নহে, যাহারা স্বার্থসাধক চতুর, তাহারা যেরূপ দেহাপত্যাদিতে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে, অথবা আত্মদর্শী বিবেকীগণ যেরূপ পরমাত্মায় ভক্তিস্থাপন করেন, সেইরূপ অন্য বহুব্যক্তিও আমাতে সাক্ষাৎ ফলাভি সন্ধানরহিতা প্রীতিব্যবধায়ক জ্ঞানকর্ম্মাদি বস্বন্তর-শূন্যা অবিচ্ছিন্না ভক্তি করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

যে পরমাত্মার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ, জীবাত্মা, পত্নী, পুত্র, জ্ঞাতি ও ধনাদি অতীব প্রিয় বোধ হইয়া থাকে, তদপেক্ষা প্রিয়তমা আর কে হইতে পারে ? ॥ ৩০ ॥

অতএব তোমরা এক্ষণে যজ্ঞস্থানে গমন কর। যদি বল, আপনিই তো সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান পরমাত্মা, আপনাকে ত্যাগ করিয়া কিজন্য গৃহে গমন করিব ?"—ইহার সম্বন্ধে আমার বাক্তব্য এই যে, তোমাদের পতি বিপ্রগণ যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা তোমাদের ব্যতিরেকে অর্থাৎ গার্হস্থ্যাভাবে সম্পন্ন হইবে না; ঐ সকল যজ্ঞাদি কর্ম্ম বেদরূপে আমারই

প্রাপ্তা বয়ং তুলসীদাম পদাবসৃষ্টং
কেশৈর্নিবোঢ়ু মতিলঙ্ঘ্য সমস্ত বন্ধূন্ ॥ ৩২ ॥
গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা
ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ভবৎ প্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
নান্যা ভবেদ্গতি ররিন্দম তদ্বিধেহি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে ॥ ৩৪ ॥

কথিত; সুতরাং আমারই কার্য্যানুরোধে তোমরা তথায় গমন কর; বিপ্রগণ তোমাদের দ্বারা গৃহমেধী হইয়া স্ব স্ব সত্র সমাপন করিবেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া বিপ্রপত্নীগণ বলিলেন,—"হে বিভো! হে বহিরন্তর্ব্যাপক! আপনি আমাদের বাহ্য ও অন্তর সকলই অবগত আছেন। আমাদের প্রতি এরূপ নৃশংসের মত বাক্য প্রয়োগ করা কদাচ উচিত হয় না, যে হেতু, আপনিই তো বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।"—অতএব আপনার এই নিজ বাক্য সত্য করুন। আমরা সমুদায় বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণকমলের উৎসৃষ্ট তুলসীদাম অতীব সম্মানসহ দাসীভাবে মস্তকে ধারণ করিবার অভিপ্রায়েই তোমার পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, প্রেয়সীভাবে নহে ॥ ৩২ ॥

যদি বলেন, আমার আজ্ঞায় তোমাদের অকার্য্য সাধনও কর্ত্তব্য? অতএব তোমরা আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া তথায় ফিরিয়া যাইতে স্বীকার করিতেছ না কেন?" তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অন্য প্রতিবেশী ত দূরের কথা, আমাদের পতি, পুত্র, ভ্রাতৃবন্ধু সুহৃদ্, এমন কি, পিতা মাতা পর্য্যন্তও আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। হে অরিন্দম! আপনার প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ পাপাদি বা কামাদি অরি আপনিই কৃপা করিয়া দমন করুন। আপনার চরণাগ্রে পতিত হইলাম এবং অনন্যগতি ভাবিয়া আপনারই শরণ গ্রহণ করিলাম, অতএব দাস্যই বিধান করুন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"তোমাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রাদি কেহই

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥ ৩৫ ॥
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্তা দ্বিজপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ।
তে চানসূয়বস্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্ ॥৩৭॥
ভগবানপি গোবিন্দা স্তেনৈবান্নেন গোপকান্।
চতুর্ব্বিধে নাশয়িত্বা স্বয়ঞ্চ বুভুজে প্রভুঃ ॥ ৩৮ ॥
বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গ বেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ অশন কবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।

তোমাদের প্রতি দোষারোপ করিবেন না, আমার অনুজ্ঞাপ্রভাবে লোক সকলও কিছু বলিবে না। পরন্তু সেই যজ্ঞকর্ম্মে বিপ্রগণ দ্বারা যে সকল দেবতা প্রত্যক্ষীকৃতা হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও এ বিষয়ে অনুমতি করিবেন ॥ ৩৪ ॥

কেবল অঙ্গ-সঙ্গ মনুষ্যের সুখ বা অনুরাগ বৃদ্ধির কারণ নহে, অতএব আমাতে চিত্ত সন্নিবেশ কর, অচিরে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫ ॥

আমার জন্য বিরহোৎকণ্ঠাই প্রবল অনুরাগবর্দ্ধক; সুতরাং শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান বা অনুকীর্ত্তনে আমাতে যেরূপ ভাবোদয় হয়, নিকটে থাকিলে সেরূপ হয় না, অতএব তোমরা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কর ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর সেই সকল দ্বিজপত্নী পুনরায় যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। বিপ্রগণ তাঁহাদের প্রতি অসূয়া প্রকাশ না করিয়া সেই স্ত্রীগণের সহিত যজ্ঞীয় কর্ম্ম সমাধা করিলেন ॥ ৩৭ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের আনিত চতুর্ব্বিধ অন্ন গোপবালকগণকে পরিবেষণ করিয়া অবশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

বালসুলভ-কেলিকুশল শ্রীকৃষ্ণ জঠর ও পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে বেণু এবং কক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্রধারণ পূর্ব্বক বাম হস্তে ভোজন গ্রাস এবং

তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্ম্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গেলোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্বালকেলিঃ ॥ ৩৯ ॥

বস্ত্রহরণলীলা।

উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ।
কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহং ॥ ৪০ ॥
নদ্যাং কদাচিদাগত্য তীরে নিঃক্ষিপ্য পূর্ব্ববৎ।
বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ সলিলে মুদা ॥ ৪১ ॥
ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র গত স্তৎ কর্ম্মসিদ্ধয়ে ॥ ৪২ ॥
তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ ॥ ৪৩ ॥

অঙ্গুলিতে সেই ফল সমূহ লইয়া নিজ সুহৃদগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া হাস্য পরিহাস সহিত ভোজন করিতেছেন এবং স্বর্গলোকে যজ্ঞভুক্ দেবতার প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর বস্ত্রহরণ লীলা কথিত হইতেছে।—গোপীগণ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্ববর্গের পরস্পর নামোচ্চারণ করিয়া আহ্বান করেন এবং পরস্পর হস্তধারণ করতঃ শ্রীযমুনায় স্নান করিতে গমন করেন,—যাইতে যাইতে পথে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে থাকেন। এইরূপে একদা পূর্ণিমার দিবস শ্রীযমুনাতীরে উপনীত হইয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্বদিনের ন্যায় তীরে বসন স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে হর্ষভরে জলকেলি আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০-৪১ ॥

সিদ্ধসর্ব্বজ্ঞ যোগেশ্বরদিগের আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাঁহাদের সেই কর্ম্মের ফলদানের নিমিত্ত দাম, সুদাম, বসুদাম ও কিঙ্কিণি এই বয়স্য চতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া তথায় আগমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

অতঃপর তাঁহাদের বসনগুলি লইয়া সত্বর কদম্বতরুতে আরোহণ করিলেন এবং হাস্যকারী গোপবালকগণের সহিত হাসিতে হাসিতে পরি

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাং।
সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম যদ্‌যূযং ব্রতকর্ষিতাঃ॥ ৪৪॥
তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতং দৃষ্ট্বা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন্॥ ৪৫॥
মানয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বাস্তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ং।
জানীমোঽঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥ ৪৬
শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবামঃ তবোদিতং।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নো চেদ্রাজ্ঞে ব্রুবাম হে॥ ৪৭

হাস পূর্ব্বক কহিলেন,—"অয়ি অবলাগণ! তোমরা সত্বর এখানে আসিয়া ইচ্ছামত স্ব স্ব বস্ত্র গ্রহণ কর; দুই একজন আসিলে চলিবে না, সকলকেই আসিতে হইবে। যদি বল,—"তোমার কথায় প্রত্যয় নাই"—সেজন্য আমি সত্যই বলিতেছি, পরিহাস করিতেছি না, যে হেতু তোমরা ব্রতশ্রান্তা॥ ৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পরিহাসোক্তি অবগত হইয়া গোপীগণ আরও অধিক প্রেমরসে পরিপ্লুত হইলেন এবং সেই শীতল জলে আকণ্ঠ নিমগ্না হইয়া শীত ও লজ্জাবশতঃ কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"ওহে কৃষ্ণ! তুমি নন্দগোপের পুত্র, আমরাও গোপকন্যা, আমাদের প্রতি এতাদৃশ অন্যায্য ব্যবহার তোমার পক্ষে যোগ্য নহে। আমরা জানি, তুমি আমাদের প্রিয়, সুতরাং আমাদের প্রতি এরূপ অপ্রিয় আচরণ সঙ্গত নহে। আরও তুমি ব্রজমধ্যে শ্লাঘ্য বলিয়াই জানি, অতএব এরূপ নিন্দিত কর্ম্মাচরণ তোমার পক্ষে নিতান্ত অযুক্ত। এই দেখ, আমরা শীতে কম্পিতা হইতেছি, আমাদের বস্ত্রগুলি প্রদান কর॥ ৪৫-৪৬॥

হে শ্যামসুন্দর! তুমি ব্রজের যুবরাজ, আমরা তোমার প্রজা—দাসী স্বরূপা, তুমি যেমন বলিবে, আমরা সেইরূপই করিতে বাধ্য। কিন্তু নগ্ন স্ত্রী দর্শনে বা পরস্বহরণে তোমার যে অধর্ম্ম হইবে? অতএব আমাদের বসন প্রদান কর, যদি একান্ত না দাও, নন্দরাজকে বা কংসকে বলিয়া দিব॥ ৪৭॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ॥
নোচেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি॥ ৪৮॥
যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনং।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্ন্যপনুত্তয়েঽংহসঃ
কৃত্বা নমোঽধোবসনং প্রগৃহ্যতাং॥ ৪৯॥
ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজবালা মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিং।
তৎ পূর্ত্তিকামাস্তদশেষকর্ম্মণাং
সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ॥ ৫০॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে অবলাগণ! তোমরা যদি সত্যই আমার দাসী হইয়া থাক এবং এইজন্যই শৃঙ্গারময় মৃদুহাস্য করিতেছ, তাহা হইলে আমি যাহা বলিতেছি তাহাই কর, তোমরা এখানে উঠিয়া আসিয়া আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ কর, নচেৎ আমি কখনই দিব না। নন্দ-রাজাকে বলিয়া দিলেও তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবেন? ॥ ৪৮॥

দেশাচার অনুসারে বিবস্ত্রা হইয়া স্নান বালিকাগণের পক্ষে দোষাবহ না হইলেও, তোমরা যখন ব্রতপরায়ণা হইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলে অবগাহন করিয়াছ, তখন জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট তোমাদের অবজ্ঞা-জনিত অপরাধ হইয়াছে। সেই অপরাধ নিবৃত্তির জন্য তোমরা উভয় হস্তে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া অগ্রে মস্তকে প্রণাম কর, এক হস্তে প্রণাম নিষিদ্ধ, তাহাতে প্রত্যবায় আছে এবং মস্তক ভিন্ন অন্যত্র অঞ্জলিবন্ধন করিয়া প্রণামও সুষ্ঠু নহে। অতএব অগ্রে আপন আপন মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া প্রণাম কর, পরে আমার নিকট কেবল পরিধান বস্ত্র গ্রহণ কর। স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্র পুরুষের প্রয়োজন হয় না, এইজন্যই উহা প্রত্যর্পণ করিব, কিন্তু উত্তরীয় পাইবে না, উহাতে আমার নিজের উত্তরীয় করিব॥ ৪৯॥

শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপে বিবস্ত্রা হইয়া অবগাহন দোষাবহ বলিয়া বর্ণনা

তা স্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণ স্তেন তোষিতঃ ॥ ৫১ ॥
পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ।
গৃহীতচিত্তা নো চেলু স্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ ॥ ৫২ ॥

অথ দানরহস্যং।

উভয়োরিঙ্গিত শ্চাস্তি দিবারসবিনোদনে।
অতঃ কৃষ্ণো বনে দানী রাধা গব্যপ্রসারিণী ॥ ৫৩ ॥
গব্য প্রসার মাদায় সখিভিঃ সহ রাধিকা।
বৃন্দাবনপথে নেতি মথুরাগমনচ্ছলাৎ ॥ ৫৪ ॥

করিলে, ব্রজাঙ্গনাগণ বাস্তবিকই স্ব স্ব ব্রত ভঙ্গ হইল মনে করিলেন, এবং সেই ব্রতের পূর্ণতা কামনা করিয়া সেই অশেষ কর্ম্মের সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ ভগবান হরিকে প্রণাম করিলেন। যে হেতু, সেই ভগবান্ অচ্যুত হইতেই সর্ব্বাপরাধের শান্তি হয় ॥ ৫০ ॥

অনন্তর গোপাঙ্গনাগণকে তদ্রূপে প্রণতা দেখিয়া এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব রাগজ পরমার্ত্তিময় দশাবিশেষের দ্বারা লব্ধ মনোরথ হইয়া পরমকারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পরিধানীয় ও উত্তরীয় সকল বসনই প্রদান করিলেন ॥ ৫১ ॥

অতঃপর ব্রজাঙ্গনাগণ স্ব স্ব বসন পরিধান করিয়া প্রিয়সঙ্গমে অত্যধিক আসক্তা হইয়া পড়িলেন। বস্ত্রহরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের চিত্ত অপহৃত হওয়ায়, তাঁহারা সেস্থান হইতে আর যাইতে সমর্থা হইলেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রীড়াবিনম্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন ॥ ৫২ ॥

অথ দানলীলা।

দিবাভাগে লীলারস-বিনোদনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়েরই ইঙ্গিত আছে; এইজন্যই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ দানী এবং শ্রীরাধা গব্য-প্রসারিণী। তাই আজ শ্রীরাধা সখিগণের সহিত দুগ্ধ ঘৃতাদির পসরা লইয়া বিক্রয়ার্থ মথুরাগমনের ছলে শ্রীবৃন্দাবনের পথে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৩ ৫৪ ॥

সা চ ;

লসৎকনকদীধিতি র্ঘনবদম্বরং বিভ্রতী
সুধামধুরভাষিণী রুচিরহাসচন্দ্রাননা।
প্রমোদভরভঙ্গুরেক্ষণ তরঙ্গলীলাময়ী
ব্রজত্যতি সুবেশিনী বিবিধভঙ্গিনী রাধিকা ॥৫৫॥
বিলোক্য রাধা পথিকৃষ্ণচন্দ্রং
কলিন্দকন্যাতটনীপমূলে।
নিক্কাণয়ন্তং মুরলীং ঘনাভং
পীতাম্বরং কিঞ্চিদুবাচ বৃন্দাং ॥ ৫৬ ॥
ত্বমিতি ন পশ্যসি বৃন্দেমূর্ত্তো ঘনইব কদম্বতরুমূলে।
শব্দং কুরুতে মধুরং বংশীরববচ্ছ্রুতং কিমহো ॥ ৫৭ ॥
বৃন্দা। রাধে ন ভবতি স ঘনো দৃষ্ট্বা যুষ্মান্ কদম্বতরুমূলে।
বৃন্দাকানন দেবঃ সম্প্রতি দানচ্ছলাদুপৈতি ॥ ৫৮ ॥
রাধা। মম কিং তেন তু বৃন্দে ভবতু স দানী কিমস্তি নো বস্তু
রাজোপায়ণ গব্যং নীত্বা যামো বিরোধং ক ইহ ॥ ৫৯ ॥

নির্ম্মল কনককান্তি অতি সুবেশিনী শ্রীরাধিকা নবজলদসন্নিভ নীলাম্বর পরিধান করিয়া বিবিধ ভঙ্গীর সহিত গমন করিতেছেন। তিনি একে সুধামধুরভাষিণী, তাহাতে তাঁহার চন্দ্রবদন মনোহর হাস্য-বিমণ্ডিত। অত্যধিক হর্ষভরে তাঁহার কুটিলদৃষ্টি তরঙ্গলীলাময়ী হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

পথিমধ্যে শ্রীরাধা শ্রীযমুনাতটবর্ত্তী কদম্বতরুমূলে নবনীরদ-কান্তি পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে বংশী বাজাইতে দেখিয়া বৃন্দাদেবীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

"বৃন্দে! তুমি কি উহা দেখিতেছ না? কদম্বতরুমূলে মূর্ত্তিমান মেঘের ন্যায় শব্দ করিতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! উহা মধুর বংশীরবের ন্যায় শুনা যাইতেছে ॥ ৫৭ ॥

বৃন্দা। রাধে! উহা মেঘ নয়, বৃন্দাবন-দেব তোমাদিগকে দেখিয়া সম্প্রতি কদম্বতরুমূলে দানচ্ছলে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

রাধা। বৃন্দে! তাহাতে আমার কি? হউক না সে দানী?

অথাকস্মাৎ কৃষ্ণচন্দ্রঃ প্রাহ প্রহসিতাননঃ।
শীঘ্র মাগম্যতাং রাধে প্রসারঞ্চাপি দর্শয় ॥ ৬০ ॥

রাধা। দধি দুগ্ধং ঘৃতং তক্রং নবনীতঞ্চ নঃ খলু।
এভিঃ প্রসারঃ কস্তস্মিং স্তবদায়ো নিগদ্যতাং ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণঃ। রাধে কিং ন শ্রুতং তৎপরিজনবদনে পট্টকং যৎকৃতং বৈ,
বস্ত্রালঙ্কার-বেশে দধি পয়সি ঘৃতে তক্র-হৈয়ঙ্গবীনে।
হাস্যে লাস্যে কটাক্ষে কচ-কুচযুগলে বাহু-লৌল্যে নিতম্বে
হুঙ্কারে চারুবর্ণে মৃদুতর গমনে দেহি দানং সমগ্রং ॥৬২॥

রাধা। অয়ি শৃণু বৃন্দে! সম্প্রতি যৌবনমদ-ভারগর্ব্বিতঃ কৃষ্ণঃ
লোকভয়ং ধর্ম্মভয়ং রাজভয়ং ন মন্যতে কি মিতি?
পুনঃ কৃষ্ণং প্রতি প্রাহ।
ইহ কৃষ্ণ ত্বমিদানীং দানী কিন্তু তরোস্তলে নিবস।
বিগণয়ন্ যমুনা-লহরী মন্যস্মিন্ পথি গমিষ্যামঃ ॥৬৩॥

আমাদের কি এমন বস্ত আছে? আমরা রাজার যজ্ঞীয় ঘৃত দুগ্ধাদি লইয়া যাইতেছি, ইহাতে আর বিরোধ কি? ৫৯ ॥

অনন্তর তথায় কৃষ্ণচন্দ্র অকস্মাৎ উপনীত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, রাধে! শীঘ্র আসিয়া পসরা দেখাও?" ৬০ ॥

রাধা। অমাদের দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তক্র ও নবনীতের পসরা, তাহাতে তোমার দায় কি বল? ৬১ ॥

কৃষ্ণ। রাধে, তোমার পরিজনগণের মুখে আমার দানপট্টের কথা শুন নাই কি? বস্ত্র অলঙ্কারাদি বেশে, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তক্র ও হৈয়ঙ্গবীনে (সদ্যঃ নবনীতজাত ঘৃতে) এবং হাস্যে, লাস্যে, কটাক্ষে, কুন্তলে, কুচযুগলে, বাহুর দোলনে, নিতম্বে, সম্মতিসূচক হুঙ্কারে, চারুবর্ণে ও মৃদুমন্দগমনে তুমি সমগ্র দান প্রদান কর ॥ ৬২ ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! শুন। সম্প্রতি কৃষ্ণ যৌবনমদভারে গর্ব্বিত হইয়া লোকভয়, ধর্ম্মভয়, রাজভয়ও যে মানে না, এ কি! পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের

কৃষ্ণঃ। সুত্রামা গগনে দানী পাতালে মম বাসকীঃ।
সর্ব্বদিক্ষু চ দিক্‌পালাঃ রাধে বৃন্দাবনে স্বয়ং ॥ ৬৪ ॥

রাধা। বৃন্দে নিষেধবচনং বদ কৃষ্ণচন্দ্রং
দান প্রসঙ্গ মনৃতং ন বদেৎ কদাপি।
রাজা যদস্তি নিকটে স চ দুর্নিবারঃ
পশ্যেদসৌ ন পরিণাম মিদং ন ভদ্রং ॥ ৬৫ ॥

কৃষ্ণঃ। কিং বহু বচসা কার্য্যং মথুরাগমনং কুতঃ।
সমুচিতং দানং দত্বা রাজ্ঞাং কথয়তে গৌরি ॥ ৬৬ ॥

রাধা। বৃদ্ধঃ কৃষ্ণ তবেদং নন্দ স্তব পোষণং ন কুর্য্যাৎ কিং।
জীবসি দানং নীত্বা নাস্ত্যপরো জীবনোপায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণঃ। পুনর্ব্বদামি তে প্রীত্যা শৃণু রাধে নিতম্বিনি।
বচসা বচনে দানং ন ত্যজামি সুনিশ্চিতং ॥ ৬৮ ॥

প্রতি কহিলেন, ওহে কৃষ্ণ! এস্থানে তুমি ইদানীং দানী হইয়াছ, বেশ, তরু-তলায় বসিয়া যমুনার লহরী গণিতে থাক, আমরা না হয় অন্যপথেই গমন করিব ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণ। হে রাধে! গগনে ইন্দ্র, পাতালে বাসুকী এবং সকল দিকের দিক্‌-পালগণই আমার দানী, আর এই বৃন্দাবনে আমি স্বয়ং দানী ॥ ৬৪ ॥

রাধা। বৃন্দে! কৃষ্ণচন্দ্রকে নিষেধ কর, যেন কদাপি আর এরূপ মিথ্যা দানের কথা না বলেন। যে হেতু, রাজা অতি দুরন্ত, তাহাতে তিনি নিকটেই আছেন, যদি এই অন্যায় আচরণ একবার দেখেন, তাহা হইলে পরিণাম ভাল হইবে না ॥ ৬৫ ॥

কৃষ্ণ। গৌরি! বহুবাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি? এখন উচিত মত দান দাও, পরে মথুরায় গিয়া রাজাকে বলিও ॥ ৬৬ ॥

রাধা। কৃষ্ণ হে! তোমার পিতা নন্দরাজ কি এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন? তোমার ভরণপোষণ চালাইতে পারিতেছেন না? তাই এইরূপ দান লইয়া জীবনধারণ করিতেছ? আর বুঝি অন্য জীবনোপায় নাই? ॥ ৬৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। হে রাধে! হে নিতম্বিনি! তোমাকে পুনরায় বলিতেছি, তুমি

রাধা। দধিদুগ্ধং খলু রাজ্ঞে নীত্বা মথুরাং বয়ন্তু গচ্ছামঃ।
কৃষ্ণ ত্বমিহ বিরোধী পুনরপি গেহং গমিষ্যামি ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণঃ। দানং মদীয়ং দত্বাত্র সখিভিঃ সহ রাধিকে।
গেহং বা মথুরাং বাপি ননু গচ্ছ যথাসুখং ॥ ৭০ ॥

রাধা। সংবাদ কথ্যতাং তূর্ণং বৃন্দে ঘোষগৃহে ত্বয়া।
রাধা পপাত কৃষ্ণস্য বেষ্টনে নির্জ্জনে বনে ॥ ৭১ ॥

বৃন্দা। শৃণু রাধে কিন্তুয়ং দ্বৌ বা চতুরো বটান্দানম্
অদ্য হি দত্বা যামঃ, পশ্চাদ্ যুক্তে কথা চাস্তি।
ইত্যুক্ত্বা রাধিকাং বৃন্দা কৃষ্ণং প্রাহ শুচিস্মিতা।
দধি তক্রে যথা দানং দত্বা যাস্যতি সুন্দরী ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণঃ। রাধে বদাম্যহং চৈতদুষিত্বা নিকটে মম।
বৃন্দা মধ্যস্থরূপাস্তি দানলেখাং স্বয়ং কুরু ॥ ৭৩ ॥
শৃণু রাধে ননু কার্য্যং প্রীত্যাভদ্রং হঠেনস্যাৎ।
বিবদসি যৌবনগর্ব্বাদ্ যৎকিঞ্চিন্ন ভদ্রং তে ॥ ৭৪ ॥

মনোযোগ দিয়া শুন, কথার উপর কথায় যে দান, নিশ্চয় বলিতেছি, আমি তাহাও ছাড়িব না ॥ ৬৮ ॥

রাধা। আমরা রাজার নিমিত্ত দধি দুগ্ধ লইয়া মথুরায় যাইতেছি, অহো কৃষ্ণ! তুমি যখন ইহাতে বিরোধী হইলে, তখন পুনরায় গৃহেই গমন করিব ॥৬৯॥

কৃষ্ণ। হে রাধিকে! এক্ষণে আমার দান দিয়া সখিগণের সহিত গৃহে বা মথুরায় যেখানে ইচ্ছা গমন কর ॥ ৭০ ॥

রাধা। (বৃন্দার প্রতি) বৃন্দে! তুমি ত্বরায় ঘোষ-গৃহে গমন করিয়া এই সংবাদ প্রদান কর যে, রাধা নির্জ্জনবনে কৃষ্ণের ঘেরায় পড়িয়াছে ॥ ৭১ ॥

বৃন্দা। শুন রাধে! ভয় কি? অদ্য দুই চারি কড়া কড়ি দান দিয়া যাইব, পরে যুক্তিমতে যাহা হয় করা যাইবে। শ্রীরাধাকে এই কথা বলিয়া বৃন্দা প্রেমভরে হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন— "এখন এই সুন্দরী দধি ও তক্রে যে দান তাহাই দিয়া যাইতেছেন ॥" ৭২ ॥

কৃষ্ণ। বেশ, আমি বলিতেছি, হে রাধে! বৃন্দা মধ্যস্থা থাকুন, তুমি

দানং কাঞ্চন-লক্ষমেব বসনে হারে তথা কুণ্ডলে
সীন্দূরে যুগলক্ষমেব কবরীভারে তথা কজ্জলে।
পঞ্চাশন্নবযৌবনে দধিপয়োভাণ্ডে পুরাণৈককং
দত্ত্বৈতানি সখীজনৈ র্ব্রজ সমং রাধে বিলম্বেন কিং॥৭৫

রাধা। জানামি হে চপলকৃষ্ণ তবাধিকারং
বাক্‌চাতুরী তব সদা যমুনানিকুঞ্জে।
এবং বচো যদি কদাপি শৃণোতি রাজা,
শাস্তিং করিষ্যতি পুনর্ব্বদনো কিলৈতৎ॥ ৭৬॥

কৃষ্ণঃ। ইতি রাধে ন জানাসি রাজ্ঞো নৈব বিভেম্যহং।
রত্তিদানং হি মে দত্ত্বা পশ্চাদ্রাজ্ঞে নিবেদ্যতাং॥ ৭৭॥

আমার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বয়ং দানের হিসাব কর। শুন রাধে! প্রীতির সহিত কার্য্য কর ভালই, নতুবা হঠকারিতার ফল অভদ্রই হয়। সুতরাং যৌবনমদগর্ব্বে যদি আমার সহিত বিবাদ কর, তাহা হইলে তোমার পক্ষে কিঞ্চিৎও ভাল হইবে না॥ ৭৩-৭৪॥

বস্ত্র, হার ও কুণ্ডল প্রত্যেকের দান লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, সিন্দূর, কবরী ও কজ্জলে প্রত্যেকের দান দুই লক্ষ, আর তোমার নবযৌবনের দান পঞ্চাশ লক্ষ এবং দধি-দুগ্ধ-ভাণ্ডের প্রত্যেকের দান আঠার লক্ষ। হে রাধে! হিসাব করিয়া এই সকল দান দিয়া সখীগণের সহিত গমন কর, তাহাতে আর বিলম্ব কি॥ ৭৫॥

রাধা। ওহে চপল কৃষ্ণ! আমি তোমার অধিকার জানি, যমুনা-নিকুঞ্জেই তোমার সর্ব্বদা ত বাক্‌চাতুরী আছে। এরূপ কথা যদি কখন রাজা শুনেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্য তোমার শাস্তি করিবেন, তখন এমন কথা তোমার মুখে আর বাহির হইবে কি? ॥ ৭৬॥

কৃষ্ণ। রাধে! তুমি কি জান না, আমি রাজাকেও ভয় করি না। এক্ষণে অগ্রে আমার প্রাপ্য দান দিয়া পরে রাজাকে নিবেদন করিও॥ ৭৭॥

রাধা। গেহাদাগচ্ছন্তীং বহিরপি রাধাং চকার মাং শ্বশ্রুঃ।
তৎ ফলিতং খলু বৃন্দে বিলঙ্ঘিতং যদ্‌গুরোর্বচনং ॥
হে কৃষ্ণ ত্বং সম্প্রতি মথুরা গন্তুং বিধেহি মে বাক্যাৎ,
পুনরপ্যাগমন সময়ে যদ্দানং তৎ প্রদাস্যামি ॥ ৭৮ ॥

কৃষ্ণঃ। রাধে! তে নবনীত কোমলতনু রৌদ্রপ্রতাপো মহান্,
সন্তপ্তা ধরণী ততো মধুপুরী দূরং কথং যাস্যসি ?
কালিন্দীতটিনী-মরুত-সুললিতশ্ছায়াতরোঃ কিন্ত্বিতি
স্থানাত্ত্বং গমনোৎসুকাসি ভবনাৎ কেনাশিবা-প্রেষিতা ?
জহাস রাধারুণচারুনেত্রা দৃগ্‌ভঙ্গি ভাবেন
বিলোক্য কৃষ্ণং
প্রাহেতি বৃন্দে শ্রুতমস্য বাক্যং কিমস্তি চিত্তে
তদহং ন জানে ॥ ৭৯ ॥

রাধা। (বৃন্দার প্রতি) বৃন্দে! বাড়ী হইতে বাহির হইবার কালে আমার শাশুড়ী নিষেধ করিয়াছিলেন; গুরুজনের বাক্য বিলঙ্ঘন করিয়া এখন তাহার বেশ ফল হইতেছে। (অনন্তর কৃষ্ণের প্রতি) হে কৃষ্ণ! তুমি আমার কথায় সম্প্রতি মথুরা যাইতে দাও, পুনরায় আগমন সময়ে তোমার যে দান তাহা প্রদান করিব ॥ ৭৮ ॥

কৃষ্ণ। রাধে! একেইত তোমার দেহ নবনীত কোমল, তাহাতে রৌদ্রের প্রতাপ অত্যন্ত মহান্, ধরণীও সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, আবার মধুপুরীও অত্যন্ত দূর; সুতরাং তুমি কি প্রকারে তথায় যাইবে? এমন যমুনা-তটসন্নিহিত সুললিত মারুত-সেবিত তরুছায়া; তুমি কি না এই স্থান হইতে এখন চলিয়া যাইতে উৎসুক হইতেছ? গৃহ হইতে এমন কোন্ অভদ্রা তোমাকে পাঠাইয়াছে?"

এই কথা শুনিয়া অরুণ-চারুনেত্রা শ্রীরাধা কটাক্ষ ভঙ্গীর ভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিকে অবলোকন করিয়া হাস্য করিলেন এবং বৃন্দাকে কহিলেন, "বৃন্দে! "উহার কথাই শুনিলাম, কিন্তু উহার মনে কি আছে, তাহা ত জানি না" ॥ ৭৯ ॥

অথ নৌকা রহস্যং।

কুরু পারং যমুনায়া মুহুরিতি গোপীভি রুৎকরাহূতঃ।
তরিতট-কপটশয়ালু দ্বিগুণিত শিথিলো হরির্জয়তি ॥ ৮০ ॥
অম্ভসি তরণি-সুতায়াঃ স্তম্ভিততরণিঃ স দৈবকীসূনুঃ।
আতর-বিরহিত-গোপ্যঃ কাতরমুখমীক্ষতে স্মেরঃ ॥ ৮১ ॥

অন্যত্র।

পানীয় সেচনবিধৌ মম নৈব পাণী বিশ্রাম্যত স্তদপি ত্বে
পরিহাস বাণী!
জীবামি চেৎ পুনরহং ন তদা দদামি কৃষ্ণ ত্বদীয়তরণৌ
চরণৌ কদাপি ॥ ৮২ ॥

অন্যত্র।

তরিরিয় মতি জীর্ণা কর্ণধারস্ত গোপঃ
সরিদতীব গভীরা ভানুনা মল্লভানুঃ।
বয়মপি চ কুলীনাঃ বন্ধুহীনাঃ নবীনাঃ
শিব শিব কথমস্যাঃ পারমাগারং যামঃ ॥ ৮৩ ॥

নৌকা রহস্য।

'যমুনা পার কর' যমুনা পার কর' বলিয়া গোপীগণ বারংবার উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলে নৌকার প্রান্তভাগে কপটভাবে নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণ আরও দ্বিগুণিত শিথিল হইয়া সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৮০ ॥

অনন্তর সূর্য্যপুত্রী যমুনার জলে নৌকা স্তম্ভিত করিয়া সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে পারের মাশুল বিরহিতা গোপীদিগের কাতর মুখ-শ্রী দেখিতে লাগিলেন ॥ ৮১ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন—ওহে কৃষ্ণ! তোমার নৌকার জলসেচন কার্য্যে আমার হাত ত একবারও বিশ্রাম করিতে পাইতেছে না, তথাপি তুমি পরিহাস করিতে ছাড়িতেছ না। যদি আজ বাঁচি, তাহা হইলে আমি আর কখন তোমার নৌকায় পাদক্ষেপ করিব না ॥ ৮২ ॥

আরও কথিত হইয়াছে;— এই তরি একেই ত জীর্ণা, তাহাতে আবার

অন্যত্র।

জীর্ণা তরি সরিদতীব গভীর নীরা
বালা বয়ং সকল মর্থমনর্থ হেতুঃ।
নিস্তার বীজ মিদমেব কৃশোদরাণাং
যন্মাধব ত্বমসি সম্প্রতি কর্ণধারঃ ॥ ৮৪ ॥

অথ ক্রীড়া বিশেষ রহস্যং।

শ্রীভাগবতে। ১০।৩৪ অঃ।

কদাচিদথ গোবিন্দরামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাং ॥ ৮৫ ॥
উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ ॥ ৮৬ ॥

যিনি কর্ণধার, তিনি গোপনন্দন, নদীও অতীব গভীরা; বিশেষতঃ সূর্য্যও অস্তমিতপ্রায়, আমরা একে কুলনারী, তাহাতে বন্ধুহীনা ও নবীনা, শিব শিব! এই যমুনা পার হইয়া কিরূপে গৃহে গমন করিব? ॥ ৮৩ ॥

তরিখানি অতি জীর্ণ, তাহাতে যমুনার জল অতীব গভীর, আমরা বালিকা, সকল বিষয়ই অনর্থের হেতু হইয়া পড়িয়াছে, তবে হে মাধব! আমাদের ন্যায় কৃশোদরীগণের নিস্তারের উপায় এই যে, সম্প্রতি তুমি কর্ণধার হইয়াছ ॥ ৮৪ ॥

ক্রীড়াবিশেষ রহস্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে— কোন এক সময়ে (হোরিকা-পূর্ণিমায়) অদ্ভুত-বিক্রম গোকুল-যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রজনীতে ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বনমাঝে বিহার করেন। সেই সকল স্ত্রীরত্ন দুই ভ্রাতার প্রতি পৃথকভাবে সৌহৃদ্যবন্ধন করিয়া ললিত স্বরে উভয়েরই গুণগান করিতে লাগিলেন। ইহাতে শ্রীবলরামেরও পৃথক্ প্রেয়সীগণ লক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা দুই ভ্রাতাই উত্তমরূপে অলঙ্কৃত, তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ চন্দনানুলিপ্ত, গলে মালা এবং কটিতটে সুন্দর বসন বিলম্বিত ॥ ৮৫-৮৬ ॥

নিশামুখং মানয়ন্তা বুদিতোড়ুপতারকং।
মল্লিকাগন্ধমত্তালি জুষ্টং কুমুদবায়ুনা ॥ ৮৭ ॥
জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃ শ্রবণমঙ্গলং।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বর মণ্ডলমূর্চ্ছিতং ॥ ৮৮ ॥
গোপ্য স্তদ্‌গীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা নাবিদন্নৃপ।
স্রংস্নৎ দুকূলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ ॥ ৮৯ ॥

রূপবিশেষ রহস্যং।

শ্রীভগবতে। ১০।৩৮ অঃ।

দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ।
পীতনীলাম্বরধরৌ শরদম্বুরুহেক্ষণৌ ॥ ৯০ ॥
কিশোরৌ শ্যামলশ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ বৃহদ্ভুজৌ।
সুমুখৌ সুন্দরবরৌ বালদ্বিরদবিক্রমৌ ॥ ৯১ ॥

সেই বাসন্তী নিশার প্রারম্ভে নির্ম্মল চন্দ্র ও তারকানিকর উদিত হইল, প্রফুল্ল মল্লিকার সৌরভে অলিকুল মত্ত হইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং কুমুদসংসর্গী বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া সেই নিশামুখকে প্রমোদিত করিয়া তুলিল ॥ ৮৭

তৎপরে উভয়েই যুগপৎ স্বরসমূহের মূর্চ্ছনা কল্পনা করিয়া সর্ব্বভূতের মন ও শ্রবণ-সুখাবহ গান আরম্ভ করিলেন। রামকৃষ্ণের ঐ প্রকার গীত শ্রবণ করিয়া গোপীগণ মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহাদের চিত্ত সেই গীতে বিলীন হওয়াতে গাত্র হইতে যে বস্ত্র বিস্রস্ত ও কেশ হইতে মাল্য স্খলিত হইয়া পড়িল, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারিলেন না ॥ ৮৮-৮৯ ॥

অথ রূপ বিশেষ রহস্য।

তৎপরে অক্রূর দেখিলেন— রাম-কৃষ্ণ উভয়েই গোদোহন স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের পরিধান যথাক্রমে নীল ও পীতবসন, তাঁহাদের নয়ন শারদীয় কমল সদৃশ, উভয়েই কিশোর, কিন্তু একজন শ্বেতবর্ণ, অন্যজন শ্যামবর্ণ। আবার দুইজনই শ্রী অর্থাৎ শোভার আধার এবং উভয়েরই বৃহদ্‌বাহু, সুন্দর বদন। সুতরাং দুইজনেই যেমন পরম সুন্দর তেমনই বালহস্তির ন্যায় বিক্রমশালী ॥ ৯০-৯১ ॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈ শ্চিহ্নিতৈ রঙ্ঘ্রিভির্ব্রজং।
শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ ॥ ৯২ ॥
উদাররুচির-ক্রীড়ৌ স্রগ্বিণৌ বনমালিনৌ।
পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ স্নাতৌ বিরাজবাসসৌ ॥ ৯৩ ॥
প্রধানপুরুষাবাদ্যৌ জগদ্ধেতূ জগৎপতী।
অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ ॥ ৯৪ ॥
দিশো বিতিমিরা রাজন্ কুর্ব্বাণৌ প্রভয়া স্বয়া।
যথা মারকতঃ শৈলো রৌপ্যশ্চ কনকাচিতৌ ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে রহস্যাদি বর্ণনং নাম
পঞ্চমঃ প্রবন্ধঃ ॥ ৫ ॥

সেই মহাত্মাদ্বয় ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ ও কমলচিহ্নিত শ্রীচরণ দ্বারা ব্রজভূমি সুশোভিত করিতেছেন এবং তাঁহাদের নয়ন অনুকম্পা-বিলসিত মৃদুহাস্যে প্রফুল্ল। তাঁহারা উভয়েই মহামনোহর ক্রীড়াশীল, হ্রস্বমধ্যমাদি রত্ন এবং সুদীর্ঘ বনমালাধারী। পবিত্র গন্ধানুলেপনে উভয়েরই অঙ্গ অনুলিপ্ত, উভয়েই স্নান করিয়া নির্ম্মল বসন পরিধান করিয়াছেন ॥ ৯২-৯৩ ॥

পরন্তু উভয়েই আদি ও প্রধান পুরুষ, সুতরাং তাঁহারাই জগতের হেতু এবং জগৎপতি। জগতের ভার হরণের নিমিত্তই স্ব স্ব আবির্ভাব ভেদে রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৯৪ ॥

তাঁহারা স্বীয় প্রভা দ্বারা দিক্ সকলের অন্ধকার দূর করিতেছেন। মারকত শৈল ও রৌপ্য শৈল সুবর্ণে পরিব্যাপ্ত হইলে যেরূপ হয়, উভয়ে সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছেন ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে রহস্যাদি বর্ণন
নাম পঞ্চম প্রবন্ধ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ প্রবন্ধ

অনুরাগঃ কথ্যতে।

গোপ্য ঊচুঃ।

বামবাহুকৃত বামকপোলো বল্গিতভ্রুরধরার্পিত বেণুং।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥
ব্যোমযান বনিতাঃ সহ সিদ্ধৈর্বিস্মিতা স্তদুপধার্য্য স লজ্জাঃ।
কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ ॥ ১ ॥
হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং হারহাস উরসিস্থির বিদ্যুৎ।
নন্দসূনুরয়মার্ত্ত-জনানাং নর্ম্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ ॥
বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্ ॥ ২ ॥

গোপীগণ কহিলেন—যখন শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমঠামে বামবাহুমূলে বাম কপোল বিন্যাস করিয়া এবং বক্রোর্দ্ধাবলোকনে ভ্রুযুগল নর্ত্তিত করিয়া অধর-ন্যস্ত বেণুর সপ্তস্বর-রন্ধ্রে সুকোমল অঙ্গুলী সঞ্চালনপূর্ব্বক বাদ্য করেন, তখন বিমানস্থ দেবাঙ্গনাগণ, তাঁহাদের স্ব স্ব পতি-সঙ্গে থাকিলেও সেই বেণুরব শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ বিস্মিতা পরে কামের বশে কৃষ্ণার্পিত-চিত্তা হইয়া লজ্জিতা হইয়া থাকেন। এইরূপে লজ্জাভিভূতা হইলেও তাঁহারা কামবশে এরূপ মোহপ্রাপ্ত হয়েন যে, তাহাদের নীবীবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িলেও তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন না। অতএব দেবীগণও যখন এরূপ বিমুগ্ধা হন, তখন আর আমাদের কথা কি? ॥ ১ ॥

সেই বেণুনাদ-শ্রবণে কেবল দেব-মানবগণই যে বিমুগ্ধ হন, তাহা নহে, মূঢ় পশুগণ পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়া থাকে। হে অবলাগণ! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় শুন, সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে হারের বিকাশ বলাকাশ্রেণীর ন্যায় এবং বক্ষঃস্থা লক্ষ্মীরেখা, স্থির সৌদামিনীর ন্যায় সর্ব্বদা বিরাজ করে। সুতরাং তাঁহার বক্ষোদেশ অপূর্ব্ব নবীন মেঘের মত মনোহর। সেই বলাকা-বিদ্যুদ্ভাবিত কৃষ্ণ-বক্ষ-মেঘের দ্বারাই তোমাদের পাতিব্রত্য-নিদাঘ ধ্বংসিত

বর্হিণ স্তবকধাতু পলাশৈর্বদ্ধমল্ল পরিবর্হ বিড়ম্ব।
কর্হিচিৎ সবল আলি সগোপৈর্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ॥
তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সহিতো বৈ তৎপদাম্বুজরজোঽনিলনীতং
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ॥৩॥
অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীর্য্য আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ।
বনচরো গিরিতটেষু চরন্তীর্বেণুনাহ্বায়তি গাঃ স যদা হি॥

হইয়াছে। অতএব আর্ত্তজনের আনন্দদাতা সেই নন্দনন্দন যখন বংশীধ্বনি করেন, তখন ব্রজস্থিত গো, মৃগ ও বৃষবৃন্দ দূর হইতে সেই বেণুবাদ্য শ্রবণ করিয়া এমনই চিত্তহারা হইয়া পড়ে, তাহারা দন্তদ্বারা যে তৃণগ্রাস ধারণ করিয়াছে, তাহা না গলাধঃকরণ, না চর্ব্বণ, না ত্যাগ কিছুই করিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু কর্ণদ্বয় উত্তম্ভিত (খাড়া) করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করে। বরং নিদ্রিতেরও শ্বাস প্রশ্বাসের কারণ কিঞ্চিৎ অঙ্গ-সঞ্চালন দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহারা পটাদি লিখিত চিত্রের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করে॥ ২॥

বৃষ-মৃগাদি চেতনের কথা কি, বেণুনাদ শ্রবণে অচেতনেরও স্তম্ভ উদয় হইয়া থাকে। হে সখীগণ! মল্লপরিকর-বিড়ম্বী ময়ূরপুচ্ছ-পুষ্পগুচ্ছ-গৈরিক-রাগ-তরু-পল্লব-রচিত বন্যভূষণে বিভূষিত হইয়া বেণুবাদ্য-বিশারদ শ্রীকৃষ্ণ, যখন বলদেব ও গোপগণের সহিত বেণুধ্বনি করিতে করিতে দূর বনান্তঃস্থিত নদী-সরোবরে জলপানরত গাভী সকলকে তাহাদের "কালিন্দি! গঙ্গে! সরস্বতী" ইত্যাদি নামোল্লেখ করিয়া আহ্বান করেন, তখন এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজস্থিত যমুনা-মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদী-সরোবরাদি অন্য প্রকার প্রাপ্তিতে অযোগ্য মনে করিয়া কেবল অনুকূল পবন দ্বারা আনীত তদীয় (শ্রীকৃষ্ণ) পাদপদ্ম-পরাগ মাত্রই স্পৃহা করিয়া থাকেন। এই স্পৃহা হেতুই তাঁহাদের স্বাভাবিকী গতি স্তব্ধ হইয়া যায়। সুতরাং কৃষ্ণসঙ্গ-অপ্রাপ্তি হেতু আমাদের ন্যায় তাহাদিগকে অল্পপুণ্যা বলা যায়। তাহারা কেবল তদীয় পদরজ প্রাপ্তির ইচ্ছায় প্রেমের ভরে তরঙ্গরূপ কর-প্রসারণ করে মাত্র। তৎপরে সে তরঙ্গও স্তব্ধ হইয়া যায়, জল নিশ্চল হয়॥ ৩॥

আহা! সে বেণুনাদ-শ্রবণে স্থাবরেরও আশ্চর্য্য মুগ্ধতা উপস্থিত হয়। অনুচর গোপগণ যাঁহার প্রভাবময় চরিত জন্মাদি লীলাপ্রবন্ধে বর্ণন করেন,

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণত ভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৪ ॥
দর্শনীয়-তিলকো বনমালা দিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈঃ!
অলিকুলৈরলঘুগীতমভীষ্টমাদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিত-বেণুঃ ॥
সরসি সারসহংস বিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরি মুপাসত তে যতচিত্তা হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥৫
সহবলঃ স্রগবতংস-বিলাসঃ সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বং ॥
মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতা মন্দ মন্দ মনুগর্জ্জতি মেঘঃ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভিশ্ছায়য়াচ বিদধৎ প্রতপত্রং ॥ ৬ ॥

আদি পুরুষ নারায়ণের ন্যায় যাঁহার নিশ্চলা শ্রী, সেই শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে যখন অদ্ভুত বেণুনাদ-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া গিরিতটচারিণী গাভী সকলকে আহ্বান করেন, তখন পুষ্প-ফলাঢ্যা বনলতা ও তাহাদের পতি তরুগণ, সস্ত্রীক গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ যেরূপ সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রেমের ভরে প্রণাম ও অশ্রুবর্ষণ করেন, সেইরূপ যেন আপনাদের অন্তরে স্ফূর্ত্তিমান সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুকে ব্যক্ত করতঃ প্রেমপুলকিতদেহে ফলভারে অবনত-শাখ হইয়া অশ্রুর ন্যায় মকরন্দধারা বর্ষণ করে ॥ ৪ ॥

অহো! আরও শুন। সর্ব্বদা দর্শনযোগ্য মনোহর গৈরিকাদিময় যাঁহার তিলক অথবা সুন্দর সমূহের মধ্যে যিনি তিলক তুল্য অর্থাৎ পরম সুন্দর, সেই শ্যামসুন্দর মধ্যাহ্নে সরসি-সন্নিহিত তরুতলশিলায় উপবেশন পূর্ব্বক দিব্য-পত্র-পুষ্পময়ী বনমালাস্থিত সর্ব্বোত্তমগন্ধা তুলসী-মধুমত্ত অলি-কুলের পরম কৌতুকপ্রদ অনুকূল উচ্চগীতের সমাদর করিয়া যখন বেণু-গানারম্ভ করেন, তখন সেই সরোবরস্থ হংস, চক্রবাক ও অন্যান্য বিহঙ্গনিচয় মনোহর বেণুগান শ্রবণে হৃতচিত্ত হইয়া তথায় আগমন করে এবং আত্মারাম মুনিগণ যেরূপ একাগ্রচিত্তে নয়ন নিমীলিত করিয়া হরি-ভজনা করেন, সেইরূপ তাহারাও সংযতচিত্তে নয়ন নিমীলন ও মৌনাবলম্বন করিয়া ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপবেশন করে ॥ ৫ ॥

হে ব্রজদেবীগণ! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় শুন। মাল্য ও কর্ণভূষণে

বিবিধ গোপরমণেষু বিদগ্ধো বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে দত্তবেণুরণয়ৎ স্বরজাতীঃ।
সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ॥ ৭॥
নিজপদাব্জদলৈ র্ধ্বজবজ্রনীরজাঙ্কুশ বিচিত্রললামৈঃ
ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং বর্ষ্ম ধুর্য্যগতিরীরিত-বেণুঃ।

বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোচারণ অনুরোধে শ্রীগোবর্দ্ধনের নিশ্ছায় সানুপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন মেঘছায়া অভিলাষ করিয়া স্বয়ং হর্ষভরে বিশ্বের হর্ষ উৎপাদনার্থ বেণুতে মল্লার রাগ আলাপন করেন, সেই বেণুরব শ্রবণ করিয়া অচল-স্বভাব মেঘও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে সমাগত হয় এবং অত্যন্ত হর্ষভরে উচ্চ গর্জ্জন করিতে ইচ্ছুক হইয়াও মহদতিক্রম ভয়ে অর্থাৎ নিজ উচ্চ শব্দে শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব আচ্ছাদিত হইলে পাছে অপরাধ হয়, এইজন্য শঙ্কিতচিত্ত হইয়া তাঁহার বেণুগানের পোষক রূপ পশ্চাৎ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করে। পরে বিশ্বার্ত্তিহরণ ও বর্ণসাম্য হেতু সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্যাতপতাপ-নিবৃত্তির নিমিত্ত তাঁহার উপর ছায়া দ্বারা ছত্র রচনা করিয়া সূক্ষ্মপুষ্প তুল্য হিমকণাসমূহ বর্ষণ করিতে থাকে॥ ৬॥

কোন গোপী সুতবিরহবিহ্বলা ব্রজেশ্বরীকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বেণুগানগুণ-প্রভাব বর্ণন করিতেছেন।—হে সতি! শ্রীযশোদে! তোমার তনয় বিবিধ গোপ-আচরণে অর্থাৎ গো-সমূহের কলন-দোহন-বশীকরণাদিতে সুনিপুণ, তিনি বিশ্ববিনোদনার্থ বিম্বাধরে বেণু স্থাপন করিয়া যে সকল স্বরজাতি উন্নয়ন করেন, সেই বিবিধ বেণুবাদ্য তাঁহার নিজেরই শিক্ষা, অন্য কাহারও হইতে শিক্ষা করেন নাই, এইজন্য তিনি যখন ঐ সকল স্বরালাপ করেন, তখন সেই সর্ব্বব্যাপক বেণুগান শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র-রুদ্র ব্রহ্মাদি দেবেশ্বরগণ গান-তালাদির সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও সে বেণুনাদ মাধুর্য্যের অর্থাৎ সে বেণুনাদের রাগ-তাল-তান-স্বরাদির তত্ত্ব বা ভেদ নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হন—সে সময়ে তাঁহাদের কন্ধর ও চিত্ত আনত হইয়া পড়ে। অহো! যাহাতে দেবেশ্বরগণেরও মোহ উপস্থিত হয়, সেই বেণুনাদ শ্রবণে অন্যের মোহ হওয়া বিচিত্র নহে॥ ৭॥

কোন উৎকণ্ঠিতচিত্তা গোপী ভাববিবশতা হেতু স্বীয় সখীর নিকট বেণুনাদ

ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাসবীক্ষণার্পিত মনোভব-বেগাঃ
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥ ৮ ॥
মণিধরঃ ক্বচিদাগণয়ন্ গা মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ।
প্রণয়িনোঽনুচরস্য কদাংসে প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র।
ক্বণিত বেণুরব বঞ্চিতচিত্তাঃ কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ
গুণগণার্ণমনুগম্য হরিণ্যো গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ ॥ ৯ ॥
কুন্দদামকৃত-কৌতুকবেশো গোপগোধনবৃতো যমুনায়াং
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো নর্ম্মদঃ প্রণয়িণাং বিজহার।

জন্য আপনাদের মোহের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন।—"হে সখি! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আপনার ধ্বজবজ্রকমলাঙ্কুশ-চিত্রিত সুন্দর চরণকমলদল দ্বারা ব্রজ-ভূমির গবাদি-খুরাক্রমণ জন্য ব্যথা প্রশমন করিতে করিতে যখন গজেন্দ্রবৎ মন্থরগতিতে গো-সমূহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেণু বাজাইয়া আগমন করেন বা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন, সেই সময় তদীয় সবিলাস দৃষ্টিতে আমাদের অন্তরে যে মনোভবের বেগ অর্পিত হয়, তাহাতে আমরা তরুগণের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হই অর্থাৎ স্থাবরত্ব লাভ করি। সুতরাং তখন আমাদের কবরী ও বসন স্খলিত হইয়া পড়িলেও মোহবশতঃ তাহা কিছুই জানিতে পারি না ॥ ৮ ॥

গোষ্ঠস্থা আমাদিগের এইরূপ মোহের ন্যায় বনবিহারিণী হরিণীগণেরও বেণুহেতুক মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। হে সখি! অপরাহ্নে গৃহাগমনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ মুহুর্মুহু বেণুগান দ্বারা গোসমূহকে একত্র করিয়া গণনা করেন। এই গাভী গণনার্থ বিভিন্নবর্ণ ও আকারের গ্রথিত মণিমালা ধারণ করেন। তিনি কোন স্থানে এই মণিমালা দ্বারা গাভীসকল গণনা করিতে করিতে প্রিয়গন্ধা তুলসীর মালা ধারণ পূর্ব্বক প্রিয়ানুচরের স্কন্ধে ভুজ সংস্থাপন করিয়া যে সময় বেণুগান করেন, তখন সেই শব্দিত বেণুরবে কৃষ্ণসার-পত্নী হরিণীসকল চিত্তহারা হইয়া গুণসাগর শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিতা হয় এবং তাঁহার সঙ্গ হইতে নিবৃত্তা হয় না। ফলতঃ তাহারা যেন কৃষ্ণভার্য্যাত্বই লাভ করিয়া থাকে। যেহেতু গোপিকাদের ন্যায় তাহাদেরও গৃহাশা অর্থাৎ পত্যাদি পরিকরের আশা বিদূরিত হয় ॥ ৯ ॥

সায়াহ্নে পুত্রের আগমন বিলম্বে ক্ষুব্ধা শ্রীযশোদাকে কোন গোপী তদীয়

মন্দবায়ু রুপবাত্যনুকূলং মানয়ন্ মলয়জস্পর্শেন
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ ॥ ১০ ॥
বৎসলো ব্রজগবাং দগধ্রো বন্দ্যমানচরণঃ পথিবৃদ্ধৈঃ
কৃৎস্ন গোধনমুপোহ্য দিনান্তে গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্ত্তিঃ।
মদবিঘুর্ণিতলোচন ঈশন্মানদঃ সুহৃদাং বনমালী
বদর পাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডল লক্ষ্ম্যা ॥ ১১ ॥

আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিতেছেন—"হে অনঘে! তোমার পুত্র, পুণ্যবানের শিরোমণি নন্দমহারাজের নন্দন, এবং তুমিও নিষ্পাপ—মহাপুণ্যবতী তোমার মহাবাৎসল্যের পাত্রীভূত। লোকে বলে, মাতাপিতার অভাগ্যেই পুত্রের অনিষ্ট হয়, সুতরাং তোমার ন্যায় ভাগ্যবতীর পুত্রের কিঞ্চিৎ বিলম্বে অসুরাদি হেতু অনিষ্টের আশঙ্কা কি সম্ভব হয়? তাঁহার বিলম্বের কারণ বলিতেছি শুন।—সমস্ত দিন ভ্রমণশ্রান্ত তোমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ গোপ ও গোধনসমূহে পরিবৃত হইয়া এবং স্নানাপেক্ষাহেতু কৌতুকভরে কুন্দকুসুমদামে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীযমুনায় জলকেলি করিবার নিমিত্ত যখন তীরে প্রণয়িগণের পরিহাস-কেলিসুখদরূপে সবিলাস ক্রীড়া করেন, সে সময় মন্দবায়ু মলয়পর্ব্বতোৎপন্ন চন্দনবৃক্ষের সৌগন্ধ্য ও শৈত্য সংগ্রহ করিয়া তাহার স্নিগ্ধ স্পর্শ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত অনুকূলরূপে বীজন করে এবং গন্ধর্ব্বাদি স্তাবক উপদেবগণ স্ব স্ব গুণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বাদ্যগীত ও দিব্যবস্ত্রালঙ্কারাদি উপহার দ্বারা বা পুষ্পবর্ষণাদি দ্বারা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন। অতএব তত্তৎ অনুমোদন জন্যই শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

অনন্তর অট্টালিকাদি আরোহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া পরমোল্লাসভরে পরস্পর কহিতে লাগিলেন—আহা! শ্রীকৃষ্ণ এমনই স্বাভাবিক স্নেহশীল যে, ব্রজে নিবদ্ধ গো-সমূহের এবং আমাদের রক্ষণার্থ গোবর্দ্ধনগিরিকেও ধারণ করিয়াছিলেন, গোষ্ঠগমন সময়ে ব্রহ্মরুদ্রাদি বৃদ্ধগণ অন্তরীক্ষ হইতে ব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজান্তঃপ্রবেশের অধিকার না থাকায় পথিমধ্যেই পুনঃ পুন তাঁহার চরণ বন্দনা করিতেছেন। ঐ শুন, সায়াহ্নে গোধনসমূহ একত্র করিবার নিমিত্ত ও ব্রজবাসিগণকে নিজ আগমন-

তত্রৈব।

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ॥ ১২॥

অত্র।

নানা কল্পলতাদ্রুমাদিললিতে বৃন্দাবনে শোভনে
প্রোদ্যদ্রত্ন সুবর্ণভূষিততনুঃ সম্বীত পীতাম্বরঃ।
শশ্বৎ কেলিবিলাস কৌতুকরসামোদেন সংমোদিতো
গোপীগোপগবাং গণৈঃ পরিবৃতো জীয়াদ্ ঘনশ্যামলঃ॥১৩

মঙ্গল বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত বংশীধ্বনি করিতেছেন, এবং তাঁহার অনুচরগণও তদীয় রাগ-তাল অনুসারে এই দিনক্রীড়াত্মিকা অর্থাৎ এই দিনে যে যে ক্রীড়া করিয়াছেন সেই সেই কীর্ত্তিগাথা গান করিতেছেন। (অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন)—সখি! দেখ দেখ! বনমালীর লোচনযুগল নবযৌবনসুলভ ঈষৎ মদভরে কেমন চঞ্চল, পুরপ্রবেশ সময়ে অগ্রবর্ত্তী সুহৃজ্জনকে যথোচিত প্রণামালিঙ্গন-সম্ভাষণাদি দ্বারা সম্মান প্রদান করিতেছেন, কখন চন্দ্রশালিকাস্থিতা মৃদুহাসিনী অপাঙ্গশালিনী প্রেয়সীগণের প্রতি অভীষ্টদানব্যঞ্জক কটাক্ষ দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, ঐ দেখ, বনপথ-পর্য্যটন-শ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসায় উঁহার বদন, ঈষৎ পক্ক-বদরবৎ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, অথবা প্রেয়সীগণের বিরহ অনুভব করিয়াই যেন ম্লানমুখ। আরও দেখ, কনককুণ্ডলের মনোহর কান্তিতে উঁহার কৈশোর-স্বভাবে সুকোমল গণ্ডস্থল কেমন শোভাশালী হইয়াছে॥ ১১॥

এইরূপে কৃষ্ণগতপ্রাণা ও কৃষ্ণমাত্রৈক-সঙ্কল্পা গোপীগণ বিরহদুঃখেও (বিপ্রলম্ভপ্রেম দুঃখময় হইলেও) দিবাভাগে কৃষ্ণলীলা গান করিয়া পরম সুখলাভ করিলেন। সুতরাং বিরহেও তাঁহাদের মহান্ উৎসব হইল॥ ১২॥

নানা কল্পলতা বৃক্ষাদি সমন্বিত শোভন শ্রীবৃন্দাবনে স্বর্ণরত্নালঙ্কার-ভূষিত তনু পীতবসনধারী এবং গোপীগোপ গোগণপরিবৃত ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর কেলিবিলাস ও কৌতুক-রসামোদে প্রমোদিত হইয়া সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন॥ ১৩॥

অন্যত্র।

যমুনানুপনীপালী মুরলীভঙ্গি-ভঙ্গুরং।
গোগোপগোপিকা মধ্য মধ্যাসীনং তমাশ্রয়ে ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে অনুরাগবর্ণনং
নাম ষষ্ঠঃ প্রবন্ধঃ ॥ ৬ ॥

প্রেমামৃত-মহাসিন্ধৌ তত্তদ্ভাবপ্রকাশকঃ।
প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিলাসঃ জয়গোপাল দাসেন * ॥ ১ ॥
গ্রন্থং কৃষ্ণবিলাসাখ্যং শ্রদ্ধাযুতঃ শৃণোতি যঃ।
তস্য প্রেমাচ ভাবশ্চ কৃষ্ণচন্দ্রে ভবেদ্ধ্রুবং ॥ ২ ॥
বৃন্দাবনাদেঃ প্রথমং রূপাদেস্তদনন্তরম্।
ততো বনবিহারস্য রাসস্য তদনন্তরম্ ॥ ৩ ॥
রহস্যাদেঃ পরং তস্মাদনুরাগস্য বর্ণনং।
অত্র প্রবন্ধাঃ কথিতাঃ গ্রন্থে ষট্‌সু মনোহরাঃ ॥ ৪ ॥
শাকে জলনিধি শশভৃদ্বাণ সুধাংশৌ প্রযত্নবাহুল্যাদয়ং।
গ্রন্থঃ শ্রীকৃষ্ণবিলাসো বিহিতঃ শ্রীমতা জয়গোপাল দাসেন ॥ ৫

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

শ্রীযমুনাতটবর্ত্তি কদম্বতরুতলে গো-গোপগোপিকাগণ মধ্যে অধিষ্ঠিত সেই ত্রিভঙ্গ মুরলীধারীকে ভজনা করি ॥ ১৪ ॥

ইতি ষষ্ঠ প্রবন্ধানুবাদ।

দীন জয়গোপাল দাস কৃষ্ণপ্রেম-মহাসিন্ধুতে সেই সেই ভাবপ্রকাশক এই "শ্রীকৃষ্ণবিলাস" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ॥ ১ ॥

যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই "শ্রীকৃষ্ণবিলাস" নামক গ্রন্থ শ্রবণ করেন, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার ভাব ও প্রেমের নিশ্চয়ই উদয় হয় ॥ ২ ॥

প্রথমে বৃন্দাবন বর্ণন, তদনন্তর রূপাদির বর্ণন, তৎপরে বনবিহার, তৎপরে রাস, তাহার পর রহস্যাদি এবং শেষে অনুরাগ বর্ণন এইরূপ মনোহর ছয়টী প্রবন্ধ গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। ১৫১৭ শকে শ্রীমৎ জয়গোপাল দাস কর্ত্তৃক এই শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস গ্রন্থ অতীব যত্নসহসারে রচিত হইয়াছে ॥

ইতি গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

* শ্রীকৃষ্ণবিলাস কৃতী দীনগোপালদাসকঃ পাঠান্তরম্।